সূত্রধর তত্ত্ব

অর্থাৎ

সূত্রধর জাতির ইতিবৃত্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রী বিহারিলাল রায়কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

সূত্রধর তত্ত্ব

অর্থাৎ

বঙ্গীয় সূত্রধর জাতির ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীবিহারিলাল রায়কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান—৬৮।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।

বিজয়া দশমী ১৩১৮ শাল।

মূল্য ॥৵

মঙ্গলাচরণ।

শ্রীগুরুর পাদপদ্ম বন্দি, শুদ্ধ মনে।
বন্দি বিঘ্ন বিনাশন গজেন্দ্রবদনে॥
বন্দি জন্মজরামৃত্যুভয়বিনাশন।
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেই যুগল চরণ॥
প্রণত হইয়া পিতামাতার চরণে।
প্রত্যক্ষ দেবতা যাঁরা এভবভবনে॥
বিরচিল সূত্রধর জাতিতত্ত্ব কথা।
দূর হোক জনসাধারণের সর্ব্বথা॥
বদ্ধমূল কুসংস্কার—পতিত এ জাতি।
জ্বলুক সবার মনে আলোকের ভাতি॥
সত্যের হউক জয়—জাগুক সকলে।
কেহই নহে ত হীন এ মহীমণ্ডলে॥
একি নর গুণকর্ম্মভেদে ভিন্ন যদি।
তবে কেন কেহ ক্ষুণ্ন থাকে নিরবধি?
যার গুণ তার পূজা—বেদের বচন।
গুণকর্ম্মে সমাদর কর ভ্রাতৃগণ॥

প্রথম বারের

ভূমিকা।

প্রত্যেক জাতিরই একটী ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকা ও জানা প্রত্যেকেরই বিশেষতঃ তজ্জাতীয়গণের বিশেষ আবশ্যক। সমাজে আমার কতদূর অধিকার, কেন আমরা উন্নত বা অবনত, এ অবনতির কোন উন্নতি ও উত্থান হইতে পারে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখা মন্দ নহে। জাতি ছিল না, শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা কালে থাকিবেও না, কিন্তু যতদিন না যায় ও থাকে, ততদিন, জাতির তত্ত্বটা না জানা যেন প্রত্যবায়-বিশেষ। নিজ নিজ বংশের কথার আলোচনায় দোষ কি? আমরা এই গ্রন্থে, সূত্রধরজাতির উৎপত্তি, সূত্রধর শব্দের ব্যুৎপত্তি, ও সামাজিক অধিকার, নিদান ও কেন পাতিত্য ঘটিল, উহা বৈধ কি অবিচারমূলক, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। তাই আমরা সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব না ইহাই যেন ধ্রুব।

আমরা অভ্রান্ত নহি, আমাদিগের কৃচিৎ বা স্খলনও ঘটিতে পারে। তাই বিনীত নিবেদন মনীষিগণ যখন যে প্রমাদ দেখিতে পাইবেন তাহা স্থাননির্দ্দেশপূর্ব্বক জানাইলে আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে উহার সংশোধন করিয়া দিব। সর্ব্বশেষে আমরা আশা করি সমাজনেতা পূজনীয় ভূদেব ও শ্রদ্ধাভাজন অন্যান্য মহাত্মগণ সূত্রধরজাতির প্রকৃত অধিকার কতদূর, তাহা প্রসন্নহৃদয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। অলমতিপল্লবিতেন।

কলিকাতা
৬৮।১ নং কেথিড্রালমিসন লেন
২৯।৩। ১৯০৭

বিনয়াবনত
শ্রীবিহারিলাল রায়
প্রকাশক।

প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টের

ভূমিকা।

প্রায় চারিবৎসর হইল, চাঁপাতলানিবাসী আমার পরমস্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাসের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ দাস বি, এ, এল্ এম্ এস আমাকে আমাদিগের জাতিতত্ত্বসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। আমি তদনুসারে নানাগ্রন্থ হইতে প্রমাণসংগ্রহপূর্ব্বক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান "সূত্রধরতত্ত্ব" গ্রন্থখানীর দেহপ্রতিষ্ঠা ও উহা প্রকাশিত করি। এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্রগ্রন্থের প্রতি সাধারণের যে এত অনুরাগ হইবে আমি তাহা আশাও করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের এই গ্রন্থের প্রতি অত্যধিক প্রীতিপ্রদর্শন ও এই গ্রন্থপ্রচারের পর তাঁহারা স্বজাতীয় উন্নতিসাধনকল্পে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে সভাসমিতির সংস্থাপন করাতে আমি আরও উৎসাহিত হইয়া এই পরিশিষ্ট খণ্ডের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। মূলগ্রন্থে যে সকল বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা এবং অন্যান্য আবশ্যক অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। এইক্ষণ স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ ও সাধারণ জনমণ্ডলী ইহার প্রতি সবিশেষ কৃপাপ্রদর্শন করিলেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

ইতিপূর্ব্বে কি স্বজাতীয় কি অন্যজাতীয় কোন ব্যক্তিই আমাদের সূত্রধরজাতিসম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান বা কোন গ্রন্থপ্রণয়ন করেন নাই! যাহা কিছু চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহাও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের চর্ব্বিত চর্ব্বণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধানবিষয়ে কেহই কোন চেষ্টা করেন নাই। আমি কেবলমাত্র আপন জাতির প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয়নজন্যই ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থপাঠে স্বজাতীয়গণের সামান্য প্রীতি জন্মিলেও আমি তৃপ্তি অনুভব করিব। আমিই আমাদের জাতিসম্বন্ধে এই প্রথম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সুতরাং আমার এ প্রথমোদ্যমে যে কোন ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে না, আমি এরূপ

আশা করিতে পারি না। আমি যে এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। পাঠকগণ কোনও দোষদর্শন করিলে ক্ষমা করিবেন এবং তাহা আমাকে জানাইলে উপকৃত হইব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, পাইকপাড়া নিবাসী আমার পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় ও চাঁপাতলানিবাসী আমার পরমস্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাস, সংবাদ পত্রে আলোচনা, পণ্ডিতগণের মতগ্রহণ, মধ্যে মধ্যে আমাকে উৎসাহ-প্রদান এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমাকে সাহায্য দান করিয়াছেন; আমি তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট নিতান্তই ঋণী থাকিলাম। প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ থাকাতে অপর এক গুপ্ত মহাত্মার নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না, তাহাতে মনে অতি ক্ষোভ থাকিল।

কলিকাতা
৬৮।১ নং শ্রীগোপালমল্লিকলেন,
আশ্বিন, ১৩১৬ শাল।

প্রকাশক,
শ্রীবিহারিলাল রায়।

দ্বিতীয় বারের
ভূমিকা।

সজাতিবৃন্দ ও সাধারণ বন্ধুবর্গের কৃপায় আমাদের প্রথম বারের গ্রন্থসমূহ প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় আমরা উৎসাহিত হইয়া মূল ও পরিশিষ্ট এক করিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদিত করিলাম। এবার বহুস্থান পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, এবং পরিমার্জ্জিত ও বহু নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইল। আশা করি সহৃদয় ব্যক্তিগণ এবারেও আমাদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ কৃপা বিতরণ করিবেন।

কলিকাতা
৬৮।১ নং শ্রীগোপালমল্লিকলেন,
বিজয়া দশমী ১৩১৮ শাল।

বিনয়াবনত
শ্রীবিহারিলাল রায়।

সূচীপত্র।

সূত্রধরতত্ত্ব।

অর্থাৎ

বঙ্গীয় সূত্রধরজাতির ইতিবৃত্ত।

চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠা

আমরা এই গ্রন্থে সর্ব্বজনপরিচিত সূত্রধরজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, সূত্রধরশব্দের ব্যুৎপত্তি ও সূত্রধরজাতির সামাজিক অধিকার আলোচনা করিব। সত্যযুগে বর্ণ বা জাতি বলিয়া কিছু ছিল না, সকল মানুষই এক ও সমান ছিলেন। পরে কালে তাঁহারা চারি বর্ণ ও অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত হয়েন। সুতরাং কোন বর্ণ বা জাতির তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্বরূপ, নিদান ও প্রবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা অগ্রে চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠার ঐতিহ্য বিন্যস্ত করিব। বায়ু পুরাণ বলিয়াছেন—

> নির্ব্বিশেষাঃ কৃতে সর্ব্বা রূপায়ুঃশীলচেষ্টিতৈঃ।
> অবুদ্ধিপূর্ব্বকং বৃত্তিঃ প্রজানাং জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৫৯
> অপ্রবৃত্তিঃ কৃতযুগে কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
> বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ ॥ ৬০
> অনিচ্ছাদ্বেষযুক্তাস্তে বর্ত্তয়ন্তি পরস্পরং।
> তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমবর্জিতাঃ ॥ ৬১-৮ অ-পূ
> বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৬০-৫৭ অ-উ

সত্যযুগে সকল মানুষ সমান ছিলেন, তাঁহাদিগের দৈহিক বর্ণ, পরমায়ু, স্বভাব, চরিত্র ও চেষ্টা একই ছিল। তাঁহারা বুদ্ধি খাটাইয়া বৃত্তির কোন পথ করিতে জানিতেন না। তাঁহারা স্বভাব বা প্রকৃতির

দাস হইয়া চলিতেন ও যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল ও মাংসাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কৃষি বা বাণিজ্য করিতে সমর্থ ছিলেন না। এই কাজ ভাল, এই কাজ মন্দ, এরূপ বিচারশক্তিও তাঁহাদের ছিল না, তাঁহারা শুদ্ধ প্রয়োজনানুসারে কাজ করিয়া যাইতেন। কেহ কাহাকে দ্বেষ বা হিংসা করিতেন না,ইচ্ছা করিয়া ও বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু করিতে জানিতেন না। এ ছোট, এ বড়, এ ব্রাহ্মণ, এ শূদ্র, এরূপ ভেদ ছিল না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়াও কাহারও কোন খ্যাতি ছিল না, কেহ ব্যভিচার করিতেন না, বর্ণপ্রথা না থাকাতে বিলোমজ ভাবে সন্তানোৎপাদন হইত না বলিয়া সমাজে সঙ্কর বলিয়া পদার্থেরও কোন পরিজ্ঞান বা অস্তিত্ব ছিল না। তৎপরে ত্রেতাযুগের কোন এক সময়ে, সম্ভবতঃ অবসান কালে, ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। মহাভারতও শান্তিপর্ব্বে বলিয়াছেন—

কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাৎ বর্ণো বিভিদ্যতে ॥ ৭
স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মপিত্তং সশোণিতং।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাৎ বর্ণো বিভিদ্যতে ॥ ৮
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভি র্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥ ১০-১৮৮ অ

ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভৃগো! প্রত্যেক মানুষেরই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও শ্রম রহিয়াছে, প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর হইতেই তুল্যপ্রণালীতে স্বেদ, মূত্র, পুরীষ ও শ্লেষ্মা পিত্তাদি নিঃসৃত হইতেছে, কাহার দেহের শোণিত শুভ্র ও কাহার দেহের শোণিত কৃষ্ণ নহে, তবে এ প্রকার সমান মনুষ্যদিগের মধ্যে আবার বর্ণভেদ ঘটিল কেন? ভৃগু কহিলেন, হে মুনে! পরমেশ্বর কাহাকেও ব্রাহ্মণ বা শূদ্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, সেই ব্রহ্মের নিকট সকলই সমান। তজ্জন্য পূর্ব্বে এই ভারতে বর্ণগত কোনও বিশেষত্বই ছিল না, সকলেই সমান ছিলেন। কিন্তু কালে তাঁহাদিগের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মগত পার্থক্য উপস্থিত হইলে সামাজিক নেতৃবৃন্দ একই

মানবজাতিকে পৃথক্ পৃথক বর্ণে বিভক্ত করেন। জগদ্বরণীয় ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং
গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। ১৩।৪অ

হে অর্জ্জুন! মানুষ কেহই বর্ণ বা জাতি লইয়া প্রসূত হয় নাই। পূর্ব্বে সকলই এক বর্ণ ছিল, পরে আমি তাহাদিগের গুণ ও কর্ম্মের প্রভেদবশতঃ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়াছি। মহামান্য শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ॥ ৪৮।১৪ অ ৯ম স্কন্ধ।

পূর্ব্বে বেদ এক ছিল, এক প্রণব বা ওঙ্কার সকল বাক্যময় ছিল, উপাস্য দেবতা একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, অগ্নি ও বর্ণও এক ছিল, তিন বা চারি প্রকার ছিল না। মহাভারত পুনরায় বলিয়াছেন—

এক বর্ণ মিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতং॥

হে যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে কোন বর্ণ বা জাতি ছিল না, সকল এক ছিল, পরে তাহাদিগের গুণ ও কর্ম্মের বিভেদবশতঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে কেন বেদ ও পুরাণাদি বলিতেছেন যে, মানুষ সকল, বর্ণ জাতি লইয়াই ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদহইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। বস্তুতঃ বেদ বা কোন উপনিষদে এরূপ ভাবের কোন কথা দেখা যায় না। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্॥ ১

পুরুষ বা পরমেশ্বর যেন সহস্রশীর্ষা, সহস্রলোচন ও সহস্রপাদ। তিনি সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এরূপভাবে রহিয়াছেন, যেন তিনি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরেও আরও আধ হাত বাড়িয়া রহিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার বৃহত্ত্বের ইয়ত্তা নাই।

তস্মাৎ বিরাট্ অজায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমি মথো পুরঃ ॥৫।৯০স্থ১০ম

সেই পুরুষ বা পরমেশ্বরহইতে আদি মানব বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার বিরাট্ হইতে অধিপুরুষ বা প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হইয়াছেন। বায়ুপুরাণও বলিয়াছেন "বৈরাজস্তু মনুঃ স্মৃতঃ"! সেই বিরাট্ জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে অগ্রে ও পশ্চাতে অতিক্রম করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সন্তানসন্ততিদ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। মনুও বলিয়াছেন—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহ মর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩২
তপস্তপ্ত্বাসৃজৎ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৩৩-১অ

হে দ্বিজসত্তমগণ! পরমেশ্বর আপনার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও অন্যার্দ্ধে নারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মৈথুনধর্ম্মে বিরাটের উৎপত্তি হয়। সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া যে আমাকে পুত্ররূপে উৎপন্ন করেন, বহুবংশের জন্মদাতা সেই আমাকে তোমরা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়া জান। তথাহি—

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুস্তরং।
পতীন্ প্রজানা মসৃজং মহর্ষীন্ আদিতো দশ ॥ ৩৪
মরীচি মত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদ মেব চ ॥ ৩৫
এতে মনুং শ্চ সপ্তান্যান্ অসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীন্ অমিতৌজসঃ ॥ ৩৬-১ অ

তৎপরে আমি সেই স্বায়ম্ভুব মনু কঠোর তপস্যা করিয়া মরীচি অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ নামে অপর দশজন প্রজাপতি বা বীজী পুরুষের জন্ম দান করি।

তাঁহারা আবার বৈবস্বতাদি অপর সাত জন ভূরিতেজাঃ মনু, অমিতবল মহর্ষি, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অন্যান্য অবান্তর দেবশ্রেণীর স্বজন করেন।

যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ পিতৃণাঞ্চ পৃথগ্ গণান্ ॥৩৭
কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্, মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ ॥ ঃ৮।১অ

এবং তাঁহাদিগেরই অনন্তরবংশে যক্ষ, রক্ষঃ (রাক্ষস), পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, অসুর, নাগ, সর্প, সুপর্ণ, অগ্নিষত্তাদি ভিন্ন ভিন্ন পিতৃগণ এবং কিন্নর, বানর ও মনুষ্যপ্রভৃতির জন্ম হয়।

সুতরাং ঋগ্‌বেদ ও মনুর বচন দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে বিরাট্ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যে ধারাবাহিকরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে এমন কোন কথাই নাই যে তাঁহারা বর্ণ বা জাতি লইয়া কাহার মুখবাহুপ্রভৃতিহইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ছিলেন। পরন্তু প্রথম মনুষ্য সৃষ্টিপর্য্যন্তও যে কোন বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হয় নাই, তাহাও জানা যাইতেছে। ফলতঃ তাহা হইলে গীতা, ভাগবত ও মহাভারত এ কথা বলিতেন না যে, মানুষদিগের পূর্ব্বে বর্ণ বা জাতি ছিল না, পরে গুণকর্ম্মভেদে তাঁহাদের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

তবে কেন সকলে বলিয়া থাকেন যে, বেদে আছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ব্রহ্মার মুখাদিহইতে প্রসূত হইয়াছেন? বস্তুতঃ বেদে এভাবের কোন কথাই নাই। বেদে আছে—

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য? কৌ বাহূ? কৌ উরূ? পাদৌ উচ্যেতে ॥১১

তত্র সায়ণভাষ্যং প্রশ্নোত্তররূপেণ ব্রাহ্মণাদিসৃষ্টিং বক্তুং ব্রহ্মবাদিনাং প্রশ্না উচ্যন্তে প্রজাপতেঃ প্রাণরূপা দেবাঃ যৎ যদা পুরুষং বিরাড্‌রূপং ব্যদধুঃ সঙ্কল্পেনোৎপাদিতবন্তঃ তদানীং কতিধা কতিভিঃ প্রকারৈঃ ব্যকল্পয়ন্! অস্য পুরুষস্য মুখং কিম্ আসীৎ? কৌ বাহূ অভূতাং! কৌ উরূ, কৌ চ পাদৌ উচ্যেতে।

ব্রহ্মবাদী ঋষিরা প্রশ্ন করিলেন যে সাধ্যাদি দেবগণ যে যজ্ঞে পুরুষকে

খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন তাহা কয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন? সেই বিরাট্ পুরুষের মুখ কি ছিল? বাহুদ্বয় কি ছিল? উরুদ্বয় কি ছিল? পদদ্বয়ই বা কি বলিয়া উক্ত হইয়াছিল? প্রশ্নোত্তরে ঋষি বলিলেন যে—

> ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
> উরূ তদস্য যৎ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১২-৯০সূ-১০ম

সেই বিরাট্ পুরুষের মুখই যেন ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয়ই যেন ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয়ই যেন বৈশ্য ও পাদদ্বয়ই যেন শূদ্র হইয়াছিল।

ইহা অলঙ্কার মাত্র। সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, দেহের মধ্যেও মুখ শ্রেষ্ঠ, তাই বলা হইল ব্রাহ্মণই যেন বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহুদ্বারা আত্মরক্ষা ও পররক্ষা হয়, ক্ষত্রিয়গণও তদ্রূপ সমাজের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন, তাই বলা হইল যে ক্ষত্রিয়েরা যেন সেই বিরাট্ পুরুষের দুইটী বাহু মানুষ উরুতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সমাজকেও কৃষিবাণিজ্যাদিকারী বৈশ্যগণের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, তাই বলা হইয়াছে যে বিরাটের দুই উরুই যেন বৈশ্যগণ। ঐরূপ দেহের মধ্যে পদ নিকৃষ্ট, বর্ণের মধ্যেও শূদ্র নিকৃষ্ট, তাই বলা হইল শূদ্রগণই যেন সেই আদি মানব বিরাটের দুখানী পা।

দেখ বেদের কোন শব্দেই অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি নাই। সুতরাং মুখহইতে ব্রাহ্মণ, বাহুহইতে ক্ষত্রিয়; উরু হইতেবৈশ্য জন্মিয়াছেন, এরূপ অর্থ বেদমন্ত্রহইতে পাওয়া যায় না। ১১শ মন্ত্রেও অপাদানের কোন ভাব নাই। অবশ্য "পদ্ভ্যাং" কথাটীতে পঞ্চমী আছে, কিন্তু উহা আর্ষপ্রয়োগ, এখানে পদ্ভ্যাং শব্দের বিভক্তি ব্যত্যয়ে "পাদৌ" করিয়া অর্থ করিতে হইবে। পাদৌ শূদ্রঃ অজায়ত। তজ্জন্য মহর্ষি পাণিনি বৈদিকপ্রকরণে সূত্র করিয়াছেন—"ব্যত্যয়ো বহুলং"

বেদমন্ত্রে ব্যাকরণের নিয়মের বহু ব্যত্যয় আছে। অতএব বেদমন্ত্রের অর্থ করিবার সময় বিভক্তির ব্যত্যয় বা পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থ করিতে হয়।

ফলতঃ যদি মানুষ জন্মিবার কালে কোন বর্ণ বা জাতি লইয়া

ভূমিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে মহাভারত, ভাগবত, গীতা, ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতি কখন ঐরূপ বলিতেন না। এবং জগন্মান্য শ্রুতি বৃহদারণ্যক ও জাতি বা বর্ণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইবার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতেন না। তাঁহার বিবৃতিদ্বারাও বুঝা যায় যে, মানুষ ক্রমে ক্রমে গুণকর্ম্ম ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, সুতরাং মনুষ্যসৃষ্টির বহুকাল পরে, চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা—

ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্র আসীৎ
একমেব, তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ।

পূর্ব্বে মানুষের কেবল একটী মাত্র "ব্রাহ্মণ"-সংজ্ঞা ছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বলিয়া আর কোন সংজ্ঞা ছিল না। উক্ত ব্রাহ্মণেরাই কৃষি, বাণিজ্য, গৃহনির্ম্মাণ, যুদ্ধবিগ্রহ ও যাগযজ্ঞ করিতেন। সুতরাং তাহা সমাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইল না, অসৌকর্য্যকর হইল।

তৎ শ্রেয়োরূপ মত্যসৃজত ক্ষত্রম্

তৎপর সামাজিকগণ আপনাদিগের মধ্যহইতে বলশালী লোকদিগকে বাছিয়া লইয়া দস্যুতস্করাদিহইতে দেশরক্ষার্থ ক্ষত্রিয়জাতির গঠন করিলেন।

স নৈব ব্যভবৎ স বিশ মসৃজত।

কিন্তু ইহাও পর্য্যাপ্ত হইল না, কেন না লোকে সহজে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্যাদি করিতে চাহিতেন না। তখন সামাজিকেরা উক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতিহইতে লোক বাছিয়া লইয়া বৈশ্যজাতির গঠন করিলেন।

স নৈব ব্যভবৎ স
শৌদ্রং বর্ণম্ অসৃজত।

কিন্তু ইহাতেও সমাজের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হওয়াতে সামাজিকগণ উক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিহইতে লোক সকল বাছিয়া লইয়া শূদ্রবর্ণের গঠন করিয়া লইলেন। সুতরাং জানা গেল কোন ব্রহ্মা বা পরমেশ্বরের মুখবাহুপ্রভৃতিহইতে কোন জাতির সৃষ্টি হয় নাই। মানুষমাত্রই সমান, তবে তাঁহাদের মধ্যে গুণ

কর্ম্মের পার্থক্যবশতঃ সমাজনেতারা আপনাদিগকে চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, তাঁহারাই সমাজে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া পরিচিত ও পরিজ্ঞাত। যে প্রকার একপিতার চারিপুত্র কেহ এণ্ট্রান্স,কেহ এল্‌এ্‌, কেহ বিএ ও কেহ এম্‌এ পাশ করিলে তাহাতে তাঁহারা পৃথক জাতি বা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়েন না, তদ্রূপ একপিতা মাতার সন্তানেরা গুণকর্ম্মভেদে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তাঁহারা যে কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহ অস্পৃশ্য, হইবেন, এরূপ মনে করা নিতান্ত অযৌক্তিক।

আচ্ছা বৃহদারণ্যকে যে প্রথম যুগের লোকগুলিকে ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সংসূচিত করিলেন, উক্ত ব্রাহ্মণশব্দ কি বর্ণ বা জাতিবাচক নহে? না, তখন উহাদ্বারা কোন বর্ণ বা জাতির অববোধ বা সংসূচনা হইত না। তাঁহারা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে স্তোত্র পাঠ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগকে

ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ (নিঘণ্টু)।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র বা মেধাবী বলা হইত। উক্ত ব্রাহ্মণগণ হংসের ন্যায় নিরীহ ছিলেন বলিয়া উহারা "হংস" নামেও প্রখ্যাত হইতেন। যদাহ—ভাগবতং—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥

কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে কোন বর্ণ বা জাতি ছিল না। লোক সকল হংসনামে প্রখ্যাত ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে বিবৃত আছে—

বঞ্চনং দুর্ব্বচস্যাপি ক্রিয়তে সর্ব্বমানবৈঃ।
শূদ্রব্রাহ্মণয়োস্তস্মাৎ নাস্তিভেদঃ কথঞ্চন ॥ ১৫
ন ব্রাহ্মণ শচন্দ্রমরীচিশুক্লাঃ,
ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকপুষ্পবর্ণাঃ।
ন চাপি বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ,
শূদ্রা নচাঙ্গারসমানবর্ণাঃ ॥ ৪১

স এক এবাত্র পতিঃ প্রজানাং
কথং পুনর্জাতিকৃতঃ প্রভেদঃ।
প্রমাণদৃষ্টান্তনয়প্রবাদৈঃ,
পরীক্ষমাণো বিঘটত্ব মেতি ॥ ৪৫
চত্বার একস্য পিতুঃ সুতাশ্চ
তেষাং সুতানাং খলু জাতি রেকা।
এবং প্রজানাং পিতৈক এব,
পিত্রৈকভাবাৎ নচ জাতিভেদঃ ॥ ৪৬
ফলান্যথো ডুম্বুরবৃক্ষজাতে
যথাগ্রমধ্যান্তভবানি যানি।
বর্ণাকৃতিস্পর্শরসৈঃ সমানি.
তথৈকতা জাতে রিতি প্রচিন্ত্যম্ ॥ ৪৭-৪২অ

ব্রাহ্মপর্ব্ব।

পুরাণপ্রবক্তা এই ঋষির কথাগুলি অতীব সুন্দর ও অতীব হৃদ্য। পিতা এক, পুত্র চারিটী, ইহারা কি প্রকারে এক না হইয়া পৃথক্ বর্ণ বা পৃথক্ জাতি হইতে পারে? ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে কি কোন দৈহিক গঠনপার্থক্য আছে? সকল ব্রাহ্মণই কি চন্দ্রপাদগৌর? কৃষ্ণবর্ণের ব্রাহ্মণ কি শত শত নাই?

কোন্ ক্ষত্রিয়ের বর্ণ কেবল পলাশপুষ্পবৎ লোহিতাভ? কোন্ বৈশ্যই বা কেবল হরিতালপীত? ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যেও কি গৌর ও কৃষ্ণ নানা বর্ণের লোক বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় না? শূদ্রেরা কি সকলেই অঙ্গারবৎ কৃষ্ণত্বচ্, বহুশূদ্রসন্তানও কি দৈহিক ধবলিমায় বহু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়কেও পরাস্ত করিয়া থাকেন না? যদি বর্ণচতুষ্টয় সকলেই একই পরমেশ্বরের সন্তান হয়েন, তবে এক পিতার সন্তান তাঁহাদিগের মধ্যে আবার জাতিভেদ কোথা হইতে আসিতে পারে? ব্রহ্মার মুখাদিহইতে ব্রাহ্মণাদি জাতি হয় নাই। ধরিয়া লও যেন সত্য সত্যই হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও কি তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ণ বা জাতিগত কোন ভেদ ঘটিতে পারে? একটা ডুম্বুর বৃক্ষের উচ্চ ডালে,

গুঁড়িতে, শাখাপ্রশাখা ও গোড়ায় যে সকল ডুম্বুর জন্মিয়া থাকে উহারা কি একই ডুম্বুরপদবাচ্য নহে? না তাহাদের মধ্যে রূপ-রস স্পর্শাদি বিষয়ে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে। যখন তোমরা কোন ডালের ডুম্বুর গুলিকে ব্রাহ্মা, মাঝের ফল গুলিকে গাব ও গোড়ার ফলগুলিকে ভেরেণ্ডা বলিয়া থাক না, তখন মুখবাহুউরুপদপ্রভব মনুষ্যগুলিরই বা বর্ণ কিংবা জাতির নাম স্বতন্ত্র হইবে কেন? ফলতঃ জগতে জন্মগত ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া কোন জাতি থাকিতে পারে না ও নাই। লোক সকল নিরক্ষর লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্যই ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া বর্ণগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঈশ্বর এক, তাঁহার সন্তানগণও সকলে এক ভিন্ন দুই হইতে পারেন না, হে ভারতীয়,আর্য্যসন্তানগণ! তোমরা কাহাকেও ছোট বলিয়া অবগীত করিও না। কেননা মূলে তোমরা সকলে এক পিতামাতারই সন্তানসন্ততি। অবশ্য আমরা এইক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতিতে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পরমার্থতঃ বা কার্য্যতঃ তাঁহারা একেরই সন্তান ও একই। যখন বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন যে—একই ব্রাহ্মণজাতিহইতে লোক সকল বাছিয়া লইয়া চারিবর্ণের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তখন তাঁহারা এক ভিন্ন কি প্রকারে দুই বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন? বিষ্ণু পুরাণও বলিয়াছেন যে—

পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্র স্ত্বায়ুনামা স বাহোর্দুহিতরমুপযেমে, তস্যাং পুত্রান্ জনয়ামাস। নহুষক্ষত্রবৃদ্ধরম্ভরজিসংজ্ঞাঃ তথৈবা নেনাঃ পঞ্চমঃ পুত্রোঽভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাচ্চ সুনহোত্রঃ পুত্রঃ অভূৎ কাশলেশগৃৎসমদা স্তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ অভবন্ গৃৎসমদস্য শৌনকঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তকঃ অভূৎ। ১-৮অ ৪ অংশ।

মহারাজ পুরূরবার ঔরসে অপ্সরা উর্ব্বশীর গর্ভে মহারাজ আয়ুর জন্ম হয়। আয়ুর ঔরসে তদীয় পত্নী বাহুরাজার কন্যার গর্ভে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনাঃ এই পাঁচ পুত্র জন্মে। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র। সুনহোত্রের পুত্র কাশ, লেশ ও বেদমন্ত্রপ্রণেতা

গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের চারি পুত্র চারিজাতিতে বিভক্ত হয়েন। যদুক্তং মহর্ষি বায়ুনা—

অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি আয়োর্বংশং মহাত্মনঃ॥ ২৪ ২৯অ
এতে পুত্রা মহাত্মানঃ পঞ্চৈবাসন্ মহাবলাঃ।
স্বর্ভানুতনয়ায়াং বৈ প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপাঃ॥ ১
নহুষঃ প্রথম স্তেষাং ক্ষত্রবৃদ্ধ স্ততঃ স্মৃতঃ।
ক্ষত্রবৃদ্ধাত্মজ শ্চৈব সুনহোত্রো মহাযশাঃ॥ ২
সুনহোত্রস্য দায়াদা স্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
কাশঃ লেশশ্চ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ॥ ৩
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া শ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
এতস্য বংশে সম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজ॥ ৪-৩০ অ

অতঃপর আমি মহাত্মা আয়ুর বংশের কথা বলিব। আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানুকন্যা প্রভার গর্ভে তাঁহার পাঁচটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই অতি বলবান্ ও মহাত্মা এবং সকলেই রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজ নহুষ প্রথম ও মহারাজ ক্ষত্রবৃদ্ধ দ্বিতীয়। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র মহাযশাঃ সুনহোত্র। সুনহোত্রের তিন পুত্র কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ, তাঁহারা সকলেই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। গৃৎসমদের পুত্রের নাম শুনক, শুনকের পুত্র মহর্ষি শৌনক। এই শৌনকের চারি পুত্র গুণকর্ম্মের বিভেদবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতিতে বিভক্ত হয়েন। হরিবংশেও বিবৃত আছে যে—

অলর্কস্য তু দায়াদঃ সুনীথো নাম পার্থিবঃ।
সুনীথস্য তু দায়াদঃ ক্ষেম্যো নাম মহাযশাঃ॥ ২৬
ক্ষেম্যস্য কেতুমান্ পুত্রো বর্ষকেতু স্ততোঽভবৎ।
বর্ষকেতোস্তু দায়াদো বিভুর্নাম প্রজেশ্বরঃ॥ ২৭
আলর্কস্তু বিভোঃ পুত্র সুকুমার স্ততোৎভবৎ।
পুত্রস্তু সুকুমারস্য সত্যকেতু র্মহারথঃ॥ ২৮
ততোঽভবৎ মহাতেজা বৎসঃ পরমধার্ম্মিকঃ।

বৎসস্য বৎসভূমিস্তু বৎসভূমেস্তু ভার্গবঃ॥ ২৯
এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥ ৩০-৩২ অ

অর্থাৎ অলর্কের পুত্র মহারাজ সুনীথ, সুনীথের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র বর্ষকেতু, বর্ষকেতুর পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র আলর্ক, আলর্কের পুত্র সুকুমার, সুকুমারের পুত্র সত্যকেতু, সত্যকেতুর পুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎসভূমি, বৎসভূমির পুত্র ভার্গব। লোকে সাধারণতঃ ইঁহাদিগকে অঙ্গিরার বংশপ্রভব বলিয়া অবগত আছেন, এবং ইঁহারা ভৃগুবংশ বলিয়াও প্রখ্যাত। সুতরাং অঙ্গিরা ও ভৃগু এই বংশের বীজী পুরুষ। এই বংশের সন্তানেরাও চারিবর্ণে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। যেরূপ ভৃগুবংশের ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তদ্রূপ ভৃগুবংশের শূদ্রও রহিয়াছেন। এইরূপ কাহার তিন পুত্র ব্রাহ্মণ, কাহার তিন পুত্রের দুই জন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, কাহারও বা তিন পুত্র তিন বর্ণে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, তাঁহারা আদৌ প্রকৃত অনার্য্য শূদ্র নহেন, তাঁহারা আমাদিগেরই নেদিষ্ঠ দায়াদবান্ধব বটেন। তবে ভারতের কোল, ভীল, সাঁওতাল ও গারপ্রভৃতি জাতিরাই অনার্য্য শূদ্র (সৎ শূদ্র নহে) এবং আমাদিগের হইতে পৃথক্ বস্তু ; কিন্তু কার্য্যতঃও পরমার্থতঃ তাহারাও আমাদিগের একই মাতাপিতার সন্তানসন্ততি বটে। কেননা জগতের সমগ্র মানবজাতি একই মানবদম্পতি হইতে প্রসূত, ইহা হিন্দুশাস্ত্রেরও পূর্ণ অভিমত।

অবশ্য বিতর্ক হইতে পারে যে যখন জাতি বা বর্ণ ছিল না, তখন এক ব্যক্তির চারি পুত্র চারি বর্ণে আসন গ্রহণ করিলেও শেষে তাঁহারা পৃথক হইয়াই গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও নহে। গুণ প্রভাবে উচ্চ বর্ণে উন্নীত ও গুণাভাবে অধম বর্ণে অবনত হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত থাকায় অনেক হীনবর্ণের লোকও উচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং একালে যাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া

পরিচিত ও গর্ব্বিত, তাঁহাদিগের অনেকের দেহেও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যশূদ্রাদির শোণিত বিদ্যমান। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

পৃথুস্তু বিনয়াৎ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥ ৪২-৭ অ

বিনয়গুণে বেণতনয় পৃথু ও বিবস্বান্তনয় বৈবস্বত মনু রাজ্য লাভ করেন। কুবেরও একমাত্র বিনয়গুণে দেবগণের ধনাধ্যক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং গাধিরাজতনয় বিশ্বামিত্রও কেবল বিনয়গুণে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বায়ুপুরাণ বলিয়াছেন—

কিং লক্ষণেন ধর্ম্মেণ তপসেহ শ্রুতেন বা
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তং বিশ্বামিত্রাদিভি র্নৃপৈঃ॥১০৮
যেন যেনাভিধানেন ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়া গতাঃ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তপসা দানতোঽথবা॥১০১
শ্রূয়ন্তে হি তপঃসিদ্ধাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুপ্রাপ্তাঃ কেবলং গুণসম্পদা॥১১১
বিশ্বামিত্রো নরপতি র্মান্ধাতা সঙ্কৃতিঃ কপিঃ।
কপেশ্চ পুরুকুৎসশ্চ সত্যশ্চানুহবান্ ঋভুঃ॥১১২
আর্ষ্টিষেণোঽজমীঢ়শ্চ ভগোঽন্যেচ তথৈবচ।
কক্ষীবান্ চৈব শিঞ্জয় স্তথান্যেচ মহারথাঃ।
ক্ষত্রোপেতাঃ স্মৃতা হ্যেতে তপসা ঋষিতাং গতাঃ॥ ১১৩-২৯অ

বিশ্বামিত্রপ্রভৃতি কিরূপ লক্ষণ, কিরূপ তপস্যা ও কিরূপ শাস্ত্রজ্ঞাননিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন? তাঁহারা কিরূপ জ্ঞান বা কিরূপ তপোমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ শুনা যায় যে বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি, কপিতনয় পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান্, ঋভু, আষ্টিসেন, অজমীঢ়, ভগ, কক্ষীবান্ ও শিঞ্জয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কেবল গুণসম্পৎ ও তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভ করেন। কক্ষীবান্ কে?

রাজা বলি (দৈত্য বলি নহেন) ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য দীর্ঘতমা ঋষিকে সন্তানোৎপাদনে নিযুক্ত করিলে মহিষী সুদেষ্ণা ভয়প্রযুক্ত

আপন দাসী উশিজকে প্রেরণ করেন। এই শূদ্র কন্যা দাসী উশিজের গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে কক্ষীবান্ প্রভৃতির জন্ম হয়। সেই পারশব কক্ষীবান্ই তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যলাভ করেন। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্র এই কক্ষীবান্ ও তাঁহার কন্যা ঘোষার প্রণীত। কক্ষীবান্ শূদ্র ছিলেন, সুতরাং তৎকালে শূদ্রাদি লোক সকল গুণবলে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতেন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। মনুও এ বিষয়ে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াৎ জাত মেবন্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যাৎ তথৈবচ॥ ৬৫-১০অ

যদি গুণ থাকে তাহা হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, আর গুণ না থাকিলে ব্রাহ্মণকেও শূদ্রে অবনত হইয়া যাইতে হয়। পরাশর বলিয়াছেন—

শূদ্রোপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥

যদি শূদ্র গুণবান্ ও চরিত্রসম্পন্ন হয়েন তাহা হইলে তিনিও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া থাকেন, আর ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন হইলে তাঁহাকেও শূদ্র হইয়া যাইতে হয়। শৈবপুরাণও বলিয়াছেন—

এতৈশ্চ কর্ম্মভিদেবি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
শূদ্রশ্চ বিপ্রতা মেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্

হে দেবি। এই সকল হীনকর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ অধোগতি ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর গুণ থাকিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হয়েন। বৃহদ্ধর্ম্ম বলিয়াছেন।

শৌদ্রান্ ধর্ম্মান্ অশেষেণ কুর্বন্ শূদ্রোযথাবিধি।
বৈশ্যত্বমেতি বৈশ্যশ্চ ক্ষত্রিয়ত্বং স্বকর্ম্মকৃৎ॥ ১৫
বিপ্রত্বং ক্ষত্রিয়ঃ সম্যক্ নিজধর্ম্মপরো যদি।
বিপ্রশ্চ মুক্তিলাভেন পূজ্যতে সৎক্রিয়াপরঃ॥১৫ ১অ উত্তর খণ্ড।

যদি শূদ্র যথাবিধি আপন জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ স্বধর্ম্মকারী বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব

ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া থাকেন। আর সৎক্রিয়াপর ব্রাহ্মণ মুক্তিলাভের অধিকারী হয়েন। মহাভারত বলিয়াছেন—

তত্তো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥

অনন্তর মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যলাভ করিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু বহু ব্রাহ্মণবংশ তাঁহারই বংশধরগণহইতে সমুদ্ভূত। ভবিষ্য পুরাণও বলিয়াছেন—

বিশ্বামিত্রস্তু রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণত্বজিগীষয়া।
তপশ্চচার বিপুলং সন্তাপায় দিবৌকসাম্॥ ৫০
ততো দেবো দদৌ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
ইহৈব তেন দেহেন ব্রাহ্মণত্বং সুদুর্লভম্॥ ৫২
তিথীনাং প্রবরাহ্যেষা তিথীনাং প্রবরা তিথিঃ।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যশূদ্রৌ বা ব্রাহ্মণত্বং যদাপ্নুয়ুঃ॥ ৫৩
হৈহয়ৈ স্তালজঙ্ঘৈশ্চ তুরুষ্কৈর্যবনৈঃ শকৈঃ।
উপোষিত মিহাত্রৈব ব্রাহ্মণত্ব মভীপ্সুভিঃ॥ ৫৫

১৬ অ—ব্রাহ্মপর্ব্ব।

হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণ্যলাভের জন্য রাজা বিশ্বামিত্র ঘোর তপস্যা করেন। তাহাতেই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য প্রদান করিয়াছিলেন। যে সময়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ গুণমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতেন, সেই সময়টা একটা মাহেন্দ্রক্ষণ এবং একটা মহাপুণ্য তিথিবিশেষ ছিল। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, হৈহয়, তালজঙ্ঘ, ও চন্দ্রবংশীয় তুরুষ্ক যবনগণ এবং বৈবস্বতবংশীয় ক্ষত্রিয় শকগণ ব্রাহ্মণ্যলাভের আশায় বহু উপবাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। হরিবংশ বলিয়াছেন—

দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি র্মিত্রয়ুর্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ।
এতে বৈ সংশ্রিতাঃ পক্ষং ক্ষত্রোপেতাস্তু ভার্গব॥

রাজা দিবোদাসের বংশধর ক্ষত্রিয় মিত্রয়ু অতীব ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন, তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণ্যলাভ করেন। তাঁহার পুত্র সোম, এই

সোমের বংশধরেরা "মৈত্রেয়" উপাধিধারী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সুতরাং ইহাঁরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিষ্ণু পুরাণ বলিয়াছেন—

ঋতেয়োঃ রন্তিনারঃ পুত্রঃ অভূৎ তংসুং অপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রান্ অবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। তংসো রনিলঃ ততঃ দুষ্মন্তাদ্যা শ্চত্বার পুত্রা বভূবুঃ দুষ্মন্তাৎ চক্রবর্ত্তী ভরতঃ অভবৎ। ১২-১৯ অ-৪ অংশ।

ঋতেযু রাজার পুত্রের নাম রন্তিনার। তাঁহার পুত্র তংসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; এই কণ্ব হইতেই কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণ প্রসূত। তংসুর পুত্র অনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারি পুত্র, দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরত, যাঁহার নাম হইতে ভারতবর্ষ নাম ব্যুৎপাদিত। সুতরাং জানা গেল যে একই ঋতেযু রাজার বংশহইতে যেমন ক্ষত্রিয়বংশ, তদ্রূপ বহু ব্রাহ্মণবংশও জন্মিয়াছিল। সুতরাং কোন ব্রাহ্মণই এমন গর্ব্ব করিতে পারেন না যে তাঁহারা একবারেই ক্ষত্রিয় বা শূদ্রসম্পর্কপরিহীন। বিষ্ণু পুরাণের স্থানান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—

বিতথস্য ভবন্মন্যুঃ পুত্রোহভূৎ বৃহৎক্ষত্রমহাবীর্য্যনির গর্গাদ্যা ভবন্মন্যুপুত্রাঃ। নরস্য সঙ্কৃতিঃ। সংকৃতে রুচিরধীরন্তিদেবৌ। গর্গাৎ শিনিঃ ততঃ গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ বভূবুঃ। ৯—১৯অ—৪ অংশ।

মহারাজ বিতথের পুত্র ভবন্মন্যু, ভবন্মন্যুর পুত্র বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গ। নরের পুত্র সংকৃতি, সংকৃতির পুত্র রুচিরধী ও রন্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি, তাঁহা হইতে গার্গ্য ও শৈন্য ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত। হরিবংশ বলিয়াছেন—

মুদ্গলস্য তু দায়াদাঃ মৌদ্গলাঃ সুমহাযশাঃ।৬৭

এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।৬৮

ভারতবর্ষে মৌদ্গল্যগোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তাঁহারা মূলতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তথাহি—

নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ
বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ

হরিবংশ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে নাভাগাদিষ্ট বৈশ্যের দুই পুত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। আপস্তম্বও বলিতেছেন যে—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং
পূর্ব্বং বর্ণ মাপদ্যতে। অধর্ম্মচর্য্যয়া
পূর্ব্বো বর্ণঃ জঘন্যং বর্ণং আপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ।

যদি ধর্ম্মচর্য্যা থাকে তাহা হইলে হীনবর্ণও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ও অধর্ম্মাচরণবশতঃ ব্রাহ্মণও হীন বর্ণ হইয়া যায়। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে—

অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।
স্বপক্ষং প্রবলং কর্ত্তুং যজ্ঞসূত্র মকল্পয়ৎ॥

পরশুরাম দক্ষিণ দেশে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যাধিক্য ও ব্রাহ্মণের সংখ্যাগত অল্পতাসন্দর্শনে আপনার পক্ষ প্রবল করিবার জন্য কতকগুলি কৈবর্ত্তের গলায় পৈতা দিয়া উহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন।

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদশ্চ তথোলূক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥ ২২
মৃগীজোঽথর্ষশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ॥
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য মুচ্যতে॥ ২৩
মাণ্ডব্যমুনিরাজস্তু মণ্ডূকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্ব্ববৎ দ্বিজাঃ॥ ৪২

ভবিষ্য—৪২ অঃ—ব্রাহ্মপর্ব্ব।

ভারতভূষা মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মাতা ধীবরী; জগদ্বরেণ্য মহর্ষি পরাশরের মাতা কুকুরমাংসাদ শ্বপাককন্যা; মহাত্মা শুকদেব বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মহামতি কণাদ, মহাসংযতাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ, সূর্য্য-কুল কুলগুরু মহাত্মা বশিষ্ঠ, মুনিবর্য্য মন্দপাল ও মাণ্ডব্য ইঁহারা শুকী, উলূকী, মৃগী (ইঁহারা শূদ্রকন্যা), স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বশী, পাটনী,

কন্যা ও মণ্ডূকীনাম্নী শূদ্রকন্যাগর্ভপ্রভব। ইঁহারা এবং আরও বহু হীনমাতৃক ব্রাহ্মণসন্তান গুণমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ভারতের কোন জাতিই বিশুদ্ধ ভাবে নাই। সীতা ও শকুন্তলা ভারতের সূর্য্য (বৈবস্বত) ও চন্দ্রবংশের বহু রাজকুলের নিদান, কিন্তু তাঁহারা অপ্সরঃকন্যা, ব্যাসদেব ধীবরীকন্যাপ্রভব, সুতরাং তাঁহার বংশধর ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধির আব্দার বা ভাণ করিতে পারেন না। কুরু ও পাণ্ডব বংশের মূল ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ধীবরীতনয় উক্ত ব্যাসদেবের ঔরস পুত্র স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষিও উর্ব্বশীর গর্ভপ্রভব বটেন, সুতরাং ভারতের কোন্ ব্যক্তি আপনাকে প্রকৃত অভিজাত জ্ঞান করিয়া অন্যের প্রতি অবজ্ঞা বর্ষণ করিতে পারেন?

বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ম্মভেদ

কি প্রকারে একই মানব বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা হইল। এইক্ষণ তাঁহাদিগের কর্ম্মগত ভেদসম্বন্ধে দুচার কথা বলা যাইবে। গীতা বলিতেছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

যদি গুণ ও কর্ম্মানুসারেই জাতির গঠন হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা সত্যযুগে ধর্ম্মোপদেশদান, গুরুত্ব ও পৌরোহিত্যের কার্য্য বংশপরম্পরাক্রমেই করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাই জাতিব্রাহ্মণপদে সমারোহণ করেন? ঐরূপ যাঁহারা বংশানুক্রমে ক্ষতহইতে ত্রাণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়নামের বিষয়ীভূত হয়েন? ঐরূপ কৃষক, পশুপালক ও বণিগ্‌গণ বৈশ্য? এবং হীনকর্ম্মা শোচনীয়দশাপন্নগণ শূদ্রকুলে আসন গ্রহণ করেন?

সত্যযুগে সকল মানুষই এক ছিলেন, সকলেরই কর্ম্ম এক ছিল কাহার বুদ্ধি বা বিদ্যা কিংবা বলবিক্রম বা উদ্ভাবনী শক্তি অধিক ছিল না, শাস্ত্রকারেরা ইহা অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহা ঠিক্ প্রকৃত কথা নহে। অতি আদিম অবস্থার কথা যাহাই কেন

হউক না, লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যে লোকের গুণ ও কর্ম্মগত পার্থক্যও শনৈঃ শনৈঃ ঘটিতেছিল ও ঘটিয়াছিল ইহা ধ্রুবই। একালেও যেমন আমরা কোন দুই জন লোককে সর্ব্ববিষয়ে তুল্য-ভাবাপন্ন দেখিতে পাই না, পূর্ব্বকালেও লোকের অবস্থা তাদৃশই ছিল এবং সেই গুণ ও কর্ম্মের প্রভেদই চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিয়ামক ও একমাত্র হেতু। যাহা হউক পূর্ব্বে যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্য করিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ার পরে সমাজনেতা মন্বাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন যে—

অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহ ঞ্চৈব ব্রাহ্মণানা মকল্পয়ৎ॥ ৮৮

অতঃপর ব্রাহ্মণগণ কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয় কর্ম্ম করিতে অধিকারী থাকিবেন।

প্রজানাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষ্ব প্রসক্তি শ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ ৮৯

ক্ষত্রিয়গণ সাধারণতঃ প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ ও অধ্যয়ন করিবেন কিন্তু তাঁহারা কখন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না।

পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষি মেবচ॥ ৯০

বৈশ্যগণ পশুপালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, বাণিজ্য, কুসীদ-গ্রহণ ও কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥ ৯১—১অ

এবং শূদ্রগণ অনসূয়ু হইয়া কেবল উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা করিবেন। তাঁহারা অন্য কোন কার্য্যের অধিকারী হইবেন না।

কিন্তু আমারা ইহাতে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। শূদ্র-গণ কি কেবল দাস্যদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন? তাহা হইলে তৎকালে কোন্ জাতি ধীবর, রজক, শৌণ্ডিক, পাটনী ও জল্ল-।

দাদির কার্য্য করিত? এই সকল কার্য্য উচ্চবর্ণের লোকেরা নিশ্চয়ই করিতেন না। সুতরাং বুঝিতে হইবে শূদ্রেরা কেবল একমাত্র দাস্য-জীবী ছিলেন না। তাঁহাদিগকে পরাধীন বা স্বাধীনভাবে এই সকল কর্ম্মও করিতে হইত।

চাতুর্বর্ণ্যের সময়ে কামার, কুমার, তিলী, তামিলী গন্ধবেণে এবং সূত্রধর প্রভৃতি জাতিও ছিল না। ঐ সময়ে কাহারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্প কার্য্য করিয়া সমাজের অভাব পূর্ণ করিতেন? অবশ্যই বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে তখন সমুদায় শিল্পকার্য্য বৈশ্যগণদ্বারা সম্পাদিত হইত। বলিবে ঋষিরা ত তাহা বলিলেন না; বলিয়াছেন বই কি? ক্ষত্রিয়জাতির বৃত্তি-বিধিতে যে "সমাসতঃ" পদের প্রয়োগ রহিয়াছে উহাদ্বারাই এই কথাগুলি প্রকৃত বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। মনু বলিতেছেন যে আমি সমাসতঃ বা সংক্ষেপেই কেবল ইহা বলিলাম উক্ত জাতি-চতুষ্টয় ইহা ছাড়া যে অন্য কোন কার্য্য করিতেন না বা করিবেন না, এরূপ বুঝিতে হইবে না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে চারি বর্ণের মধ্যে কেই বা চিকিৎসা করিতেন ও কাহার দ্বারাই বা লিখনব্যাপার সম্পাদিত হইত? অবশ্যই অনুলোমজ ও বিলোমজ জাতির সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণই কেহ বা চিকিৎসা ও কেহ কেহ বা লিপিবৃত্তিরও সংসাধন করিয়া দিতেন। মনুর বর্ণনা দ্বারাও উহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তিনি স্থলান্তরে বলিতেছেন—

যে দ্বিজানা মপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈ বর্ত্তয়েয়ু র্দ্বিজানা মেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রিতয়ের অপসদ পুত্র মূর্দ্ধাব-সিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ এবং উক্ত দ্বিজগণের বর্ণ-সঙ্কর পুত্র সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল, এই দ্বাদশ জাতি উক্ত ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের নিকৃষ্ট কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। মনু তৎপরেই বলিলেন—

সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্। ৪৭—১০অ

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করিতেন, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা হইতে অম্বষ্ঠ

ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি হইলে নিয়ম হইল অতঃপর আর মুখ্য ব্রাহ্মণ-গণ জীবিকার জন্য চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন এবং ক্ষত্রিয়গণ আর সারথ্য সম্পাদন করিবেন না, উহা, অতঃপর ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণী-প্রভব সূতের হস্তে বিন্যস্ত হইল। অতএব যে সময়ে চারি ভিন্ন অন্য জাতি ছিল না, তখন যেমন ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ও ক্ষত্রিয়গণ সারথির কার্য্য সম্পাদন করিতেন তেমনই কৃষ্যাদি অপেক্ষাও উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ কার্য্য কাষ্ঠতক্ষণাদি অর্থাৎ সূত্রধরের কার্য্য যে কোন উচ্চ বর্ণের হস্তেই বিন্যস্ত ছিল, তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই। তবে ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং যজন যাজনাতেই সমুদায় সময় অতিবাহিত হইত, ক্ষত্রিয়গণও নিয়ত অসিসঞ্চালনে ও ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকায় সূত্রধরের কার্য্য করিতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন না। সূত্রধরের কার্য্য সমুদায় শিল্পকার্য্যের মধ্যে পবিত্র ও নির্দ্দোষ ছিল, সুতরাং ইহা যে বৈশ্যজাতির হস্তেই বিন্যস্ত ছিল, তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। এ বিশ্বাস যে ব্যাহত বা অমূলক, বোধ হয় কোন চেতস্বান্ ব্যক্তিই তাহা মনে করিবেন না। শঙ্খ যে বলিতেছেন—সমুদায় শিল্প শূদ্রেরাই সম্পাদন করিতেন—

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা সর্ব্বশিল্পানি চাপ্যথ। ৫-১অ

আমরা একথা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কেন না তখন শূদ্রেরা তত দূর উন্নত ছিল না। তাহারা ডালা, কুলা, জাল ও চালনীনির্ম্মাণপ্রভৃতি সামান্য শিল্পসমূহ করিত, বৈশ্যেরা কাষ্ঠ ও ধাতু পদার্থঘটিত উচ্চশিল্পের সম্পাদন করিতেন। ফলতঃ কেবল আমরা নহি অন্যান্য প্রবীণগণও এইরূপ মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। এডুকেশনগেজেটের সুযোগ্য সম্পাদকও বলিতেছেন যে—

কাঠের ঘর, কাপড়, হাঁড়ী, কলসী সকলের প্রথমাবস্থা হইতেই প্রয়োজন। সুতরাং কামার, ছুতার, তাঁতী, কুমার প্রভৃতির কার্য্য বৈশ্যদিগেরই কার্য্য ছিল। কুলা, ধুচনি প্রভৃতি আজও পর্য্যন্ত শূদ্রের একচেটিয়া শিল্প আছে। ১৩১৬—১৯ ভাদ্র।

তবে অনন্তরজ জাতি- সমূহের সৃষ্টির পর কোন্ জাতির হস্তে সূত্রধরেরর বৃত্তি সংন্যস্ত হয়?

সূত্রধরজাতির নিদান কি?

অন্যান্য অবান্তর জাতির সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈশ্যগণ যে সূত্রধর ও কর্ম্মকারকাংস্যকারাদির কার্য্যও করিতেন, ইহা যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অবান্তর জাতির সৃষ্টির পরেও আর্য্যজাতির অনন্তরবংশ্য সূত্রধরবৃত্তিক সেই বৈশ্যগণ বংশপরম্পরাক্রমে উক্ত সূত্রধরের কার্য্যই সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মনুর সময়ে অথবা যাজ্ঞবল্ক্যের সময়েও কামার, কুমার, তন্তুবায়, গন্ধবণিক্ তিলী ও তামিলীপ্রভৃতি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না? মন্বাদি বহু অবান্তর জাতিরই নাম গ্রহণ করিয়াছেন, বহু বাহ্য বা অনাচরণীয় জাতিরও নাম লইয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি এই সকল জাতি বা সূত্রধরজাতির নাম গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই সকল জাতির তখন পর্য্যন্তও সমুদ্ভব হয় নাই, বৈশ্যগণই ঐ সকল জাতির কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। অতএব সূত্রধর জাতির নিদান যে বৈশ্য তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

বলিবে মনু ত আয়োগব জাতিকে কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

মৎস্যঘাতো নিষাদানাং তষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ। ৮।১০অ

নিষাদগণ মৎস্যধারণ ও আয়োগবগণ কাষ্ঠতক্ষণদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

হাঁ এ কথা অবশ্যই সত্য যে মহর্ষি ভৃগুর সময়ে শূদ্রবৈশ্যাপ্রভব আয়োগবগণ সূত্রধরের একটী কার্য্য কাষ্ঠতক্ষণ করিতেন। কিন্তু আয়োগবের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সকল লোক বংশপরম্পরাক্রমে সূত্রধরের কার্য্য করিতেন, তাঁহারা কি উক্ত বংশগত বৃত্তির পরিহার করিয়াছিলেন? অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পরেও কি বংশানুক্রমে বৈদ্যবৃত্তিক মুখ্য ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যবৃত্তি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন?

করিলে মন্বাদি কেন বৈশ্যবৃত্তিক মুখ্য ব্রাহ্মণের পাতিত্য বিঘোষণা করিবেন ? ব্রাহ্মণের ষট্ কার্য্য ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মচতুষ্টয় যেমন কার্য্যক্ষেত্রের কথা নহে, তেমনই কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তিক বৈশ্যগণও যে বংশগত কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তির একেবারে পরিহার করিয়াছিলেন না, ইহাই প্রকৃত কথা। হিন্দুস্থানের সূত্রধরগণের আখ্যা বাঢ়ই, যদি আয়োগবগণ আদি সূত্রধর ও উক্ত বাঢ়ইগণের সহিত অভিন্নবস্তু হইতেন, তাহা হইলে আমরা উক্ত বাঢ়ই বা বর্দ্ধকিগণকে নিরুপবীত ও অনাচরণীয় দেখিতাম। কেন না বর্ণসঙ্করত্বনিবন্ধন আয়োগবের উপনয়ন হইতে পারে না, যে হেতু তিনি শূদ্র। কিন্তু যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাঢ়ই আখ্যাধারী সূত্রধরগণ উপবীতী, তখন তাঁহারা কখনই আয়োগব নহেন, পরন্তু তাঁহারা এরূপ একটী জাতি যাঁহাদিগের জল আচরণীয় ও যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে উপনেয় ছিলেন। মনুর মতানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সজাতিজ এই তিন ও মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য, অনুলোমজ এই তিন, এই ছয় জন উপবীতার্হ ?

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪:—১০অ

উঁহারা (বাঢ়ইগণ) ব্রাহ্মণ নন্ ? ক্ষত্রিয় নন্ ? মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ বা মাহিষ্য নহেন। সুতরাং উঁহাদিগকে বৈশ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? বলিবে উঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যের রথকার ?

মাহিষ্যেণ করণ্যান্তু রথকারঃ প্রজায়তে।

না ইহাও ঠিক হইতেছে না। কেন না মাহিষ্য পঞ্চম দ্বিজ ও উচ্চ জাতি বটে, কিন্তু করণগণ শূদ্রমাতৃকত্বনিবন্ধন শূদ্রধর্ম্মা। উপর্য্যুক্ত মনুবচনানুসারে করণের শূদ্রত্ব সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ? সুতরাং করণকন্যাপ্রভব রথকারের শূদ্রত্ব সম্পূর্ণই অবশ্যম্ভাবী ?

কারণগুণাঃ কার্য্যগুণ মাশ্রয়ন্তে।

পক্ষান্তরে বাঢ়ইনামা সূত্রধরগণ আবহমানকাল উপবীতী ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ উঁহাদিগের পুরোহিত, উঁহারা আচরণীয় ? সুতরাং রথকারগণ যে বাঢ়ই নামে প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ইহাও সঙ্গত

হইতে পারে না। সুতরাং উঁহারা বৈশ্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। বলিবে মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর এইরূপ বলিতেছেন—"তস্য চ উপনয়নাদি সর্ব্বং কার্য্যং বচনাৎ। যথাহ শঙ্খঃ—ক্ষত্রিয়বৈশ্যানুলোমান্তরোৎপন্নোযো রথকার স্তস্য ইজ্যাদানোপনয়নসংস্কারক্রিয়া অশ্বপ্রতিষ্ঠা রথসূত্রবাস্তুবিদ্যা অধ্যয়নবৃত্তিতা চ", কিন্তু আমরা বর্ত্তমান শঙ্খসংহিতাতে এরূপ কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। রথকারও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আনুলোম্যে উৎপন্ন নহেন। রথকারের মাতা করণী শূদ্রা, পরন্তু বৈশ্যা নহে। অতএব রথকার শূদ্র ও শূদ্রধর্ম্মা। পক্ষান্তরে বাঢ়ইগণ রথকারের পরিণতিবিশেষ নহেন। বলিবে পরাশরপদ্ধতি ত জাতিসূত্রধরের নিদান বিবৃত করিয়া গিয়াছেন?

প্রতিমাঘটকাদেব কন্যায়াং নাপিতস্য চ।
সূত্রধরশ্চ সম্ভূতঃ সোপানগৃহকারকঃ॥

প্রতিমাগঠকের ঔরসে ক্ষৌরকারকন্যার গর্ভে সূত্রধরজাতি সমুদ্ভূত, ইঁহাদিগের বৃত্তি সোপান ও গৃহনির্ম্মাণ। না ইহাও আমাদিগের নিত্য পরিচিত জাতিসূত্রধরের নিদান নহে। কেননা প্রথমতঃ এ সূত্রধরজাতি ওতপ্রোতজ বলিয়া বর্ণসঙ্কর ও শূদ্রধর্ম্মা। তৎপর পরাশরপদ্ধতিও এমন একটী কথা বলিতেছেন না যে ইহাদিগের কার্য্য কাষ্ঠতক্ষণ, সুতরাং এই জাতিটী আমাদিগের দেশের গৃহ-নির্ম্মাণকারী শূদ্র ঘরামিগণ ও অন্য কোন জাতি পরন্তু সূত্রধর নহেন। কাষ্ঠতক্ষণ ও গৃহনির্ম্মাণ এক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আরও একটী কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। পরাশরপদ্ধতি কোন স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। ইহা পুরাণমধ্যেও গণ্য হওয়ার অযোগ্য। কেন না ইহাতে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ দূরে থাকুক, একটী লক্ষণও পূর্ণমাত্রায় অবিদ্যমান। ইহা একখানি জাতিগ্রন্থ এবং ইহা যে স্মৃতি ও পুরাণের বহু পরবর্ত্তী তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাতুর্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই প্রতিমাগঠকসম্ভূত জাতিটী জগতে ছিল না? চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইলেও এই জাতি জগতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই? মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদিও এই নিদানের একটী জাতির তত্ত্ব অবগত ছিলেন না? অগত্যা

কাষ্ঠতক্ষণ কার্য্য ও কাষ্ঠশিল্প আবহমান কালই বিদ্যমান ছিল? সুতরাং মনুর আয়োগব, যাজ্ঞবল্ক্যের রথকার ও পরাশর-পদ্ধতির এই সূত্রধর যে জাতি সূত্রধর নহেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সূত্রধর শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি গত অর্থ কি?

সূত্রং ধরতি ধারয়তি বা ইতি সূত্রধরঃ সূত্রধারো বা

যিনি সূত্র ধারণ করেন তাঁহার নাম সূত্রধর বা সূত্রধার। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সূত্রধরগণ কাষ্ঠের সরলতা স্থির করিবার জন্য এবং করাতদ্বারা কাষ্ঠ দ্বিধা করিবার সময়ে সূত্র ধারণ করিয়া রেখা অঙ্কন করেন বলিয়া উঁহারা সূত্রধর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আমরা ইহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। নাটকের সূত্রধরগণ কি করাতের রেখা ঠিক করিয়া থাকেন? বস্তুতঃ তাঁহারা যেমন অভিনেয় বিষয়ের সূচনা করিয়া দেন, সেইরূপ যাঁহারা সূত্রদ্বারা যজ্ঞবেদী ও অট্টালিকাদির সূচনা করিয়া দিতেন, ফলকাদির উপরে প্রাসাদের লক্ষণ বা মানচিত্র অঙ্কিত করিতেন, তাঁহারাই সূত্রধর-পদবাচ্য। পূর্ব্বে সূত্রবিদ্যা ও বাস্তুবিদ্যা সূত্রধরগণের শিক্ষণায় বিষয় ছিল, উক্ত সূত্রবিদ্যা কেবল সূতা দিয়া করাতের রেখা ঠিক করাতেই পর্য্যবসিত হইত, বোধ হয় কোন বিবেকশীল ব্যক্তিই এরূপ বিশ্বাস করিবেন না; উহা অতি সাধারণ কার্য্য, উহাকে একটা বিদ্যা বলা যায় না। লঘুশিল্পসংগ্রহ বলিতেছেন যে—

> শ্রীগণেশং নমস্কৃত্য রামং সীতাসমন্বিতং।
> গুরুঞ্চ বিশ্বকর্ম্মাণং ক্রিয়তে শিল্পসংগ্রহঃ॥
> দেবান্ ঋষীন্ পূজয়িত্বা তোষয়িত্বা তথা দ্বিজান্।
> গৃহারম্ভাদিতৈর্ধিষ্ণৈঃ সূত্রপাতং সমাচরেৎ॥

সুতরাং বুঝা গেল গৃহারম্ভেই সূত্র পাত করিতে হইবে। সেই সূত্র আট প্রকার। যথা—

> সূত্রাষ্টকং দৃষ্টিনৃহস্তমৌঞ্জং কার্পাসকং শাদ্বলসংজ্ঞকঞ্চ।
> কাষ্ঠঞ্চ যষ্ট্যাখ্যমথোঽবলম্ব মিত্যষ্ট সূত্রাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥ ৪ ঐ

চক্ষের দৃষ্টি, মানুষের হাত, মুঞ্জাসূত্র, কার্পাস সূত্র, তৃণদল নির্ম্মিত সূত্র, কাষ্ঠময় মানদণ্ড, যষ্টি ও নল।

তবে মনু ও যাজ্ঞবাল্ক্য আয়োগব ও রথকারকে সূত্রধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন কেন? মনু কখনই আয়োগবকে তক্ষা বা সূত্রধর বলেন নাই। ভৃগু যখন তাঁহার সংহিতার প্রণয়ন করেন, তিনি ঐ সময়েই আয়োগবগণকে কাষ্ঠতক্ষণ করিতে দেখিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যদি আয়োগব জাতিসূত্রধর হইতেন ও সর্ব্বদেশে উঁহার বৃত্তি কাষ্ঠ তক্ষণ হইত, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য আয়োগবের নাম লইয়াও কেন উঁহাকে তক্ষা বা সূত্রধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না?

আয়োগব—শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্।
রথকার—মাহিষ্যেণ করণ্যান্ত রথকারঃ প্রজায়তে।

যাজ্ঞবল্ক্যের পরিচিত আয়োগবগণ নিশ্চয়ই ভিন্নকর্ম্মজীবী ছিলেন। অবশ্য তিনি মাহিষ্য ও করণীপ্রভবকে জাতিরথকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাও একটী জাতির নাম নহে, উহা কেবল কাহার বৃত্তির পরিচায়ক পরিভাষা মাত্র। যেমন বৈদ্য, কায়স্থ ও সূত্রধর শব্দ জাতিবাচক শব্দ নহে, পরন্তু উহা অম্বষ্ঠ, করণ ও একদল বৈশ্যের বৃত্তিগত নাম, তেমনই মাহিষ্যকরণীপ্রভব কোন জাতিকে রথ নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য উহাকে জাতি রথকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ উহা বৃত্তিঘটিত নাম মাত্র, ইঁহারা কেহই জাতি সূত্রধর নহেন। একটী জাতির তিন চারিটী নিদান হইতে পারে না এবং কি আয়োগব, কি রথকার ও পরাশরপদ্ধতির প্রতিমাগঠকসন্তান, ইঁহারা প্রত্যেকেই শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া আমরা বাঢ়ই-আখ্যাধারী সূত্রধরগণকে উঁহাদিগের সহিত এক বলিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ। অবশ্য পরাশরপদ্ধতিকার প্রতিমাগঠকের সন্তানকে সূত্রধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের গবেষণাগতবৈক্লব। আমরা একালে বরিশালে নমঃশূদ্রগণকে সূত্রধরের কার্য্য করিতে দেখিয়া থাকি। উঁহাদিগকে লোকে ছুতার বলিয়াও সতত নির্দ্দেশ করিতেছেন। "নমঃশূদ্র-বাড়ী যাইতেছি" না বলিয়া লোকে "ছুতার বাড়ী যাইতেছি" বলিয়া

থাকেন। ঐরূপ ময়মনসিংহের করণ (ব্রাত্য ক্ষত্রিয়)গণ কাষ্ঠতক্ষণজীবী। উঁহারাও তদ্দেশে সূত্রধর বলিয়া সমাখ্যাত। এখন যদি কোন গ্রন্থকার লিখেন যে সূত্রধরগণ শূদ্র ও ব্রাহ্মণীপ্রভব, অথবা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াপ্রসূত, তাহা হইলে তাহা যেমন অপ্রকৃত মিথ্যা বিবৃতি হইবে, পরাশরপদ্ধতিপ্রভৃতির বিবৃতিও তদ্রূপ ঐতিহ্য-পরিশূন্যও অমূলক। ময়মনসিংহে ঢাকার কৈবর্ত্তগণ বংশানুক্রমে শাঁখারির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, উঁহারা যেমন জাতিশাঁখারি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, তেমনই যাজ্ঞবল্ক্যের রথকার, ভৃগু প্রোক্ত মনুর আয়োগব ও পরাশরপদ্ধতির প্রতিমাগঠকপুত্রও জাতিসূত্রধর নহেন। যাঁহারা প্রকৃত সূত্রধরবৃত্তিক তাঁহারা জাতিতে বৈশ্য ও তাঁহাদিগের উপাধি বাঢ়ই ও তাঁহারা আচরণায় এবং উপবীতী। অবশ্য বঙ্গদেশের সূত্রধরগণের মধ্যে বাঢ়ই আখ্যা প্রচলিত নাই, কিন্তু বহুদিন বঙ্গদেশে বসবাসনিবন্ধন বঙ্গদেশবাসী সূত্রধরগণের উপাধিগত প্রভেদ ঘটিয়াছে। কান্যকুব্জহইতে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সে দিনমাত্র বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উপাধির সহিত কান্যকুব্জ বা হিন্দু-স্থানের [illegible]ন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের উপাধিগত কোন সাম্য নাই। সুতরাং এ উপাধিগত বৈষম্য কোন কাজের নহে। বিশেষতঃ যখন উক্ত অঞ্চলের সমুদায় জাতিই শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন কেবল বাঢ়ই সূত্রধরগণই এদেশে আগমন করিতে অবশিষ্ট ছিলেন, এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে না। আমরা এদেশেই এক বংশে কেহ দাস, কেহ মজুমদার, কেহ রায় ও কেহ বা মুন্সী, এরূপ দেখিতে পাইয়া থাকি, ঐরূপ কোন কারণে নূতন নূতন উপাধির সৃজন [illegible]তঃ বঙ্গদেশাগত সূত্রধরগণের বাঢ়ই উপাধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবে। এখনও কিন্তু সূত্রধর গণের "রাম", ও "রাণা" উপাধি তাঁহাদিগের ভূতপূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম অঞ্চলবাসিত্ব সূচিত করিতেছে? কেহ কি এরূপ মনে করিতে পারেন যে এদেশের মুখোপাধ্যায় বা বসুঘোষাদি কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদিগের সগন্ধ নহেন? যদি উপাধি ব্যতিক্রমে

ইঁহাদিগের সহিত কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণকায়স্থের জাতি বা শ্রেণাগত কোন বৈষম্য বা পার্থক্য না ঘটিয়া থাকে, তবে বঙ্গাগত সূত্রধরগণের সহিতও বাঢ়ইগণের কোন পার্থক্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে না। ফলতঃ যদি চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রতিষ্ঠার সময়ে বৈশ্য-শ্রেণীবিশেষের কাষ্ঠতক্ষণ কার্য্য অবাধ সত্য হয়, এবং তাঁহাদিগের সকলের বংশই একবারে নির্ব্বংশ হইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে এরূপ ভাবা যায়, তাহা হইলে ভারতের সূত্রধারী সূত্রধরগণ যে ভূতপূর্ব্ব বৈশ্যসন্তান, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। উপবীতধারণে অধিকার না থাকিল ব্রাহ্মণগণ যে একটী শূদ্রজাতিকে আবহমান কাল উপবীত ধারণ করিতে দিবেন, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

এখানে আরও একটী কথা চিন্তনীয়। ভারতের সূত্রধরগণ বংশ-পরম্পরাক্রমে বিশ্বাস করিয়া ও জানিয়া আসিতেছেন যে তাঁহারা বিশ্বকর্ম্মার সন্তান, পক্ষান্তরে আয়োগব, রথকার বা প্রতিমাগঠক পুত্রেরা সেরূপ কোন দাবি করিয়া থাকেন না। সূত্রধরগণের এরূপ দাবি করিবার কারণ কি? কে কার সন্তান, কে কার বংশপ্রভব, তাহা তত্তদ্বংশপ্রভবগণই সবিশেষ অবগত থাকিবার কথা। সূত্রধরগণ ভিন্ন ভারতের অন্য কোন জাতিকেই এদাবি করিতে দেখা যায় না। সুতরাং "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" এই মহাজনবাক্য স্মরণ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই সূত্রধরগণের এ দাবির কথাটা তলাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। বলিবে বিশ্বকর্ম্মা ত দেবশিল্পী? হাঁ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্য-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে তিনি যেমন দেবশিল্পী ও দেববর্দ্ধকি বলিয়া বিশেষিত, তদ্রূপ তিনি দেবসূত্রধর বলিয়াও প্রথ্যাপিত বটেন। বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশই বলিতেছেন যে,—

অথ সুবিমলবিদ্যো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা,
সকলগুণবরিষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্তা।
সকলসুরগণানাং সূত্রধারঃ কৃতাত্মা
ভবননিবসতাং সচ্ছাস্ত্র মেতৎ চকার॥ ১৪০৩

এখানে বিশ্বকর্ম্মা বিশদাক্ষরেই "সূত্রধর" বিশেষণে বিশেষিত

রহিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় তাঁহার কতকগুলি বংশধর তাঁহার বর্দ্ধকি উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, আর অন্য কতক গুলি অনন্তর বংশ্য সূত্রধর উপাধি লইয়াছিলেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও বলিয়াছেন—

বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী॥ ২৬
যোগসক্তা জগৎকৃৎস্ন মসক্তা বিচচার হ।
প্রভাসস্য তু ভার্য্যা সা বসুনা মষ্টমস্য হ॥ ২৭
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগো জজ্ঞে শিল্পপ্রজাপতিঃ।
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ॥ ২৮
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ।
যোদিব্যানি বিমানানি ত্রিদশানাং চকার হ॥ ২৯
মনুষ্যা শ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ।
পূজয়ন্তি চ যং নিত্যং বিশ্বকর্ম্মাণ মব্যয়ম্॥ ৩০—৬৬অ

আদিপর্ব্ব।

দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী যোগসক্তা, অতীব ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি একাকিনীই সমুদায় পৃথিবী নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেন। ধর্ম্মপুত্র অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে তাঁহার গর্ভে শিল্পপ্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দেবগণের বর্দ্ধকি বা সূত্রধর ছিলেন। তিনিই সহস্র সহস্র শিল্পের একমাত্র উদ্ভাবয়িতা ও নির্ম্মাতা। শিল্পীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সমুদায় অলঙ্কার ও দেবগণের সমুদায় বিমান তাঁহার নির্ম্মিত ছিল। মনুষ্যগণ তাঁহারই শিল্পকলা উপজীব্য করিয়া অদ্যাপি জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। এবং এখনও সমুদায় লোক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বকর্ম্মা দেববর্দ্ধকি। বাঢ়ইগণের বাঢ়ই উপাধিও উক্ত বর্দ্ধকিশব্দেরই অপভ্রংশমাত্র। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মার সহিত সূত্রধরজাতির কোন যৌন বা শোণিতসম্বন্ধ থাকিতে পারে না এরূপ নহে। রামায়ণও তদানীন্তন সূত্রধরগণকে বর্দ্ধকিবিশেষণে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

কর্ম্মান্তিকান্ শিল্পকরান্ বর্দ্ধকীন্ খনকানপি।
গণকান্ শিল্পিন শ্চৈব তথৈব নটনর্ত্তকান্॥

৭—১৩সর্গ—বালকাণ্ড।

তত্র টীকাকারোরামঃ—কর্ম্মান্তিকান্ আসমাপ্তিকর্ম্মনির্ব্বাহকান্, ভৃত্যান্, শিল্পকরান্ শিল্পং চিত্রাদি, বর্দ্ধকীন্ তক্ষ্ণঃ, খনকান্ কূপবাপী নির্ম্মাতারঃ।

তাহা হইলেই জানা গেল কেবল দেবলোক নহে, ভারতবর্ষেও বর্দ্ধকি শব্দ তক্ষা বা সূত্রধর বুঝাইতে প্রযুক্ত হইতেছিল। তাই শব্দরত্নাবলীও বলিয়াছেন—

বর্দ্ধকী বর্দ্ধকি ত্বষ্টা কাষ্ঠতট্ কাষ্ঠতক্ষকঃ।
রথকারো রথকরস্তক্ষা সূত্রধর শ্চ সঃ॥

অর্থাৎ বর্দ্ধকী, বর্দ্ধকি, ত্বষ্টা, কাষ্ঠতট্, কাষ্ঠতক্ষক, রথকার, রথকর তক্ষা ও সূত্রধর, এই শব্দকদম্বক একপর্য্যায়ভাক্। শব্দকল্পদ্রুমও শাস্ত্রোক্ত বর্দ্ধকী ও বর্ত্তমানযুগের বাঢ়ইকে এক বলিয়া সংসূচিত করিয়াছেন।

বর্দ্ধকী—বাঢ়ই ইতি ভাষা—তৎপর্য্যায়ঃ
ত্বষ্টা, বর্দ্ধকিঃ, তক্ষা, সূত্রধরঃ, রথকারঃ
রথকরঃ, কাষ্ঠতট্, কাষ্ঠতক্ষকঃ।

বিতর্ক হইবে, বিশ্বকর্ম্মা ত কাষ্ঠ, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও চর্ম্মাদি সকল প্রকার দ্রব্যঘটিত শিল্পেরই কর্ত্তা ছিলেন, তবে একমাত্র সূত্রধরগণই কেন তাঁহার বর্দ্ধকিবিশেষণের দায়াধিকারী হইলেন? তাহার হেতু এই যে বিশ্বকর্ম্মার বর্দ্ধকিবিশেষণ সূত্রধরত্বপরিজ্ঞাপক। তাই তাঁহার শোণিতগন্ধিদিগের মধ্যে উহার সংক্রমণ হইয়াছে। কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও স্বর্ণকারপ্রভৃতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার বংশধর নহে, এই সকল জাতি যে যে জাতির সমবায়ে সমুৎপন্ন, তাহা পরাশরপদ্ধতি বলিয়াছেন, অন্যেরা বিশ্বকর্ম্মার অন্তরবংশ্য হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারাও এ উপাধিরও অংশভাগী হইতেন। বিতর্ক হইবে বিশ্বকর্ম্মা দেবতা। পক্ষান্তরে সূত্রধরগণ মানুষ, ইঁহারা কি প্রকারে তাঁহার বংশপ্রভব হইবেন।

ভারতবর্ষে যত আর্য্যসন্তান বিদ্যমান, পৃথিবীর যত্ত স্থানে যত আর্য্যসন্তান বিরাজমান, তাঁহারা, সকলেই দেবসন্তান। স্বর্গ হইতে দেবগণ ভারতে আগমন করিয়া আর্য্যনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই আর্য্য-

জাতি দ্বারা সমুদায় সভ্য জগৎ আজি সমাবৃত এবং ভারতীয় আর্য্যগণই ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া দেবত্ব বিলোপে মনুষ্যনামের অধিকারী হইয়াছেন। তাই মনুতে বিবৃত রহিয়াছে—

অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥

আমাদিগের পিতৃলোকেরা পূর্ব্বে দেবতা ছিলেন। অযোধ্যার রাজবংশ বৈবস্বত মনুর অনন্তরবংশ্য। বৈবস্বত মনু অদিতিনন্দন বিবস্বানের ঔরস পুত্র। বিবস্বান্ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম, আদিত্যগণ দেবতা। সুতরাং আমূল সূর্য্যবংশ, (বস্তুতঃ বৈবস্বত বংশ) মুখ্য দেববংশ হইতেছেন। ঐরূপ সামবেদী ব্রাহ্মণগণও খাঁটী দেবতা বটেন। অন্যেরাও অগ্র পশ্চাৎ দেবত্ব হারাইয়া বর্ণচতুষ্টয়ে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং যেমন স্বর্গের দেবতারা মর্ত্ত্যে আসিয়া কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ বা শূদ্রকুলে স্থান লাভ করিয়াছেন, তেমনই দেবসূত্রধার দেববর্দ্ধকা বিশ্বকর্ম্মার ভারতাগত অনন্তরবংশ্যেরাও উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে, কাহার না কাহার কুক্ষিগত হইয়াছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহারা কে ? যাঁহারা বংশানুক্রমে বর্দ্ধকী বা সূত্রধরের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই বিশ্বকর্ম্মার অধস্তন পুরুষগণ বটেন। তাঁহাদিগের সূত্রধর বা বাঢ়ই উপাধি তাঁহাদিগের মূলবীজ পুরুষ বিশ্বকর্ম্মা হইতে সমাগত। এই অনন্যসাধারণ উপাধিদ্বারাই তাঁহাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার সন্তান বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে। অপিচ তাঁহারা যে বৈশ্য তাহাও তাঁহাদের বৃত্তিদ্বারা সমর্থিত হইতেছে। কাষ্ঠ-তক্ষণ কার্য্য নির্দ্দোষ ও পবিত্র, তবে ষট্‌কর্ম্মা ব্রাহ্মণ ও সতত কৃপাণ পাণি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহার সতত সম্পাদন অসম্ভব, তাই আমরা বলি য়াছি বিশ্বকর্ম্মার বৈশ্যীভূত সন্তানেরাই চাতুর্ব্বর্ণ্যের যুগে তক্ষণের কার্য্য করিতেছিলেন, ও এখনও তাঁহাদিগের ঐ বংশধরেরা সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। যেমন বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণগণের সন্তানেরাই জাতিব্রাহ্মণে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তেমনই দেবশিল্পী দেব-বর্দ্ধকী দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মার বংশধরগণের বংশধরেরাই বৈশ্যজাতিতে

প্রবেশ লাভ করিয়া কাষ্ঠতক্ষণের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মনুর আয়োগব, যাজ্ঞবল্ক্যের রথকার, উশনার তক্ষক ও রথকার, বৃহদ্ধর্ম্মের তক্ষক এবং পরাশরপদ্ধতির প্রতিমাগঠকসন্তান, ইঁহারা কেহই জাতি সূত্রধর নহেন, উঁহাদিগকে সূত্রধরের কাষ্ঠতক্ষণ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া একদেশদর্শী ব্যক্তিরা উঁহাদের প্রত্যককে রথকার, তক্ষা বা সূত্রধরনামে সংসূচিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে ঠিক হয় নাই, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই হেতুপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছি। কেবল আমরা নহে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণও উঁহাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার সন্তান বলিয়া অবগত ছিলেন।

> বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
> ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ॥
> মালাকারকর্ম্মকারশঙ্খকারকুবিন্দকাঃ।
> কুম্ভকারঃ কাংস্যকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥
> সূত্রধারশ্চিত্রকারঃ স্বর্ণকার স্তথৈব চ।১০ অ ব্রহ্মখণ্ড

অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রাতে বীর্য্যাধান করিলে তাহাতে তদ্‌গর্ভে নয়টি শিল্পকারের জন্ম হয়। মালাকর, কর্ম্মকার, কুবিন্দ বা তন্তুবায় কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধর, চিত্রকার ও স্বর্ণকার। ইহার মধ্যে প্রথম ছয় জন প্রধান।

কিন্তু এই বচনাবলীদ্বারা সূত্রধরগণের বিশ্বকর্ম্মার সন্তানত্ব সমর্থিত হইলেও ইহা সর্ব্বাংশে গ্রহণীয় নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অতি আধুনিক। প্রকৃত পুরাণখানীর বিধ্বংস ঘটিলে বঙ্গবাসী কোন বৈষ্ণব কবি প্রাচীন নাম দিয়া এই নূতন গ্রন্থের দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সূত্রধরগণ বিশ্বকর্ম্মার সন্তান, এই জনশ্রুতি অবলম্বনে পুরাণপ্রণেতা এই সকল বচনের প্রণয়ন করিয়াছেন; ফলতঃ সুদূর স্বর্গের বিশ্বকর্ম্মা ভারতবর্ষীয় কোনও শূদ্রকন্যাতে গর্ভাধান করার কথা অলীক ও অমূলক। বিশ্বকর্ম্মা দেবশিল্পী এবং তিনি দেবরাজ আদি ইন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি। ঐ সময়ে ভারতে শূদ্র শব্দের জাতক্রিয়াও সম্পাদিত হইয়াছিল না। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মা হইতে শূদ্রকন্যার গর্ভে এই সকল জাতির উৎপত্তি

হইয়াছে, একথা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? ইহা প্রকৃত কথা হইলে মন্বাদি সংহিতাকারগণ নিশ্চয়ই তাহা জানিতেন ও তাঁহাদিগের গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের স্থান হইত। এবং সূত্রধরপ্রভৃতি জাতি শূদ্রমাতৃক হইলে হিন্দুস্থানের বাঢ়ইগণ কখনও আবাহমান কাল উপবীতী থাকিতে পারিতেন না। অপিচ পুরাণকার যে সূত্রধরকে কর্ম্মকারাদি হইতে অপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহাও প্রকৃত কথা নহে। কর্ম্মকারাদি কোনও শিল্পকরের কার্য্যই সূত্রধরের কার্য্যের ন্যায় নির্দ্দোষ বা পবিত্র নহে। সুতরাং পুরাণবাক্য এই সকল বিষয়ে ব্যাহত। যাহাহউক যখন দেবজাতীয় ব্রাহ্মণগণদ্বারা জাতি-ব্রাহ্মণ গঠিত, তখন এ কালের শিল্পী, বর্দ্ধকী বা সূত্রধরগণও যে দেব-শিল্পী বা অমরবর্দ্ধকি বিশ্বকর্ম্মার শোণিতগন্ধি, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। নতুবা কর্ম্মানুসারে জাতি বা চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে এ কথা সমর্থিত হইতে পারে না। যাঁহারা বংশানুক্রমে যোদ্ধার কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাই যেমন কর্ম্মানুসারে যোদ্ধৃজাতি ক্ষত্রিয়ে গৃহীত ও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তেমনি যাঁহারা বংশানুক্রমে শিল্পকার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, অমরবর্দ্ধকী বিশ্বকর্ম্মার সেই অনন্তর বংশ্যগণই আজি বর্দ্ধকিকুলে বা সূত্রধরজাতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই, ইঁহারা কোন প্রকার অনু-লোমজ বা বিলোমজ মিশ্র জাতি নহেন। শিল্পকার্য্য বৈশ্যজাতির হস্তেই বিন্যস্ত ছিল ও থাকার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই আমরা বলিতে অভিলাষী যে বিশ্বকর্ম্মার যে অনন্তরবংশ্যগণ, জাতিবৈশ্যে পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আজি সূত্রধররূপে বিরাজমান।

আমরা উপরে যাহা যাহা বলিলাম, তাহাতে সূত্রধরগণ যে বিশ্বকর্ম্মার সন্তান ও সমাজে বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত তাহাতে কোনও দ্বিধাই নাই। তথাপি আমরা কতিপয় অবান্তর প্রমাণদ্বারা ইহাঁদিগের বৈশ্যত্ব ও আচরণায়ত্বের সমর্থন করিব। মহামতি জৈমিনি তদীয় পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

বচনাৎ রথকারস্য আধানে অস্য সর্ব্বশেষত্বাৎ। ৪৪—১ পাদ—৩ অ,

তত্র—শবরস্বামী—আধানে শ্রূয়তে "বর্ষাসু রথকার আদধীত", অর্থাৎ রথকারগণ বর্ষাকালে অগ্ন্যাধান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, ইহা শ্রুত হইয়া থাকে। সুতরাং রথকারগণ অশূদ্র হইতেছেন? যেহেতু শূদ্রের যাগানুষ্ঠানে অধিকার ছিল না? উক্তঞ্চ তত্রৈব

শূদ্রস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ। ৪৫—ঐ

তত্র শবরস্বামী—শূদ্রোহি অসমর্থত্বাৎ প্রতিষিদ্ধঃ তস্মাৎ ত্রৈবর্ণিকো রথকারঃ।

অর্থাৎ শূদ্রের অগ্ন্যাধান বা যজনে অধিকার নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে রথকারের অগ্ন্যাধ্যানে অধিকার রহিয়াছে, যেহেতু তাঁহারা ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য।

বলিতে পার রথকারগণ মাহিষ্য হইতে করণকন্যাগর্ভ-প্রভব, তাঁহার বৈশ্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সিদ্ধ হইলেই বা তাহাতে সূত্রধরগণের কি লাভালাভ হইতে পারে? না যে রথকারকে উশনাঃ দ্বিজধর্ম্মা বলিয়াছেন, সেই রথকার ও জৈমিনির এই রথকার এক ও ইঁহার কেহই যাজ্ঞবল্ক্যের মাহিষ্যকরণীপ্রভব রথকার নহেন। রথকারশব্দও যে সূত্রধরের নামান্তর, তাহা আমরা পূর্ব্বেই শব্দরত্নাকর অভিধানদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। ফলতঃ শূদ্রমাতৃক করণের কন্যা শূদ্রই, তদ্‌গর্ভপ্রসূত রথকার কিছুতেই অশূদ্র হইতে পারে না, অন্যোন্যব্যতিষক্তত্ব বা মিশ্রানুলোমজত্বনিবন্ধনও তাঁহার বর্ণসাঙ্কর্য্য সর্ব্বথা অবশ্যম্ভাবী। যদুক্তং মনুনা—

সঙ্কীর্ণযোনয়ো যেতু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ। ২৬-১অ

অর্থাৎ যাহারা প্রতি লোমদিগের মধ্যে আবার অনুলোমজ (যেমন সূতপিতা বৈদেহী মাতৃজাত সন্তান), ও যাহারা অনুলোমজ হইতে বিজাতীয় অনুলোমজার গর্ভপ্রভব, কিংবা যাহারা অনুলোম ও প্রতি লোমের সংস্রবে লব্ধজন্মা, তাহারা সকলেই সঙ্কীর্ণ বর্ণ বা বর্ণসঙ্কর, আমি তাহাদের কথাও বিস্তৃতভাবে বলিব।

সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের রথকার শূদ্রধর্ম্মা, পক্ষান্তরে জৈমিনি ও

উশনার রথকার দ্বিজধর্ম্মা। এবং সেই রথকারই সূত্রধরাপর নামা বটেন। তাহা হইলেই পূর্ব্বমীমাংসা ও মিতাক্ষরাধৃত উশনার বচনানুসারে সূত্রধরগণ দ্বিজধর্ম্মা ও ত্রৈবর্ণিক, সুতরাং বৈশ্য হইতেছেন ?

ফলতঃ মাহিষ্য ও করণীপ্রভাব কোন জাতিকে যাজ্ঞবল্ক্য রথ নির্ম্মাণ বা কাষ্ঠ তক্ষণাদি করিতে দেখিয়া অনবধানতাবশতঃ রথকার নামে আখ্যাত করিয়াছেন, বস্তুতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের রথকারগণ জাতিরথকার বা জাতিসূত্রধর নহেন। রথকার বা সূত্রধরগণ অতীব প্রাচীনতম জাতি। শুক্লযজুর বহু স্থানে তক্ষা বা সূত্রধর জাতির নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। প্রাচীতম ঋগ্‌বেদেও তক্ষা বা সূত্রধরের নাম গৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়।

নানানং বৈ উনোধিয়া বিব্রতানি জনানাং।
তক্ষা রিষ্টং রুতং ভিষক্ ব্রহ্মা সুন্বন্ত মিচ্ছতি।

ইন্দ্রায় ইন্দো পরিস্রব ॥ ১-১১২ সূ-৯ম

তত্র সায়ণঃ—তক্ষা ত্বষ্টা (সূত্রধরঃ) রিষ্টং দারুতক্ষণং ইচ্ছতি।

দত্তজানুবাদ—দেখ তক্ষা (ছুতার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে।

টীকা—ছুতার ও বৈদ্যদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অথং ন তষ্টা ইব তৎ সিনায়। ৪—৬১সূ—১ম

তত্র সায়ণাঃ—তষ্টা তক্ষকো রথনির্ম্মাতা রথং ন। রথকারের রথের ন্যায়।

সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের জন্মের বহু পূর্ব্বে যে তক্ষা বা সূত্রধর জাতির জন্ম হইয়াছে, বেদে যাঁহারা মূল জাতি বলিয়া গৃহীত, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাদিগকে একটী সঙ্কর বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। ফলতঃ যাজ্ঞেয় এই রথকারগণ জাতি রথকার নহেন। জাতি রথকার বা সূত্রধরগণ যে বিশ্বকর্ম্মার সন্তান ও বৈশ্য তাহা ধ্রুবই।

কেবল আমরা নহি, একালের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত মণ্ডলীও আমাদিগের সূত্রধর জাতির বৈশ্যত্ব নির্ব্যূঢ় সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ মহোদয় বলিতেছেন যে—

I have read with great pleasure Babu Behari Lal Ram's "Sutradhara Tattva" or a history of the carpenter caste of Bengal. It seeks to prove that this caste has sprung up from the divine architect Visvakarma, and is a branch of the Vaisya class allied to the Barhai caste of Western India. The carpenters who are mentioned in the Vedic and Buddhistic literature, are a very ancient people, and I have no doubt as to their origin from Visvakarma. Though carpentry is a gross art, the claim of the Sutradhars, as artists, to be included in the Vaisya class is not unjust.

Presidency college
Calcutta 23. 5. 07. } Sd. Satish Ch. Vidyabhusan.

অর্থাৎ আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বাবু বিহারীলালরামের সূত্রধরতত্ত্ব পাঠ করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য ইহাই যে সূত্রধরজাতি বিশ্বকর্ম্মা হইতে সমুদ্ভূত এবং ইঁহারা পশ্চিম ভারতের রাঢ়ই উপাধারী সূত্রধরগণের শোণিতগন্ধি বৈশ্যশ্রেণীর শাখাবিশেষ বৈদিক ও বৌদ্ধসাহিত্যে যে সূত্রধরশ্রেণীর সমুল্লেখ আছে, তাঁহারা অত্যন্ত প্রাচীন জাতি, এবং ইঁহারা যে বিশ্বকর্ম্মাহইতে সমুদ্ভূত সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। যদিও সূত্রধরগণের কর্ম্ম সূক্ষ্মশিল্পের অন্তর্গত নহে, তথাপি ইঁহারাও একতর প্রধানশ্রেণীর শিল্পী বলিয়া ইহারা যে বৈশ্যত্বের দাবি করিতেছেন তাহা অন্যায় নহে।

এডুকেশন গেজেট ১৩১৬ শাল ১৯শে ভাদ্র। সূত্রধর তত্ত্ব অর্থাৎ

সূত্রধর জাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। শ্রীবিহারিলালরাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা সাথীপ্রেশ ২১।১ নং পটুয়াটোলা লেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কার্য্যসম্বন্ধে মনুর বচনে শিল্পের উল্লেখ নাই। শঙ্খ বলিয়াছেন যে, দ্বিজশুশ্রূষা এবং সমস্ত শিল্প শূদ্রেরা করিবে কিন্তু কাঠের ঘর এবং কাপড় এবং হাঁড়ি কলশী সকলের প্রথমাবস্থা হইতেই প্রয়োজন। সুতরাং কামার, ছুতার, তাঁতী, কুমার প্রভৃতির কার্য্য বৈশ্যদিগেরই কার্য্য ছিল। কুলা ধুচুনী প্রভৃতির আজও পর্য্যন্ত শূদ্রের একচেটিয়া শিল্প আছে। বোম্বাইয়ের সূত্রধরগণ উপবীতধারী। আমাদের বিশ্বাস যে আধুনিক শূদ্রনামধারী সকলেই বৈশ্য। কেবল অন্ত্যজগণই প্রকৃত শূদ্র। আপনাপন সমাজে আচারব্যবহারের উন্নতি করিয়া লইয়া সকলেই চতুর্বর্ণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থান গ্রহণ করুন। বৌদ্ধ-বিপ্লবে সকলবর্ণেরই বিশুদ্ধতা একটু না একটু নষ্ট হয়। শিল্পী, কৃষিজীবী ও বণিগ্‌বৃত্তিপরায়ণ সমাজে বৈশ্যরক্তই অধিক, তাঁহারা বৈশ্য।

আনন্দবাজারপত্রিকা—১৬ই শ্রাবণ ১৩১৪ শাল—আমরা সূত্রধর তত্ত্বনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানিতে বঙ্গদেশীয় সূত্রধরজাতির উৎপত্তি, বর্ণনির্ণয়, পাতিত্যঘটন, সামাজিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণিত আছে। এই পুস্তক পাঠে আমরা যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই জাতির মধ্যে অনেক বিশিষ্ট লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূত্রধরজাতির আকারপ্রকার ও আচারব্যবহারাদি দেখিয়া তাঁহাদিগকে আমরা কখনও অনার্য্যজাতি-সম্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারি না। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ঐতিহাসিক গবেষণায় সূত্রধরজাতীয় ব্যক্তিগণের আর্য্যজাতিত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা আশা করি সূত্রধরসমাজ সমগ্র দেশে স্বজাতির উন্নতিবর্দ্ধনার্থ সবিশেষরূপে আন্দোলন উত্থাপিত করিবেন, সভাসমিতি করিয়া স্বজাতীয় সমাজে নিজেদের জাতীয়শ্রেষ্ঠতা বিঘোষিত করিবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা—৮ম ক ৪র্থ ভাগ ১৩১৪ শাল ২২১ পৃষ্ঠা।

সূত্রধরতত্ত্ব—শ্রীবিহারিলালরামকর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দেখাইয়া সূত্রধরজাতির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক সূত্রধরগণের ব্যবসায় বা আচার কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে। উহাঁদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও ভক্তিমান্। উহাঁদিগকে অপকৃষ্টবর্ণমধ্যে গণ্য করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

প্রবাসী—কার্ত্তিক ১৩১৪ সূত্রধরতত্ত্ব অর্থাৎ সূত্রধরজাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার, শ্রীবিহারিলালরামকর্ত্তৃক প্রকাশিত, মুল্য লিখিত নাই. এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বেদ, সংহিতা, ইতিহাস, সেন্সস রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে সূত্রধরজাতি বৈশ্য ও উপবীতী। এই মীমাংসা মানিয়া লইতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

স্বস্তি শ্রীলালমোহনশর্ম্মণঃ পরমশুভাশীর্ব্বাদবিজ্ঞাপনম্ কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রাম, আমি আপনকার প্রণীত সূত্রধরতত্ত্বনামক পুস্তক পাঠ:করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।

আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা সূত্রধরজাতিকে বৈশ্যশ্রেণীতে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উহা আপনকার বিশেষপ্রশংসাজনক ও শাস্ত্রীয় আলোচনা ও বহু গবেষণার ফল বলিয়া সাধারণের নিকট আপনি সম্যক্ প্রকারে সম্মানপাত্র এবং সুকৃতিবর্গের নিকট ধন্যবাদার্হ।

পশ্চিমাঞ্চলের সূত্রধরগণ বাঢ়ইনামে প্রসিদ্ধ, সে জাতি বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত এবং উপবীতী। বঙ্গদেশের সূত্রধরগণ সে শ্রেণীর লোক কিনা তাহার প্রমাণ সূত্রধরতত্ত্বেই লেখা আছে। সে শ্রেণীকে ধরিতে গেলে বর্দ্ধকী এইসংজ্ঞক শিল্পীকে বুঝায়। বর্দ্ধকার অপভ্রংশশব্দে বাঢ়ই পদ চলিত হিন্দী ভাষায় হইয়াগিয়াছে, কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তি শূদ্রবৃত্তি হইতে পবিত্র। সুতরাং বৈশ্যত্বের দাবী নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

সূত্রধর তত্ত্ব।

The Carpenter Caste (Barhai) called also kokas.

Although earpenters are frequently employed as blacksmiths, yet they form distinct castes, quite independent of one another. Both have the character of being hard working, enterprising, and intelligent; and are undoubtedly superior in many respects to most Hindus of their own rank in native society. An artizans, they exhibit little or no inventive power; but in imitating the workmanship of others, they are, perhaps, unsurpassed in the whole world. They are equally clever in working from designs and models.

The Barhai caste is said to be divided into seven clans; but in reality it has many more. In Benaras and its neighbourhood, there are the following—

1. Janeo-dhari, 2. Khati. 3. Maghaia 4. Kokas, 5. Setbanda Rameshwar. 6. Kanoujia, 7. Pargangia.

The Janeodharis eat no meat, wear the sacred cord (janeo), and regard themselves as far superior to all the rest.

Sherring's tribe & Caste
VOL. I. PAGE 315—16.

বাঢ়ই বা সূত্রধরগণ "কোকস" নামেও প্রখ্যাত হইয়া থাকেন। যদিও তাঁহারা যখন তখন লৌহকারের কাজও করেন, তথাপি তাঁহারা এইক্ষণে নানা পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই উভয় শ্রেণীই, অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমী, উদ্যমশীল ও প্রতিভাশালী। এবং ইহাঁরা ইহাঁদের সমশ্রেণীর অন্যান্য সমস্ত জাতি হইতে মান সম্ভ্রমাদি নানা বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবে শিল্পবিষয়ে ইহাদের কোন

বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তি নাই, কিন্তু শিল্পাদির অনুকরণ করিতে ইহাঁরা সিদ্ধহস্ত। সমস্ত পৃথিবীতে সে শক্তিতে ইহারা অদ্বিতীয়। ইহাঁরা কোনও বিশেষ নকশা প্রস্তুত কি আদর্শ নির্ম্মাণে অতীব দক্ষ।

ইহারা জনেউধারী, খাটী, মঘাইয়া, কোকাস, সেতুবন্ধু রামেশ্বরী, কনৌজিয়া, ও পারগাঙ্গিয়া এই সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। তবে ইহা ছাড়াও আরও শাখা প্রশাখা আছে। জনউধারী বা উপবীতধারী স্থত্রধরেরা মাংস ভক্ষণ করেন না। এবং তাঁহারা আপনাদিগকে অন্যান্য শ্রেণী হইতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন।

সমাজ ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩১৭ শাল।

স্থত্রধরতত্ব। শ্রীবিহারীলাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। এই পুস্তকে সূত্রধর জাতির উৎপত্তি বিবরণ, আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। বেদ, পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার স্থত্রধরদিগের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলের সূত্রধরগণ বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত তাহারা উপনীতা। বঙ্গদেশের সূত্রধরগণও যে সেই শ্রেণীর লোক গ্রন্থকর্ত্তা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক বঙ্গীয় সূত্রধরগণের আচার ব্যবহার দেখিলে তাহাদের বৈশ্যত্বের দাবী সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থাদিতে সূত্রধরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সূত্রধর জাতি যে আধুনিক নহে তাহাই বিশ্বাস হয়। গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু গোড়া দেশাচারের কাছে শাস্ত্র কি দাঁড়াইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশাচারের উপর শাস্ত্র আপন, আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিবে ততদিন যিনিই যত শাস্ত্র উদ্ধৃত করুন না কেন, কিছুই ফলদায়ক হইবে না—

বঙ্গীয় সূত্রধরগণের পাতিত্য কেন ?

সূত্রধরগণ যে কোন নিদানসমুথই হউন না কেন, কিছুতেই তাঁহারা পতিত হইতে পারেন না। হিন্দুস্থানে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আচরণীয় বিশুদ্ধ জাতি ও উপবীতী। অদ্যাপি তথায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ উঁহাদিগের যাজকতা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বঙ্গদেশোপনিবিষ্ট সূত্রধরগণেব পাতিত্যের কি কারণ থাকিতে পারে ? স্বর্গত বিদ্যুৎকুলকেতু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় তদীয় জাতিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

The Cerpenter of Bombay are like those of Bengal called Sutradhar. In western India the Sutradhars are regarded as a clean caste and ~~how~~ there many educated men among them.

বোম্বে ও বঙ্গদেশের সূত্রধরগণ একই। উভয়ত্রই তাঁহারা সূত্রধর বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তবে বিশেষ এই যে পশ্চিমাঞ্চলের সূত্রধরগণ আচরণীয় ও তাঁহাদিগের মধ্যে বহুলোক সুশিক্ষিত। মহামতি রিজলি সাহেবও তাঁহার বঙ্গীয় জাতিতত্ত্বগ্রন্থে বলিতেছেন—

The religion of the Barhis is simply the average Hinduism of the middle classes of Behar and calls for no special mark. The caste employ Trihutia Brahmans for the worship of the greater gods and these Brahmans are not held to incur any social degradation by performig these function. (Vol. I. page 67, 1891.)

বিহার অঞ্চলের মধ্যমশ্রেণীর হিন্দুলোকদিগের ধর্ম্ম যেরূপ বারহাইদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম ও আচারব্যবহারও তদ্রূপই, ইঁহার মধ্যে কাহারও কোনও বিশেষত্ব বা পার্থক্য দেখা যায় না। ত্রিহুতীয়া ব্রাহ্মণগণ ইহাদের ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার দেবপূজাদিতেই পৌরাহিত্য করিয়া থাকেন অথচ এজন্য তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় হইতে হয় না।

সুতরাং বিহারপ্রভৃতি দেশে যাঁহারা আচরণীয় ও চল তাঁহারা বাঙ্গালায় আসিয়াই বা কেন অচল হইলেন! কেবল মিঃ রিজলি নহেন, মাননীয় মিঃ লেস্লিং সাহেব মহোদয়ও তদীয় জাতিতত্ত্ব গ্রন্থে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন এবং তাহা আমরা ৩৯ পৃষ্ঠায় অধ্যাহার করিয়াছি। মহামতি গেইটও বলিয়াছেন :—

The Swarnakar and Sutradhar are two functional groups whose status is lower than would be supposed from their occupation, which is as good as that of most castes in group III (group III clean Sudras, Page 370).

Census of India 1901, Bengal Published in 1902.

Vol I, Part I, Page 372

By E. A. Gait. F. S. S.

অর্থাৎ স্বর্ণকার ও সূত্রধর উভয়েই শিল্পকরশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের জাতিগত সামাজিক মর্য্যাদা তাঁহাদিগের বৃত্তি অপেক্ষা নিম্নতর। বিচার করিয়া দেখিলে সূত্রধর ও স্বর্ণকারের বৃত্তি আচরণীয় নবশাখদিগের বৃত্তি অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্টতর ভিন্ন অপকৃষ্টতর নহে।

মহামতি গেটের এই উক্তি অতীব সাধীয়সী। আমরাও এ কথা সর্ব্বদা ভাবিয়া থাকি যে, যাঁহাদিগের বৃত্তি নবশাখদিগের অনেকেরই বৃত্তি হইতে পবিত্র ও অনবদ্য, তাঁহারা বঙ্গদেশে অনাচরণীয় হইলেন কেন? বঙ্গদেশের যে কোন জাতিই পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বঙ্গদেশ এই পাতিত্যের কারণ হইলে বঙ্গের অন্যান্য জাতিও কি তজ্জন্য পাতিত্য ভজনা করিতেন না? তবে বঙ্গদেশাগত নিরপরাধ সূত্রধরগণই কেবল পতিত হইলেন কেন? আমরা মনে করি সমাজপতি সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের অবিচার ও উপেক্ষাই ইহার প্রধান কারণ। কেহ কি এমন কোন হেতু প্রদর্শন করিতে পারেন যে পশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশের সূত্রধরগণের মধ্যে

উৎপত্তি বা নিদানগত কোন প্রভেদ আছে? পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-প্রভৃতি সামাজিকগণ জাতিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের সামাজনেতৃবৃন্দ সমধিক শাস্ত্রজ্ঞ ও জাতিতত্ত্বকোবিদ? হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি যার তার হস্তের জলই ব্যবহার করিয়া থাকেন পক্ষান্তরে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষাকৃত শৌচসম্পন্ন? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে একই মূলপ্রভব একটী জাতি একত্র পূততোয়া অন্যত্র পাতিত্যভাক্ হইবেন কেন? উদারমতি ব্রাহ্মণ কি ইহার কোন ছানি বিচার করিয়া দেখিবেন না? বলিবে বঙ্গদেশের সূত্রধরগণ যে বৈশ্য, সে বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। হিন্দুস্থানের বাঢ়ই সূত্রধরগণের বৈশ্যত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বাদিসম্বন্ধেও কি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে? পরাশর পদ্ধতি বলিতেছেন—

জাতীনাং বিংশতীনাঞ্চ পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়ঃ স্মৃতঃ।
শ্রোত্রিয়: পতিতো ভূত্বা অন্যেষাং ব্রাহ্মণো হভবৎ॥ জাতিমালা

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, পারশব, উগ্র ও করণ ইত্যাদি বিংশতিটী জাতির পুরোহিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, এই বিংশতিটী জাতি আচরণীয়, অন্যেরা পতিত ও অনাচরণীয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ এই পতিত জাতিসমূহের পৌরোহিত্য করিয়া বর্ণব্রাহ্মণে পরিণত হইয়াছেন।

ইহা কিন্তু আচরণীয় বা অনাচরণীয়দিগের সংখ্যার কথা মাত্র। বর্ণ ব্রাহ্মণদিগের পাতিত্যের হেতুও না হয়, এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বিংশতিটী ভিন্ন আন্যান্য জাতিরা কেন পতিত হইলেন, কি কারণে জাতিগত পাতিত্য ঘটিয়া থাকে, তাহা কিছুই বলা হইল না। পরাশরপদ্ধতির এ পরিগণিনাও স্খলনবহুল, কেননা সমুদায় আচরণীয় জাতির সংখ্যা ত্রিশটীরও উপরে। বিশেষতঃ যে দেশে দাস্যাদি হীনবৃত্তিক বহু জাতির জল ব্যবহার্য্য, সেই দেশে পবিত্রবৃত্তিক সূত্রধরগণ যে কেন পতিত হইলেন তাহা দুরধিগম্য।

বলিবে উঁহারা বৈশ্য নহেন, তবে কোন্ জাতি? যদি বল উঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যের রথকার, তাহা হইলেও ত উঁহাদিগের পাতিত্য ঘটিতে

পারে না। রথকারের পিতা অত্যুচ্চ জাতি মাহিষ্য ও মাতাও বৈশ্যশূদ্রা প্রভবকরণকন্যা ? তাঁহাদিগের সন্তান রথকারে কিছুতেই পাতিত্যের সঞ্চার হইতে পারে না। প্রামাণ্য টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর আপন "মিতাক্ষরায় বলিয়াছেন—(১অ—৯৫ শ্লোক টীকা)

"ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়া মুৎপাদিতো মাহিষ্যো, বৈশ্যেন শূদ্রায়া মুৎ-পাদিতা করণী ; তস্যাং মাহিষ্যেণ উৎপাদিতো রথকারো নাম জাত্যা ভবতি। তস্য চ উপনয়নাদি সর্ব্বং কার্য্যং বচনাৎ। যদাহ শঙ্খঃ—ক্ষত্রিয়বৈশ্যানুলোম্যেন উৎপন্নো যো রথকার স্তস্য ইজ্যাদানোপয়নয়ন সংস্কারক্রিয়া অশ্বপ্রতিষ্ঠা রথসূত্রবাস্তুবিদ্যা অধ্যয়নবৃত্তিতাচ"।

যদি শঙ্খের বাক্যানুসারে রথকারের উপনয়ন, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান অশ্বপ্রতিষ্ঠা, রথবিদ্যা, সূত্রবিদ্যা ও বাস্তুবিদ্যাতে পূর্ণাধিকার থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা বঙ্গের সূত্রধরগণকে রথকার বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কি প্রকারে মিতাক্ষরাকে পদবিদলিত করিয়া সূত্রধরে পাতিত্যের সংক্রমণ করাইতে সমর্থ হইবেন ? যাঁহার উপনয়ন, যজন ও সংস্কৃতের অধ্যয়নে অধিকার থাকিতে পারে, তাঁহারা কি বঙ্গের সংশূদ্রগণ অপেক্ষাও উচ্চাধিকারবান্ নহেন ? বলিবে না না সূত্রধরগণ বৈশ্যও নহেন রথকারও নহেন, তাঁহারা মনুর কাষ্ঠতট্ আয়োগব জাতি।

প্রতিবাদকারিগণের কিন্তু এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই যে সূত্রধরগণ বৈশ্যও নন্, আবার রথকারও নহেন ? কেহ কি সূত্রধর গণের নিদান কোনও শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা দেখাইয়া দিয়া উঁহাদিগের পাতিত্য সংস্থাপন করিতে পারেন ? ভালর বেলা কেহ নহি, মন্দের বেলা আছি, এ কথাটা এ আলোকের যুগে শোভা পায় না। তথাস্তু, ধরিয়া লইলাম ইঁহারা ইহাও নহেন, আবার উহাও নহেন, কিন্তু এই জাতিটার যখন একটা সত্তা রহিয়াছে, তখন ইহারা যে রাজদ্বারবিশোভী কৃষ্ণ মতঙ্গজের ন্যায় একটা অভাব পদার্থ নহেন, তাহা ধ্রুবই ? যদি অভাব পদার্থ না হয়েন, তাহা হইলে উঁহারা যখন হিন্দু, তখন হিন্দুর কোন একটা জাতির অন্তর্গত অবশ্যই বটেন ? বলিবে উঁহারা মনুর

আয়োগব। তথাস্তু, আয়োগব হইলেও তাঁহার পাতিত্য ঘটিবে কেন? শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্যে ভাষ্যকার মহীধর বলিতেছেন ঃ—

অয়োগূং তক্ষাণম্

অয়োগূ বা আয়োগবগণ তক্ষণ বা কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তিক। মনুও বলিতেছেন "তষ্টি ত্বায়োগবস্য চ", অয়োগবের বৃত্তি কাষ্ঠতক্ষণ। কিন্তু মনু এমন একটী কথা বলিলেন না যে ইঁহারাই বঙ্গীয় সূত্রধর? তথাপি ধরিয়া লইলাম ইঁহারাই মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের আয়োগব জাতি। কিন্তু আয়োগব বা তক্ষা জাতি কি পতিত? মনু বলিতেছেন ঃ—

একান্তরে ত্বানুলোম্যাৎ অম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।

ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি॥ ১৩—১০অ

তত্র কুল্লূকভট্ট ঃ—"একান্তরেঽপি বর্ণে ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যায়াং মম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়া মুগ্র এতৌ আনুলোম্যেন যথা স্পর্শাদ্যর্হৌ, তদ্বৎ একান্তরে প্রতিলোমজননেঽপি শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্তা বৈশ্যাৎ ব্রাহ্মণ্যাং বৈদেহক এতৌ অপি স্পর্শাদিযোগ্যৌ বিজ্ঞেয়ৌ একান্তরোৎপন্নয়োঃ স্পর্শাদ্যভ্যনুজ্ঞানাৎ অর্থাৎ অনন্তরোৎপন্নানাং সূতমাগধায়োগবানাং স্পর্শাদিযোগ্যত্বং সিদ্ধমেব ভবতি। অতঃ চাণ্ডাল এবৈকঃ প্রতিলোমজঃ স্পর্শাদৌ নিরস্যতে"।

কুল্লূক বলিতেছেন—একবর্ণব্যবধানে জাত অনুলোমজ সন্তান অম্বষ্ঠ ও উগ্রের যেরূপ স্পর্শাদিযোগ্যত্ব, তেমনই প্রতিলোম একান্তর জাত ক্ষত্তা ও বৈদেহকও স্পর্শাদিযোগ্যত্বভাজী। যদি একান্তর প্রতিলোম ক্ষত্তা (শূদ্র—ক্ষত্রিয়া—জাত) ও বৈদেহক (বৈশ্যব্রাহ্মণী জাত) স্পর্শাদিযোগ্য বা আচরণীয় হয়, তাহা হইলে অনন্তর প্রতিলোমজাত সূত, মাগধ ও আয়োগবগণ যে আচরণীয়, তাহা এক প্রকার সিদ্ধই। তবে প্রতিলোমদিগের মধ্যে কেবল একমাত্র চণ্ডাল (শূদ্রব্রাহ্মণীপ্রভব) গণই অনাচরণীয় ও পতিত বটেন।

যদি মনুর মূল ও কুল্লূকের টীকার কেহ প্রতিবাদ করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আয়োগব বা তক্ষা আচরণীয় জাতি? সুতরাং যাঁহারা বঙ্গের সূত্রধর-

গণকে আয়োগব বলিতে অভিলাষী, তাঁহারা তাঁহাদিগকে কি প্রকারে পতিত জ্ঞান করিতে ও রাখিতে পারেন। পাণিনির বৃত্তিকার মহামহোপাধ্যায় ভট্টোজি দীক্ষিতও বলিতেছেন, তক্ষা জাতি বাহ্য বা পতিত নহেন।

শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্। ২।৪।১০

তত্র বামনজয়াদিত্যঃ—নিরবসানং বহিষ্করণং কুতোবহিষ্করণং ? পাত্রাৎ। ভট্টোজী বলিতেছেন ঃ—অবহিষ্কৃতানাং শূদ্রাণাং প্রাগ্বৎ। অর্থাৎ যে জাতিকে কাংস্যাদি পাত্র ভোজনার্থ দান করিলে সে পাত্র সংস্কারেও আচরণীয় হয় না, তাহারা বাহ্য বা পতিত জাতি। যদি সমস্যমান পদদ্বয়ের উভয় পদ অনিরবসিত বা অপতিত আচরণীয় শূদ্রবাচক হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় উহাদেরও সমাহারদ্বন্দ্বে এক বচন হইবে। যথা ঃ—

তক্ষা চ অয়স্কারশ্চ

তয়োঃ সমাহারঃ তক্ষায়স্কারম্।

তাহা হইলে বামনজয়াদিত্য ও ভট্টোজী উভয়ের মতেই তক্ষা বা সূত্রধর জাতি, অয়স্কার বা লোহকারের ন্যায় অনিরবসিত বা আচরণীয় হইতেছেন ? ভট্টোজি ও বামন এই তক্ষা শব্দ কেবল সূত্রধর অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং সূত্রধরের নিদান যাহাই কেন হউক না, তাঁহারা এ জাতিকে আচরণীয় বলিয়াই জানিতেন ? ব্যবহারতও আমরা পশ্চিমের সূত্রধরগণকে আচরণীয়ই দেখিতে পাইতেছি, সুতরাং বঙ্গের সূত্রধরগণ তাঁহাদিগেরই শাখাপ্রশাখাবিশেষ হইয়াও কেন অকারণে পাতিত্য ভজনা করিবেন ? ইঁহাদিগের বৃত্তি, আকৃতি শিক্ষা, দীক্ষা, ও আচারব্যবহার কি উঁহাদিককে উচ্চ জাতি বলিয়া সংসূচিত করে না ?

বলিবে না না উঁহারা পরাশরপদ্ধতির সূত্রধর। কিন্তু ইহাও জোরের ভিন্ন যুক্তির কথা নহে। কেন না পরাশরপদ্ধতি যখন একখানী আধুনিক গ্রন্থ, উহার পূর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠকালে, কিংবা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতমাদির সময়েও যখন ক্ষৌরকার কন্যা প্রভব জাতি সূত্রধর

বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু দেখা যায় না, তখন আমরা কি প্রকারে পরাশর পদ্ধতির কথায় আস্থা সংস্থাপন করিব, তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নের যুগযুগান্তর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে সূত্রধরের কার্য্য ছিল, অথচ মন্বাদি কেহই তাহার নাম সূত্রধর ও নিদান প্রতিমাগঠক ও ক্ষৌরকারকন্যা বলিয়া অবগত থাকিলেন না, পক্ষান্তরে অর্ব্বাচীন পদ্ধতিকার তাহা অবগত ছিলেন ? তিনি নিশ্চয়ই প্রতিমাগঠকের পুত্রগণকে বৃত্তির ব্যভিচারে কাষ্ঠ তক্ষণ করিতে দেখিয়া উঁহাদিগকেও অনবধানতাবশতঃ জাতিসূত্রধর বলিয়া সূচিত করিয়াছেন, বস্তুতঃ উঁহারা জাতিসূত্রধর নহেন। সূত্রধরকথাটী বৈদ্য, কায়স্থ ও সাহা কথার ন্যায় বৃত্তিবাচক। যাঁহারা সূত্রবিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতেন, তাঁহারাই সূত্রধরসংজ্ঞার বিষয়ীভূত। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অনন্তর বংশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতিতে প্রবেশ লাভ করিয়া কাষ্ঠতক্ষণ ও সূত্রবিদ্যা (প্রাসাদলক্ষণ ও যজ্ঞবেদীনির্ম্মাণ) চর্চ্চা করিতেন তাঁহারাই এই সূত্রধর বটেন। পরাশরপদ্ধতির সূত্রধরগণের সূত্রবিদ্যা বা কাষ্ঠতক্ষণাধিকার দেখা যায় না। পদ্ধতিই বলিতেছেন—

"সোপানগৃহকারকঃ"

সোপাননির্ম্মাণ স্থপতি বা রাজের কার্য্য, গৃহনির্ম্মাণও ঘরামিদিগের কার্য্য বলিয়া পরিচিত, সুতরাং পরাশরপদ্ধতির সূত্রধরগণকে কখনই জাতিসূত্রধর বলা যায় না। তথাস্তু, তথাপি ধরিয়া লও বঙ্গের সূত্রধরগণ পরাশরপদ্ধতিরই সূত্রধর বটেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পাতিত্য হইতে পারে না। বঙ্গের প্রতিমাগঠকগণ ও ক্ষৌরকারাগণ কেহই পতিত নহেন। কেবল ইহা নহে, পরাশরপদ্ধতির সূত্রধরগণ যেরূপ অন্যোন্য ব্যতিষক্ত বা ওতপ্রোতজ, তেমনই উক্ত পরাশরপদ্ধতির মতানুসারেই অম্বষ্ঠরাজপুত্রীপ্রভব গন্ধবণিক্; শঙ্খকার ও রাজপুত্রীপ্রভব কাংস্যকার, মণিবন্ধ ও মণিকারীপ্রভব তন্তুবায়, গোপ ও তন্তুবায়ী প্রভব বারজীবী, গোপ ও বারজীবিনী-প্রভব তৈলিক (তিলী), তৈলিক ও বারজীবিনীপ্রভব কর্ম্মকার; পট্টকার ও তৈলিকীপ্রভব কুম্ভকার; এবং কর্ম্মকার ও তৈলিকপ্রভব মালাকার এবং মণিবন্ধ ও তন্তুবায়ীপ্রসূত গোপগণও অন্যোন্য ব্যতিষক্ত বা

ওতপ্রোতপ্রভব মিশ্রজাতি। কিন্তু সমাজে যখন এই সকল মিশ্রজাতির একটীও পতিত বা অনাচরণীয় নহেন, তখন পরাশরপদ্ধতির নিরপরাধ সূত্রধরগণই বা পাতিত্য ভজনা করিবেন কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলিতেছেন :—

পতিতো জারদোষতঃ

কিন্তু পরাশরপদ্ধতির এই সূত্রধরগণ জারজাতও নহেন, তাহা বচনেই সপ্রমাণ, সুতরাং কোনও কারণে সূত্রধরগণের প তিত্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বলিবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ত জাতিসূত্রধরগণকে পতিত বলিয়াছেন। (ব্রহ্মখণ্ড—১০অ—২১)

সূত্রধর শ্চিত্রকারঃ স্বর্ণকার স্তথৈবচ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাৎ অয়াজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ॥
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা।
সূত্রধারো দ্বিজানান্তু শাপেন পতিতো ভুবি॥

অর্থাৎ সূত্রধার, চিত্রকার ও স্বর্ণকারগণ ব্রহ্মশাপবশতঃ পতিত ও আযাজ্য বর্ণসঙ্কর। সূত্রধরেরা যজ্ঞকাষ্ঠদানে বিলম্ব করিয়াছিলেন তজ্জন্য উঁহারা ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে পতিত হয়েন।

আমরা নানা কারণে এই পুরাণমতের পরিপন্থী। প্রথমতঃ সূত্রধরজাতি অতি প্রাচীনতম জাতি। ইঁহারা কাষ্ঠদানবিলম্বে পাতিত্য ভজনা করিলে, বেদ, স্মৃতি ও অপর সতরখানী পুরাণ তাহা অবশ্যই অবগত থাকিতেন, কিন্তু অন্য কোন পুরাণে ইহা নাই যে ইঁহারা শূদ্রমাতৃক বা পতিত। পরাশরপদ্ধতিও একথা বলিলেন না যে ইঁহারা অযাজ্য বা অনাচরণীয়। আর কোনও এক ব্যক্তি কাষ্ঠদানে বিলম্ব করিয়া থাকিলেও সমগ্র বঙ্গদেশের সমগ্র সূত্রধর পতিত হয় কেন? আর সেই প্রাচীন যুগে এ ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে বারহাইগণই বা এ অভিসম্পাতের বিষয়ীভূত হইতে বাকি থাকিলেন কিপ্রকারে? সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্তের এই অভিনব মন অগ্রাহ্য।

আরও এককথা, এখন আর প্রকৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বিদ্যামান

নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থখানী একজন অর্ব্বাচীন বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির বিরচিত, ইহা কোন ঋষিপ্রণীত আর্ষ গ্রন্থ নহে, সুতরাং ইহার বচনাবলি কাহার হিত বা অহিতসাধনে প্রমাণ হইতে পারে না। বলিবে ইহা যে আধুনিক গ্রন্থ তাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ ইহাতেই বিবৃত বিষয়সমূহ ? আমরা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে এই পুরাণের ব্রহ্মখণ্ড হইতে কিয়দংশ অধ্যাহৃত করিলাম।

রজক্যাং তীবরাচ্চৈব কৌয়ালীতি বভূব হ। ১১২
রাজপুত্র্যাং তু করণাৎ আগরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১০
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ। ১০৮
ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলজাতির্বভূব হ ॥ ১২১—১০অ

এই কৌয়ালী, আগরী, যুঙ্গি ও জোল শব্দ প্রাকৃত। কোন লৌকিক গ্রন্থে, বিশেষতঃ ব্যাসাদির মতন মহর্ষিদিগের লেখনীতে এই সকল অপভাষার প্রবেশলাভ বা সমাগম সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন আধুনিক সংস্কৃতগ্রন্থেও এরূপ গ্রাম্যভাষার সমাবেশ দেখা যায় না। এই সকল শব্দ বঙ্গদেশের কপোলচল ভাষায় ব্যবহার্য্য, সুতরাং এই সকল অপভাষার বিলাসক্ষেত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আরও একটী কথা চিন্তনীয়। জোলা শব্দদ্বারা মুসলমান তাঁতী অববোধিত হইয়া থাকে। উহারা কুবিন্দকন্যাপ্রভবই হউক, বা হিন্দু তন্তুবায় বা যুগীর ধর্ম্মান্তর-পরিগ্রহেই বা উহাদিগের সমুদ্ভব ঘটুক, উহারা যে মুশলমান রাজত্বের মধ্যাহ্নকালের পদার্থ, তাহাতে কোন কথাই নাই, সুতরাং যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ব্যাসদেব বা অন্য কোন ঋষি মুশলমানরাজত্বের সময়ে ইহার রচনা করিয়াছিলেন, ইহা না ভাবিয়া কোন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিকে ইহার প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত কথা। কেবল আমরা নহি, ভারতভূষা মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ও তদীয় কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে এই মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

"মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণসম্বন্ধে এই দুইটী শ্লোক আছে—

রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্ত মধিকৃত্য যৎ।

সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতং ॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মুচ্যতে ॥

অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তরকল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন, এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবরাহ-চরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাংশযুক্ত পুরাণই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না। নারায়ণনামে অন্য ঋষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে (ইহাতে) রথন্তর কল্পের প্রসঙ্গ মাত্র নাই, এবং ব্রহ্মবরাহ চরিতের প্রসঙ্গ মাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশ খণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-নামে চলিত আছে তাহা নূতন গ্রন্থ"। মহামতি উইলসন সাহেবও বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"প্রাচীন পুরাণ নাই, । বর্ত্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়"—কৃষ্ণ চরিত ২য় সংস্করণ ৮৬—৮৮ পৃষ্ঠা

সুতরাং যদি বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অসার গ্রন্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে সূত্রধর জাতির পাতিত্যের কোন কারণই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ফলতঃ এজাতির পাতিত্য শাস্ত্র সিদ্ধ হইলে এ জাতির মূল নিদান পশ্চিমাঞ্চলীয় বাঢ়ইগণকে উপবীতী ও আচরণীয় দেখিতে পাইতাম না। তবে বঙ্গদেশের সমাজ-নেতা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এ কুসংস্কারের সঞ্চার হইল কেন? ইহার কারণ তাঁহাদিগের অবিচার ও উপেক্ষা। খুব সম্ভব সূত্রধরগণকে মনুর আয়োগব ভাবিয়া ও মনুর ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগের পাতিত্য বিঘোষণা করিয়াছিলেন। মনু বাহ্য জাতির প্রসঙ্গ করিতে যাইয়া বলিলেন—

প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু ॥ ৩১—১০অ

অর্থাৎ চণ্ডালাদি হীন বাহ্য জাতিরা শাস্ত্রবিধির প্রতিকূলতা অবলম্বনপূর্ব্বক পঞ্চদশটী অতি হীন বাহ্য জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু যদি মনু ইহার পর এই নূতন পনরটী জাতির মধ্যে সূত্রধর জাতি বা আয়োগবের আসন দান করিতেন, তাহা হইলে সে সূত্রধরকে অবশ্যই পতিত বলা যাইত। কিন্তু তিনি মূল প্রতিলোমজ ছয়টীর মধ্যেই আয়োগবের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। আয়োগব যে পতিত নন্ তাহাও মনু পূর্ব্বোদ্ধৃত (১৩—১০অ) শ্লোকে বলিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। পরন্তু মনু ৩০ শ্লোকে বলিতেছেন যে—

যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্য শ্চাতুর্বর্ণ্যে প্রসূয়তে॥ ৩০—১০অ

তত্র কুল্লূকঃ— যথা ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রঃ অপকৃষ্টং চাণ্ডালাখ্যং প্রাণিনং প্রসূয়তে জনয়তি এবং বাহ্য শ্চাণ্ডালাদিঃ বর্ণচতুষ্টয়ে চাণ্ডালাদিভ্যোপি অপকৃষ্টং পুত্রং প্রসূয়তে।

তাহা হইলে জানা গেল মনু ও কুল্লূক শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত চণ্ডালকেই বাহ্য ও অপকৃষ্ট বলিতেছেন, পরন্তু শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে জাত আয়োগবকে নহে ? সুতরাং যাঁহারা বঙ্গের সূত্রধরগণকে মনুর আয়োগবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা দেখিবেন এখানেও মনু আয়োগবকে বাহ্য বলিতেছেন না। সুতরাং যাঁহারা কোন বিচার না করিয়া ৩১ শ্লোকের এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যাতে—

"অত্র মেধাতিথিগোবিন্দরাজয়ো র্ব্যাখ্যানম্ এতদেব বিস্তারয়তি চাতুর্ব্বর্ণ্যবাহ্যাঃ চাণ্ডালক্ষত্রায়োগবাঃ শূদ্রপ্রভবা স্ত্রয়ঃ" বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে প্রত্যবায়ী। শূদ্রপ্রভব চণ্ডাল ভিন্ন ক্ষত্তা ও আয়োগব অনাচরণীয়, ইহা মনুর নিজের মত নহে আশ্চর্য্য এই যে মহামতি কুল্লূক (১৩—১০অ) শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আয়োগবের স্পৃশ্যত্ব বিঘোষিত করিয়া আবার ৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যান-সময়ে মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের মতে মত দিয়া আপন উক্তির বিরোধী হইয়াছিলেন। তবে ১৩ সংখ্যার বিপরীত ৩১ সংখ্যা, সুতরাং ব্যাখ্যাটীও বিপরীত হওয়া বিচিত্র নহে ! ! ! যাহা হউক আমরা

বঙ্গের উদারচেতা সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণকে বিনীতভাবে বলি, তাঁহারা বঙ্গের সূত্রধরগণকে প্রকৃত বৈশ্য সন্তান জানিয়া তাঁহাদিগের পাতিত্যের বিষয়ে সুবিচার করুন। একটি জাতি একদেশে আচরণীয় ও অন্যদেশে পতিত, ইহা ঠিক হইতে পারে না। হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন যে কাষ্ঠতক্ষণ কার্য্যই অতি জঘন্য, সুতরাং তদবলম্বিগণ কেননা পতিত হইবেন? কিন্তু ইহা প্রমাদ ভিন্ন জ্ঞান বা বিচারের কথা নহে। এদেশের বহু জাতির বৃত্তি অপেক্ষা সূত্রধরের স্বাধীন বৃত্তি অতি পবিত্র ও উচ্চতর। এমন কি কুম্ভকার, বারই ও লৌহকারাদির বৃত্তিও কাষ্ঠতক্ষণ বৃত্তি অপেক্ষা লঘীয়সী। অবশ্য বৈদিকযুগে জাতি ছিল না, কিন্তু তখনও দেবগণ ও দেবপুরোহিতগণই দেবশিল্পিক ও কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তিক ছিলেন; সুতরাং এই বৃত্তিকে কেহই হীন বৃত্তি বলিতে পারেন না। ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন:—

তক্ষন্ নাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং
সুখং রথম্। ৩- ২০ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যং নাসত্যাভ্যা মশ্বিদেবপ্রীত্যর্থং রথং তক্ষন্ ঋভবঃ দেবাঃ কঞ্চিৎ রথম্ অতক্ষন্ তক্ষণেন সম্পাদিতবন্তঃ কীদৃশং? পরিজ্মানং পরিতো গন্তারং সুখম্ উপরি উপবেশনেন সুখকরম্।

অর্থাৎ ঋভুনামক দেবগণ দেবভিষক্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তৃপ্তির নিমিত্ত একখানি সর্ব্বত্রগামী সুখোপবেশন রথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। স্থানান্তরে বিবৃত রহিয়াছে।

একং চমসং চতুরঃ কৃণোতন। ২।১৬১-সূ-১ম।

ঋভুগণ শিল্পনৈপুণ্যগুণে একটি কাষ্ঠময় সোমরস পাত্রকে চারিটী পাত্রে বিভক্ত করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে।

এবেদিন্দ্রায় বৃষভায় বৃষ্ণে ব্রহ্মা কর্ম্ম
ভৃগবো ন রথম্। ২০-১৬সূ-৪ম্।

যে প্রকার ভৃগুগণ সহজে রথ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, আমরা যজমান-

গণও তদ্রূপ সহজে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের জন্য স্তোত্র রচনা করিব। সায়ণ বলিতেছেন—

"তত্র দৃষ্টান্তঃ—ভৃগবো দীপ্তা স্তক্ষাণঃ রথং ন, রথমিব।

তাহা হইলেই জানা গেল যে দেবতা ঋভু ও দেবতা ভৃগুগণ কাষ্ঠ-তক্ষণজীবী বা দেবসূত্রধর ছিলেন। সুতরাং দেবতারা যে কার্য্য করিয়া যশোলাভ করিতেন, ঋভুগণ মনুষ্য হইয়াও যে শিল্পনৈপুণ্যগুণে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন (মর্ত্তাসঃ সন্তঃ অমৃতত্ব মানশুঃ সৌধন্বান ঋভবঃ) সেই পবিত্র কাষ্ঠ তক্ষণ কার্য্য করিয়া কেন বাঙ্গালার সূত্রধরেরা পতিত হইবেন ? ফলতঃ কাষ্ঠ তক্ষণ কার্য্য কখনই হীন বা হীনবর্ণের কার্য্য ছিল না। কেহই ইহা মনেও কল্পনা করিতে সমর্থ নহেন যে এই হীন কার্য্য করিয়া সূত্রধর জাতি পাতিত্য ভজনা করিয়াছেন। ভাগবতে বিবৃত রহিয়াছে—

সর্ব্বং নরবরা‌শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকৌ,
সকৃৎ নিগদমাত্রেণ তৌ সংজগৃহতুর্নৃপ।
অহোরাত্রৈঃ চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ ॥ ৩৫

৪৫অ—১০ম স্কন্ধ।

অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বলরাম গুরুর উপদেশমাত্রই গীতবাদ্য, তক্ষণ ও বাস্তুবিদ্যাপ্রভৃতি চতুঃষষ্টি কলায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া প্রামাণ্য টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—

সকৃৎ নিগদমাত্রেণ একবারং গুরোরুচ্চারণমাত্রেণ তাবতীঃ চতুঃষষ্টিকলঃ—(তৌ নরবরশ্রেষ্ঠৌ স্বগৃহতুঃ)। তাশ্চৈব তন্ত্রোক্তা লিখ্যন্তে—১ গীতম্—২ বাদ্যম্—৩ নৃত্যম্—৩৫ তর্কুকর্ম্মাণি—৪৬ তক্ষণম্—৩৭ বাস্তুবিদ্যা ইত্যাদি।

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ যে সূত্রধরবিদ্যা ও বাস্তুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কি কখনও হীন কর্ম্ম ও পাতিত্যকর বিষয় হইতে পারে ? স্বয়ং মানবদেবতা যিশুখ্রীষ্টও কি সূত্রধর তনয় ও কাষ্ঠতক্ষণ বৃত্তিক ছিলেন না ? বলিবে বিশ্বকর্ম্মা ও ত্বষ্টাও শিল্পকর্ম্ম করিতেন

বলিয়া দেবকুলে হীন ছিলেন। কিন্তু তাহা নহে। বরঞ্চ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পৌরোহিত্যে পর্য্যন্ত বরিত হইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন—

মহ্যং ত্বষ্টা বজ্রমতক্ষদায়সং। ৬.৪৮ সূ-১০ম

তত্র সায়ণঃ—মহ্যং মদর্থং ত্বষ্টা দেবঃ আয়সম্ অয়োময়ং বজ্রম্ আয়ুধম্ অতক্ষ সম্পাদিতবান্

ইন্দ্র বলিতেছেন দেব ত্বষ্টা আমার নিমিত্ত লৌহময় বজ্র (কামান) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই ত্বষ্টা কে? ইনি দেববর্দ্ধকি বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। যদাহ বিষ্ণু পুরাণম্—

তস্য পুত্রাস্তু চত্বার স্তেষাং নামানি মে শৃণু।
অজৈকপাদহির্ব্রধ্ন স্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বুদ্ধিমান্।
ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ পুত্রোবিশ্বরূপোমহাযশাঃ॥ ১২২
১৫অ—১অংশ।

সেই দেববর্দ্ধকি বিশ্বকর্ম্মার চারিপুত্র—অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও রুদ্র। উক্ত ত্বষ্টার পুত্র মহাযশা বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপই দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। যদুক্তং কৃষ্ণযজুষি—

ত্বাষ্ট্রো দেবপুরোহিতঃ! ১৬৪ পৃষ্ঠা।

ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং যে কাষ্ঠতক্ষণ কার্য্য দেবগণ করিতেন, যে কাষ্ঠতক্ষণ কার্য্য তাঁহাদিগের পক্ষেও অবগীতিকর ছিল না, তাহা কি প্রকারে সামান্য মানুষের পক্ষে পাতিত্যকর হইতে পারে? কেবল দেবগণের নহে, তাঁহাদিগের ভ্রাতৃব্য দৈত্য দানব ও অসুরগণের পৌরোহিত্যেও দেবসূত্রধরগণ বরিত হইতেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তজ মহাশয় তদীয় ঋগ্‌বেদের টীকৈকদেশে ভট্টমোক্ষ মূলরের এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন— Max Muller বলেন—"বৃবুনামক এক সূত্রধরবংশ কার্য্য বা ধর্ম্ম গুণে ঋত্বিক্‌সম্প্রদায়ে প্রবেশ পাইয়া ঋত্বিক্ হইয়াছিল। তাহারা ভরদ্বাজ ঋষির অনেক সহায়তাও করিয়াছিল।"

(See Chips from a german Work-ship, Vol. II. p. 128, 1867).

যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বলিলাম, বোধ হয় তৎপাঠে প্রবীণগণ কখনই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে, বঙ্গদেশের সূত্রধরগণ পতিত জাতি। মিথিলা ও বঙ্গের সূত্রধরে কি কোন প্রভেদ আছে? ইঁহারা পতিত হইলে কি মৈথিল ব্রাহ্মণেরা তত্তদেশীয় সূত্রধরগণের পৌরোহিত্য সম্পাদন করিতেন? উক্ত মৈথিল ব্রাহ্মণগণ কি বিশুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ নহেন? আমরা আদি অন্তে যে সকল প্রমাণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত পরম্পরা উদ্ধৃত করিলাম, তৎপাঠে সত্যভীরু প্রবীণগণ অবশ্যই ভাবিয়া দেখিবেন, বঙ্গীয়সূত্রধরগণের পাতিত্য, তাঁহাদিগের নিদানগতহীনতাপ্রসূত, না বঙ্গদেশীয় সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের অবিচার, উপেক্ষা ও দয়াবৈক্লব-নিবন্ধন।

আমরা ইহাদিগকে বৈশ্য জাতি বলিয়াছি বলিয়া অনেকের মনে ইহা বাধভীর ন্যায় বাধা জন্মাইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা হিন্দুস্থানে উপবীতী, আচরণীয় জাতি, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যাঁহাদিগের যাজক, তাঁহারা কি বৈশ্যেতর অন্য কোন জাতি হইতে পারেন? মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বসময়ে গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিশ তদীয় ভারতবৃত্তান্তে বর্ত্তমান সময়ের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কি ইঁহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া লিখিয়া যান নাই? মেগাস্থিনিশ এদেশের লোকদিগের নিকট হইতেই কি উহা অবগত হইয়াছিলেন না?

What Megasthenes says about India. An interesting side-light has been thrown on Hindu society during the early part of this period by the account of Megasthenese, the famous ambassador or Selucus at the Chsndra Gupta. He resided here for about five years and studied the Indian social system with great care and attention. He found the people divided into seven classes, *viz* :—

(1 "The philosophers, (2) the councillors, (3) the soldiers (4) the overseers, (5) the husbandman, (6) the artisans, and (7) the neatherds, shepherds and hunters The philosophers refer no doubt, to the Brahman priests and sages and the Buddhist Sramanas. The councillors point to the Brahmans and Kshatriyas that served as ministers or great officers of the realm. The soldiers were of course Kshatriyas and so were probably the overseers. The husbandmen and the artisans represent Vaisyas and the mixed castes The neatherds, shepherds and hunters were either Sudras or aboriginal Hill Tirbes."

(See. A. C. Mookerji's Short History of Indian People, Hindu period, page 34).

কেবল মেগাস্থিনিশ নহেন, একালের তত্ত্বান্বেষী মহামতী লেথব্রীজও বলিতেছেন—

Gradually the Aryan Hindus became more civilised and even lnxurious. as they acquired greater riches by their conquest. In the latter part of the heroic age, When the Aryan had conquered all Northern India or Aryavarta, as far as Bengal, and had made slaves of all those Aborigines, who had not been killed or driven away, there appears to have been a great deal of wealth and luxury in the places of Maharajas ; the nobles were rich and powerful ; the merchants and the industrial classes had beeome wealthy and under the name of Vaisyas formed one of the three higher or twice-born castes.

(See Sir Roper Lethbridge's History of India, Chap. II. page 17).

এখন সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন আমাদিগের কথা কতদূর দৃঢ়মূল। ফলতঃ মহামতি মনুর এই বচনও সপ্রমাণ করে যে অনুলোমজ ও বিলোমজজাতির উৎপত্তির পূর্ব্বে বৈশ্যগণই সূত্রধরের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

যে দ্বিজানা মপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈ র্বর্ত্তয়েয়ু র্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥ ৪৬-১০ অ

অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই দ্বিজত্রিতয়ের অপসদ পুত্র (মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র ও করণ) ও যাহারা বর্ণসঙ্কর (সূত, মাগধ, বৈদেহক, আয়োগব, ক্ষত্তা ও চণ্ডাল) তাহারা উক্ত দ্বিজাতিত্রয়ের নিকৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ইহার পরই মনু বলিলেন।

তক্ষ্টি স্ত্বায়োগবস্য চ। ৪৮।১০ অ

প্রতিলোমজ আয়োগবগণ দ্বিজগণের নিন্দিত কর্ম্ম তক্ষ্টি বা কাষ্ঠ-তক্ষণ অর্থাৎ সূত্রধরের কার্য্য করিবে। সুতরাং বুঝা গেল আয়োগব জন্মিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, ইঁহারা কেহ কাষ্ঠতক্ষণ কার্য্য করিতেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধ্যয়নঅধ্যাপনাপর তপশ্চর্য্যারত ব্রাহ্মণ ও কৃপাণপাণি ক্ষত্রিয়গণ নিরবসর ছিলেন, সুতরাং বৈশ্যগণই যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যুগে সূত্রধরের কার্য্য করিতেন ইহা ধ্রুবই? যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে বৈশ্যজাতীয় এই সূত্রধরবংশ যে একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাও ধ্রুবই? আমরা যে হিন্দুস্থানে উপবীতী ও আচরণীয় বাঢ়ই-আখ্যাধারী সূত্রধরগণকে দেখিতে পাইয়া থাকি, তাঁহারাই কি সেই বৈশ্যবংশের অনন্তরবংশ্য নহেন? বঙ্গীয় সূত্রধরগণ বঙ্গদেশের উপনিবেশী, পরন্তু আদিমনিবাসী নহেন, সুতরাং তাঁহারাও যে উক্ত বাঢ়ইগণের শাখাপ্রশাখাবিশেষ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাজ্ঞের রথকার ও মনুর আয়োগব, জাতি সূত্রধর নহেন? সুতরাং একই সূত্রধরশব্দভাক্ বঙ্গীয় সূত্রধরগণকে বাঢ়ই-

গণের শাখান্তর মনে না করা অবিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনেকে এ বিতর্কও করিতে পারেন যে কোথায় বৈদিক যুগের বিশ্বকর্ম্মা ও ত্বষ্টৃপ্রভৃতি দেববর্দ্ধকিবৃন্দ, আর কোথায় এই নবীন যুগের সূত্রধরজাতি। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে সংস্কৃত বর্দ্ধকি শব্দই অপভ্রষ্ট হইয়া বর্ত্তমান বাঢ়ই শব্দের জাত কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে। এবং বৈদিক তক্ষাশব্দও আমাদিগের সূত্রধরপর্য্যাযক ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু ছিল না। অমর বলিতেছেন—

তক্ষা তু বর্দ্ধকি স্ত্বষ্টা রথকারশ্চ কাষ্ঠতট্।

তক্ষা, বর্দ্ধকি, ত্বষ্টা, রথকার ও কাষ্ঠতট্ এই সকল শব্দ একার্থবাচী ও ইহাদিগের অর্থ সূত্রধর। তত্র রঘুনাথচক্রবর্ত্তী—"তক্ষেতি পঞ্চ বর্দ্ধকৌ ছুতার ইতি খ্যাতে। তক্ষোতি তনূ করোতী কাষ্ঠং তক্ষা।। শব্দ রত্নাবলীও বলিয়াছেন।

বর্দ্ধকী বর্দ্ধকি স্ত্বষ্টা কাষ্ঠতট্ কাষ্ঠতক্ষকঃ।
রথকারো রথকরস্তক্ষা সূত্রধরশ্চ সঃ॥

প্রাচীনতম বেদসমূহও এ জাতির কথা অবগত ছিলেন।

শুক্লযজুঃ	কৃষ্ণযজুঃ
নৃত্যায় সূতং গীতায়	নমঃ ক্ষত্তৃভ্যো নমস্তক্ষভ্যঃ
শৈলূষং ধর্ম্মায় সভাচরং	রথকারেভ্যশ্চ বো নমঃ।
নর্ম্মায় রেভং হসায় কারি	নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ
মানন্দায় স্ত্রাষখং মেধায়ৈ	নিষাদেভ্যশ্চ বো নমঃ। ২৫৩ পৃষ্ঠা
	ঋগ্‌বেদ।
রথকারং ধৈর্য্যায় তক্ষাণম্ ১১:৭ পৃষ্ঠা	নানা নঃ বা উনোধিয়ো বিব্রতানি জনানাং।
নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমঃ। ৬৮৪ পৃষ্ঠা।	তক্ষারিষ্টং রুতং ভিষক্ ব্রহ্মা সুম্বন্ত মিচ্ছন্তীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব। ১-১১২সূ-৯ম।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুঃ রথকার ও তক্ষার কথা

অবগত ছিলেন। এই শব্দদ্বয় যে জাতিবাচক তাহা কুলাল (কুম্ভকার) ও কর্ম্মকারাদি শব্দের সাহচর্য্যবশতও অনুমিত হইতেছে। ঋগ্‌বেদও তক্ষা বা সূত্রধরের কথা অনবগত ছিলেন না। সুতরাং এ জাতির প্রাচীনত্বে কাহার সন্দেহ থাকিতে পারে? এবং ইহা দ্বারাও জানা যাইতেছে যে বৈদিক যুগের বিশ্বকর্ম্মার যে অনন্তর বংশ্যেরাই বৈদিক যুগের বৈশ্যজাতিতে অবকাশ গ্রহণ করিয়া সূত্রধরের কার্য্য করিতে ছিলেন, কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুঃ তাঁহাদিগকেই তক্ষা ও রথকার শব্দে সূচিত করিয়া গিয়াছেন। কেবল ইঁহারাই যে আপনাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার অনন্তর পুরুষ বলিয়া মনে করেন তাহা নহে বাঢ়ইগণও তাহাই বলিয়া থাকেন—

Barhi the Carpenter class of Behar claiming descent from the celestial architect and artificer Biswakarma

(Tribes and Castes of Bengal, by H. H Risley, Vol. II. pase 67.)

আমরা এই জাতিকে কেন বৈশ্য বলিয়াছি, এখন বোধ হয় তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ প্রমাণ ও বুদ্ধিকে পদবিদলিত না করিলে কেহই আমাদিগের সিদ্ধান্তে দোষারোপ করিতে পারিবেন না। এবং ইঁহাদিগের পাতিত্য যে অবিচারমূলক, বোধ হয় তাহাও সকলে আনতবদনেই স্বীকার করিবেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্যসৃষ্টির পূর্ব্বে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মপ্রভৃতি সূত্রধরের কার্য্য করিতেন। চাতুর্ব্বর্ণ্যপ্রতিষ্ঠাপিত হইলে বৈশ্যগণের হস্তে কাষ্ঠ-তক্ষণের কার্য্য সমর্পিত হয়, সুতরাং এই কাষ্ঠতক্ষণ কার্য্য যে শ্রেষ্ঠ ও অপাতিত্যকর বৃত্তি তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে? ইহারা বিশ্বকর্ম্মার সন্তান বা বৈশ্যজাতি হইলে ইহাদিগের পাতিত্য ঘটিতে পারে না। ইহারা রথকার, আয়োগব বা প্রতিমাগঠকের পুত্র সূত্রধর হইলেও ইঁহাদিগের পাতিত্য শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং ইঁহা-দিগকে অবিচারে পতিত রাখা হইয়াছে কিনা, তাহা নেতা ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতির ন্যায় সূত্রধরগণও

বঙ্গে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় হিন্দুস্থানের সূত্রধরগণ আচরণীয়, অথচ বঙ্গীয় সূত্রধরগণই পতিত থাকিবেন কেন, তাহা ভাবিয়া দেখা সমাজ-পতি ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য বটে। আমরা এখানে একটী কথা বলিতে চাহি। ডাক্তার ওয়াইজ মহোদয়ের বাক্যানুসারে মিঃ রিজলি সাহেব পূর্ব্ববঙ্গের সূত্রধরগণকে অতি হীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রিজলি মহোদয়ের জানা উচিত ছিল যে মিঃ ওয়াইজ নৌকা-নির্ম্মাণকারী যে জাতিকে সূত্রধর বলিয়া বিবৃত করিয়া ছিলেন, উহারা বাস্তবিক জাতি সূত্রধর নহে। উহারা জাতিতে চণ্ডাল বা নমঃশূদ্র। সমুদায় ঢাকা অঞ্চলে নমঃশূদ্রগণ সূত্রধরের কার্য্য করিয়া থাকে এবং ময়মনসিংহের করণগণও কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তিক। সুতরাং কোন বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব না লইয়া ওয়াইজ মহোদয়ের কথায় জাতি সূত্রধরগণকে হীন বলা ঠিক হয় নাই। এবং সূত্রধরগণ যে কর্ণের অনন্তরবংশ্য ও জাতিতে সূত, ইহাও প্রকৃত নহে। যাহা হউক আমরা নিম্নে রিজলি মহোদয়ের কথাগুলি বিন্যস্ত করিলাম।

"Sutradhor (Chhutor), carpenter caste of Bengal. Name thread holder from the Sanskrita Sutra, the thread, with which the course of the saw is marked. Sutradhor claims descent from Biswakarma or according to others from Karna son of Kunti by the Sun God before her marriage to Pandu. Karna as is stated in Mahabharat was found by Adhirath the Charioteer of Dhritorastra. The Sutradhors seem to have adroitly taken advantage of the resemblance between the two words Suta a Charioteer and Chhutor or Sutar a carpenter to equip themselves with a mythological pedigree or undoubted respectibility. Their ingenuity however, has availed them little. That shrewd

observer Dr. Wise describes them as a very low caste recruited from one of the aboriginal races of Eastern Bengal and largely employed in boat building. He also quotes the story that in the time of Ballal Sen the Sutradhors lodged a complaint against the Brahmans for not performing religious ceremonies for them until all other castes had been served, whereupon the King, to prevent all these controversy, enrolled them, among the niche or Iow castes and gave them a special Brahman of their own. Another legend says they were degraded for delay in supplying the wood required by the Brahmans for certain sacrifices.

(Tribes and Castes of Bengal, by H. H. Risley, Vol. II, page 287.)

The Chhutors claim and are admitted to have precedence of the other two divisions. They are all included in one Gotra the Almyan and invariably belong to Baisnab creed.

(Do page 288.)

Barhi the carpenter caste of Behar claiming descent from the celestial architect and artificer Biswa-Karma.

The word Barhi seems to be a corruption of the Sanskrita Badhik from Bardh to bore and the caste may probably be regarded as a functional group composed of members of several intermediate castes who have been drawn together by the attraction of a common occupation.

The religion of the Barhis is simply the average Hinduism of the middle classes of Behar and calls for no special mark The caste employ Tirhustia Brahmans for the worship of the greater gods and these Brahmans are not held to incur any social degradation by performing these functions.

(Do, Vol. I. page 66.)

The Barhis have a somewhat higher status than the Sutors. Good Brahmans will take drinking water from their hands and those who officiate as their priests, are not degraded altogether.

(Hindu Caste and Sects, by Jogendranath Bhatta-Charya, M. A. D. L, Chap. VI I. p. 246.)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বৈদিক যুগে জাতি ছিল না। আমাদিগের উক্তির সমর্থন জন্য নিম্নে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইতিহাস হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

Social Life of the Early Hindus.

In the time of the Rigveda the caste system was not well organised, if, indeed, it existed at all. The same man might be a priest, warrior and husbandman The women of the upper classes were educated and held in great respect., They sometimes even performed sacrifices and composed hymns The people led very simple lives. Agriculture formed their principal occupation, and cattle constituted their chief wealth. Several of the industrial and fine arts were also cultivated Mention is made in the Rigveda of artisans, goldsmith, blacksmith, weavers, carpenters and barbers.

কেবল অধর বাবু নহেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তজ মহাশয় ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন যে বৈদিক যুগে জাতি বর্ণ ছিল না। আমারাও বেদ হইতে প্রমাণের অবতারণা করিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছি এবং উক্ত ঐতিহাসিকগণ ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে কামার, শাঁখারি ও সূত্রধরপ্রভৃতি জাতি বৈশ্যশ্রেণী হইতে সমাহৃত। মহামতি রিজলি সাহেব অতি বিচক্ষণতার সহিতই তাহার বঙ্গীয় জাতিতত্ত্ব গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বহুস্থলে অন্যের কথা গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। মিঃ ওয়াইজ না জানিয়া ও না বুঝিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই নির্ব্বিচার চিত্তে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হয় নাই। রিজলি মহোদয় যে লিখিয়াছেন সূত্রধরগণের গোত্র একমাত্র আলম্যান এবং তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব জাতি; ইহাও অপ্রকৃত সংবাদ। অন্যান্য জাতির ন্যায় ইঁহারাও শাক্ত এবং শৈব ও বৈষ্ণবাদি ভেদে নানা দেব-দেবীর উপাসক এবং ইঁহাদিগের মধ্যেও গোত্রসংখ্যা অন্যান্য জাতিবৎ অলঘীয়সী। রিজলি মহোদয় আরও কতকগুলি অমূলক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা বাহুল্যবোধে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

এ গেল বৈদেশিকের কথা, এখন আমরা আমাদিগের দেশবাসীদিগের কথাও কিছু বলিব। এদেশের লোকের বিশ্বাস যে অনুস্বার বিসর্গযুক্ত পদকদম্বক মিলিত হইয়া চারিচরণের গঠন করিলেই তাহা শ্লোক ও শাস্ত্রবচনে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি যে প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এখন আর নাই, যাহা আছে তাহা কোন অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির লেখনীলীলাবিশেষ, সুতরাং এহেন অনার্য্য গ্রন্থ শাস্ত্র বলিয়া অগ্রহণীয় ও ইহার প্রমাণ বলে কাহার কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইতে পারে না। আরও এক কথা অনভিজ্ঞ লোকেরা এই ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের দায় দিয়া বটতলা হইতে নানা মূর্ত্তির জাতিসঙ্করের পুঁথি বাহির করিয়াছেন ও করিতেছেন। অনেক লোকে উহাও

বেদবৎ প্রবাণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমাদিগের বিনীত নিবেদন সকলে বিষ্ণুপুরাণের এই বচনটী পাঠ করিয়া আর ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদি পুরাণের বচনে আস্থা প্রদর্শন করিবেন না।

"সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্য যদ্ বচনং দ্বিজ"।

অর্থাৎ কলিতে কবিতাতে যার যে বচন হউক না কেন, বচন হইলেই উহা শাস্ত্র হইয়া গেল।

আমরা এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া উপসংহারচ্ছলে সংক্ষেপে আরও কিছু বলিব।

কি বঙ্গীয় সূত্রধরগণ, কি হিন্দুস্থানের বাঢ়ইগণ সকলেই একবাক্যে আপনাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শিল্পজীবী লোক কামার কুমার প্রভৃতি আরও বহু জাতি আছেন তাঁহারা এইরূপ দাবি করেন না, সুতরাং ইহাদিগের এ দাবির মূলে যে কোন সত্য একেবারেই নিহিত নাই, কেহ যেন সহসা এরূপ মনে না করেন। কে কাহার সন্তান ও কে কাহার বংশপ্রভব, তাহা সেই জাতীয় লোকেরাই সবিশেষ অবগত আছেন। বিশ্বকর্ম্মা ও তৎপুত্র ত্বষ্টা দেববর্দ্ধকী বা দেবশিল্পী দেবসূত্রধর ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বংশ যে ধারাবাহিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে ইহা অস্বাভাবিক নহে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যের যুগে কামার, কুমার ও সূত্রধর প্রভৃতি জাতি ছিল না। এই যুগেও যে বৈশ্য-ভূত বিশ্বকর্ম্মার সন্তানগণ সূত্রধরের কার্য্য করিতে ছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যদি কেহ আপত্তি করেন যে রথকার, আয়োগব ও পরাশর পদ্ধতির প্রতিমাগঠক সন্তানগণও এই বিশ্বকর্ম্মার বংশধরগণের সহিত মিলিত হইয়া জাতি সূত্রধরের গঠন করিয়াছে, তাহাতে আমাদিগের কথা এই যে যাঁহারা জাতি সূত্রধর তাঁহারা সর্ব্বত্রই সূত্রধর নামে বিরাজ করিতেছেন, অন্যেরা অর্থাৎ নমঃশূদ্র ও করণীপ্রভৃতি জাতিরা কাষ্ঠতক্ষণের কার্য্য করিলেও তাহারা অদ্যাপি পৃথক জাতিই হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সূত্রধর বলিয়া ডাকিলেও তাঁহারা জাতি সূত্রধর নহেন। যেমন এ দেশের মুসলমানগণ সূত্রধরের কার্য্য করিলেও তাহারা জাতি সূত্রধর নহেন কিংবা হইতেও পারেন না।

কি পূজনীয় যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়, কি মহামতি রিজলি সাহেব মহোদয়, প্রত্যেকেই সূত্রধর শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে ইঁহারা সূত্রদ্বারা করাতের রেখা ও কাষ্ঠের সরলতা সম্পাদন করেন বলিয়া সূত্রধর নামের বিষয়ীভূত, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে "সূত্রবিদ্যা" একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। ইঁহারা সূত্রদ্বারা যজ্ঞবেদীর দৈর্ঘ্য, প্রাশস্ত্য বেধ ও প্রাসাদলক্ষণ বা অট্টালিকার রৈখিক মানচিত্রের নির্ণয় ও নিরূপণ করিতেন, তাই ইঁহাদিগের নাম সূত্রধর বা সূত্রধার।

ইঁহাদিগের পাতিত্যের কারণও আমরা অদ্যাপি অন্বেষণ করিয়া পাইতেছি না। বাঢ়ইগণ উপবীতী ও আচরণীয়, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের পুরোহিত, পক্ষান্তরে বঙ্গীয় সূত্রধরগণের সামাজিক অধিকার ইহার সম্পূর্ণই বিপরীত. ইহার কারণ কি? হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতি যেমন বঙ্গাগত হইয়া বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুস্থানের বাঢ়ইগণও কি বঙ্গাগত হইয়া সূত্রধরগণের দেহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই? তবে কি ইহা বাঙ্গালার মাটীর দোষ? তাহা হইলে বঙ্গাগত অন্যান্য জাতিই বা আচরণীয় থাকিলেন কেন? আর বঙ্গাগত বাঢ়ইগণই বা পাতিত্য ভজনা করিলেন কি কারণে? আমরা মনে করি সমাজপতি ব্রাহ্মণের উপেক্ষা ও তাচ্ছীল্যই ইহার একমাত্র কারণ। রাজা বল্লালসেনের নিকট হইতে ইঁহারা যে পতিত ব্রাহ্মণ চাহিয়া লইয়া ছিলেন, এ কথার কোন ঐতিহ্য মূলই নাই। এদেশে বহুজাতি অতি হীনবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা আচরণীয়, অথচ পবিত্রকাষ্ঠতক্ষণবৃত্তিক সূত্রধরগণ পাতিত্যভাক্ ও বহুধা লাঞ্ছিত, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ ও অবিচারের বিষয় আর কি হইতে পারে? এ জাতির মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা, প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তারও বহুল সঞ্চার রহিয়াছে, অথচ জানি না ভগবানের কোন্ কোপে পড়িয়া ইঁহারা পাতিত্য ভজনা করিতেছেন। অলমতি বিস্তরেণ।

পরিশিষ্ট।

সূত্রধরগণের জীবিকা।

ইঁহাদের জাতীয় বৃত্তি কাষ্ঠতক্ষণ ও কাষ্ঠময়রথপ্রভৃতিগঠন। পল্লীগ্রামবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা মৃন্ময়প্রতিমাগঠন ও চিত্রণ, পাষাণ ও কাষ্ঠময় দেবদেবীর নির্ম্মাণ, দেবদেবীর অঙ্গসংস্কার ও কৃষি কর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং অদাসজীবন এই সূত্রধরগণের বৃত্তি যে বহু সৎশূদ্র হইতেও উচ্চতর, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। এমন কি ব্রাহ্মণেতর বহু জাতির যে সকল বিষয়ে কোন অধিকার নাই, সে বিষয়েও ইঁহারা পূর্ণাধিকারবান্। তবে মুসলমান ও ইংরাজরাজের রাজ্যাধিকারকালে ইঁহারাও ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য উচ্চ জাতির ন্যায় স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক ওকালতী, বারিষ্টারী, কেরাণীগিরি ও অন্যান্য নানা ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

উচ্চপদ ও শিক্ষা।

এই জাতির মধ্যে যাঁহারা সরকারী বা বেসরকারী কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগের নামাবলী সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। যিনি সর্ব্বাদৌ স্বজাতীয় বৃত্তিপরিত্যাগপূর্ব্বক রাজসরকারে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নিতিচাঁদ দাস। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও ব্রাহ্মণভক্ত লোক ছিলেন। কোন ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করিয়া ইনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার নিবাস চাঁপাতলা। চাঁপাতলা বাজারের পশ্চিমদিকে। নিতিবাবুর লেননামে যে একটি গলি আছে, উহা উক্ত নিতিচাঁদদাসেরই নামে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার দুই পুত্র রামনিধি ও রামরতন। রামনিধি ট্রেজারির একাউন্টেণ্ট ছিলেন। তিনি আপন আয়ের অধিকাংশই দীনদরিদ্রগণকে দান করিতেন। তিনি "তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গ" নামক একখানি গ্রন্থের প্রণয়ন কর্ত্তা। রামরতনও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সংসারের

কোন কার্য্যেই লিপ্ত থাকিতেন না। ইহারা উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। চাঁপাতলানিবাসী ৺জয়নারায়ণচন্দ্র ইঁহাদের ভাগিনেয়। জয়নারায়ণ বাবুর নামেও একটী গলি পরিচিত

৺ধর্ম্মদাসচন্দ্র। ইনি তদানীন্তন ছোট লাট সার ফ্রেডারিক হেলিডে, সার জন পিটার গ্রাণ্ট, ও সার সিসিল বিডন বাহাদুরগণের দেওয়ান ছিলেন। ১২নং কলেজ স্কোয়ার গৃহ ইঁহার আবাসস্থান। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ উকিল, কনিষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ আবকারীর একজন প্রধান কর্ম্মচারী। ব্রজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

৺রাধামাধব দে—ইনি হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তৎকালে সূত্রধর জাতিতে ইঁহার মতন উচ্চ শিক্ষিত লোক আর কেহই ছিলেন না। ইঁহার চারি পুত্র, প্রথম ৺হীরালাল ইনি P. W. D. Accountant. দ্বিতীয় ৺মতিলাল ইনি Executive Engineer, তৃতীয় কেদারনাথ—ইনি P. W. D. Accountant চতুর্থ বীরচাঁদ, ইনি একজন M. B. ডাক্তার। মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথলাল Birk Myre Brothers সওদাগর আপিশের মুচ্ছুদ্দি। মধ্যম মাণিকলাল L. M. S. ডাক্তার, তিনি রেঙ্গুনে প্রাক্টিশ করিতেছেন। অন্যান্য পুত্রগণও সুশিক্ষিত এবং তাঁহারা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

৺রামচন্দ্রশীল। ইনি হাইকোর্টের Legal remembranecrএর সেরেস্তাদার ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র। প্রথম দেবেন্দ্রনাথ শীল। দ্বিতীয় যোগেন্দ্রনাথ শীল (উকিল) এবং তৃতীয় সুরেন্দ্রনাথ শীল। যোগেন্দ্রনাথ শীলের পুত্র সৌরেন্দ্রনাথ শীল (উকিল)।

৺জয়নারায়ণচন্দ্র ইনি উকিল সা, সাহেবের মুচ্ছুদ্দি। ইনি অত্যন্ত অমায়িক ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। ইহার তিন পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র প্যারীমোহন ও ক্ষেত্রমোহন। উভয়েই এইক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত আছে।

৺সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র, ইনি উপরিউক্ত জয়নারায়ণচন্দ্রের সমসাময়িক লোক। নং৫২ প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীটে ইহার বাসস্থান। ইনি সওদাগর—Wallis Earlএর Book keeper ছিলেন। ইনি যে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন উক্ত বাটীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রীরাধা-কান্ত দেবের শ্রীবিগ্রহ হইত উপলব্ধ হয়। ইহার নামে প্রতিষ্ঠিত একটি গলি এখনও চাঁপাতলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুই পুত্র ৺গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র ও ৺ রাজনারায়ণ চন্দ্র। ৺গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম রাধানাথ, ইনি যৌবনেই উপরত হয়েন। কন্যার সহিত হুগলি জেলার অন্তর্গত বিল্বৎপুরের ৺গোরাচাঁদ দত্তের পুত্র ৺কৈলাস চন্দ্র দত্তের বিবাহ হয়। তাহার পুত্র শ্রীযুত গোকুল চ দত্ত উক্ত বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক দেবসেবায় নিরত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। ৺রাজনারায়ণ চন্দ্রের পুত্র ৺রাধা-বল্লভ চন্দ্র, তাহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীশরচ্চন্দ্র চন্দ্র ও কনিষ্ঠের নাম শ্রীশশিশেখর চন্দ্র। এক্ষণে দুই ভ্রাতা উক্ত বাটীতে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত দেবের সেবায় নিরত রহিয়াছেন এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন।

অনাচরণীয়তা।

পল্লীগ্রামাঞ্চলে এই জাতীয় কতকগুলি লোক মৃন্ময় প্রতিমাগঠন ও অঙ্কন, কতকগুলি লোক পাষাণময় ও কাষ্ঠময় দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠন ও অঙ্গসংস্কার এবং কৃষিকার্য্যাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহা হইতেই ইহাদের বৃত্তি যে কতদূর উচ্চতর ও নির্দ্দোষ তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ব্রাহ্মণেতর অপর কোন জাতির যে অধিকার নাই, ইঁহাদের তাহাতে অধিকার, সুতরাং ইঁহারা কি করিয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে না পারেন।

কলিকাতার অনেক ব্রাহ্মণাদির বাটিতে কাহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বাটীর প্রায় সমুদায় কার্য্যই করিয়া থাকে। বেহারার কাজ, জলতোলা, জলখাবার আনা, বাজার করা প্রভৃতি।

পশ্চিমাঞ্চলে ইহারা পাল্কীবেহারার কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতেই ইহারা যে কত উচ্চ জাতি; তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহারা আচরণীয় জাতি, আর দেব-দেবীর মূর্ত্তিগঠনকারী ও শ্রীঅঙ্গসংস্করকারী সূত্রধরেরা অনাচরণীয়। ইহা হইতে আর বিচিত্র ব্যাপার ও অবিচার কি আছে। সমাজনেতৃগণ ইহার কি সম্যক্‌বিচার করিবেন?

পূর্ব্বে আমরা দেবপ্রতিমাগঠনাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হন যে সত্য যুগহইতেই উহারা ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ সত্যযুগে বা ত্রেতাযুগেও প্রতিমাপূজা প্রচারিত হইয়া ছিল না। দ্বাপর যুগের শেষ সময়েই উহা প্রচলিত হয়।

ধর্ম্ম।

ইহাদের সকলেই প্রায় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। তবে শ্রীমান্ মহাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম হইলেও ইহারা হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সমস্ত দেবদেবীর পূজা ও আরাধনা করিয়া থাকেন। অতি পুরাকালহইতে ইহারা যে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী তাহা স্কন্দপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে যে কোন এক বৃদ্ধ বর্দ্ধকি শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যভাবে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক ধর্ম্মপরায়ণ, ও শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনপ্রিয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নে কেবল মাত্র অল্পসংখ্যক লোকের নামোল্লেখ করিলাম। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সকলের নামোল্লেখ এক রকম অসম্ভব, সুধীগণ তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

রাজীব ও রামজয় নামে দুই ভ্রাতা কীর্ত্তনীয়া উপাধিতে পরিচিত। রাজীবের ভক্তিমিশ্রিত পদাবলিতে সকলেই বিমোহিত হইতেন। এক সময়ে তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বোড়োর শ্রীশ্রী৺বলরামজীউর সন্নিধানে সংকীর্ত্তনের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া এরূপ ভক্তিভাবে "আয় ভাই কানাই" বলিয়া গোষ্ঠলীলা গান করিয়াছিলেন যে, তত্রস্থ প্রভু-

পাদেরা তাঁহাকে প্রেমবিহ্বলচিত্তে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে রাজীবের প্রেমপারাবার আরও অধিক প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি এই সময় হইতে আহার বিহার বিষয়ে আর বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। সদাসর্ব্বদা নামামৃতপানে উন্মত্ত প্রায় থাকিতেন। রাজীবের ভক্তিসম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য তাহা আর লিপিবদ্ধ হইল না।

৺বদনচন্দ্র (মাষ্টার উপাধি) তিনি government officeএ চাকরী করিতেন। ইঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। অনেকে ইঁহার হস্তাক্ষরলিপি দেখিয়া স্ব স্ব হস্তাক্ষর প্রস্তুত করিতেন, তিনি অতি হরিনামসংকীর্ত্তনপ্রিয় ছিলেন। চাঁপাতলার হরিনামসংকীর্ত্তন দলের সৃষ্টি ইঁহার দ্বারাই হয়। ইনি পদকল্পলতিকানামে একখানি পদাবলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট হইতে হরিনাম সংকর্ত্তন শিক্ষা করিয়া ৺শ্যামাচরণ দাস তাঁহার পরলোক গমনের পর অধিক দিনাবধি তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দকে নামামৃত পানে আনন্দিত করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইনি মহাজন পদাবলিতে অত্যন্ত আস্থাবান্ ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র, হরিচরণ দাস ও পরাণকৃষ্ণ দাস। পরাণকৃষ্ণ দাস ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন।

৺জয়নারায়ণচন্দ্র। ইনি অতি ধার্ম্মিক, অতিভক্তিমান্, অতি অমায়িক ও সকলের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি উকিল সাসাহেবর মুচ্ছুদ্দীর কাজ করিতেন। কিন্তু উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত হইলেও তিনি অতীব নিরহঙ্কার ছিলেন। হরিনামসংকীর্ত্তন ইঁহার একমাত্র প্রিয়কার্য্য ছিল। ইঁহার বাটীতে প্রত্যহ নামসংকীর্ত্তন হইত। শুনিতে পাওয়া যায় ইঁহারই আংশিক সাহায্যে কালনার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়। কালনার শ্রীমদ্ভগবান্দাসবাবাজী তাঁহাকে অতিস্নেহচক্ষে দেখিতেন। ইঁহার দুই পুত্র, প্যারীমোহন ও ক্ষেত্র-মোহন, ইঁহারা উভয়ে এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।

৺শ্যামাচরণ দাস, ইনিও government officeএ চাকরী করি-

তেন এবং অতি ধার্ম্মিক ও বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন। নিজ আয়ের অধিকাংশই বৈষ্ণবসেবায় ব্যয়িত করিতেন। সদা সর্ব্বদাই হরিগুণগানে মগ্ন থকিতেন। যখন তিনি প্রাতে স্নানানন্তর পুষ্পচয়ন করিতে যাইতেন তখন তাঁহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত। তাঁহার পুত্র ৺কমলকৃষ্ণ দাস, তৎপুত্র ৺বনমালী দাস (ইনি সদাগর উইলিস আরলের ৺সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের সহকারী বুককিপার ছিলেন, তৎপরে অন্যান্য স্থানেও ঐ কার্য্য করেন) ও তৎপুত্র ৺অদ্বৈত চরণদাস-প্রভৃতি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও ভক্তিমান্ লোক ছিলেন। এই অদ্বৈতচরণ দাস সওদাগর Scallon & co Cashier ও Book keeper ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺অক্ষয়কুমার দাস অপুত্রক। বনমালীদাসের কনিষ্ঠ পুত্র ৺নিমাই চরণ দাসের দুই পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র ও কোটীচন্দ্র দাস এক্ষণে শ্রীগোপালমল্লিকলেনে বাস করিতেছেন।

৺পরাণচন্দ্র দাস। ইনি উপর্য্যুক্ত বনমালী দাসের সমসাময়িক ও তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ। উভয়েই একসঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ও নাম-সংকীর্ত্তন করিাতন। ইনি সুকবি ও সুগায়ক গৌরমোহন দাসের পুত্র। ইনি Ramphray Rogers উকিলের বাটী চাকরী করিতেন। ইঁহারই উপযুক্ত পুত্র ৺ঈশানচন্দ্র দাস। ইনি Ralli Bros আপিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ যে মানুষের একটী প্রধান ধর্ম্ম, তাহা তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। ইনি সুরজ্ঞ, সুগায়ক, পদাবলিরচনায় অত্যন্ত সুদক্ষ ও একটি সংকীর্ত্তন দলের নেতা ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অটল বিহারী দাস। ইঁহারা উভয়েই এক্ষণে Ralli Bros. আপিসে চাকুরী করিতেছেন। নারায়ণচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ দাস B. A. L. M. S. ডাক্তার।

৺শম্ভুচরণ দে। ইনিও আর একটি ভক্ত। পদরচনায় ইনিও সমর্থ ছিলেন। তিনি ঈশানচন্দ্র দাসের পরলোক গমনের পরে অধিক দিন একটি সংকীর্ত্তনদলের নেতৃত্ব করেন।

ইহা ব্যতীত চারিদিকে আরও যে কত শত ভক্তের অভ্যুত্থান ও

তিরোভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের সংখ্যা করিতে আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী অসমর্থ। এইজন্য নিম্নে কেবল মাত্র পল্লিগ্রামস্থ আরও দুই পরিবারের নামোল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের উপসংহার করিব।

নদীয়াজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী) ৺শিবচন্দ্ররায় ও তৎপুত্র ৺জয়গোপাল রায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-পীঠ (নবদ্বীপ) সমীপে অবস্থান লাভ করাতে আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিতেন। পিতাপুত্র উভয়েই অত্যন্ত ভক্তিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; "শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি" এই মহাবাক্যের গৌরব তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যে পরিলক্ষিত হইত। দেবদ্বিজের প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন। কুটুম্বসেবাতেও ইঁহারা যথাশক্তি নিয়ত ছিলেন। ৺শিবচন্দ্র রায় নীল কুঠীর দেয়ান (Dewan) ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺জয়গোপাল রায় ওভারসিয়ারের (Overseer) কার্য্য করিতেন। এবং তৎপুত্র মতিলাল রায় ওরফে যোগে নাথ রায় Government Treasury Accountant ছিলেন। ইনি একজন ব্রহ্মজ্ঞ ও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। ইঁহার অমায়িকতা গুণে সকলেই বশীভূত। ইনি পঠদ্দশাতেই পদ্যরচনায় সুদক্ষ ছিলেন এই জন্য স্কুলে বয় (Boy) কবি বলিয়া অভিহিত হইতেন। চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে "কুসুম মালিকা" নাম্নী যে পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে প্রীত হইয়া তত্রস্থ স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীমান্ সতীশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর আত্যন্তিক স্নেহবশতঃ ব্যয় ভার বহন করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি বেদান্তভাসপ্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন এবং Government Pension ভোগী হইয়া পাইক পাড়ায় বাস করিতেছেন। ইঁহার রচিত বেদান্তাভাস "আনন্দ-বাজার পত্রিকা", "পন্থা" ও "পতাকার" গ্রাহকগণ নিকটে বিশেষ রূপে পরিচিত। ইনি উহাতে সাধনলব্ধ বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বরদেবের শ্রীমন্দিরের

দুই মাইল উত্তরে চৌগাড়াগ্রামে ভক্তপ্রবর ৺চকুরামরায়ের পুত্র ৺দয়ালরামের দুই পুত্র ৺নারায়ণচন্দ্র ও ৺রামলোচনের বাস। ইঁহারা বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও ভক্তিমান্ ছিলেন। ইঁহাদের ধর্ম্মালোচনাসম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদয় সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য হইবে কি না ভাবিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম না। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যচরণের একান্ত ভক্ত ও শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-গানের নেতা ছিলেন। ইঁহাদের নিজ বাটীতে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলগান হইত। রামলোচনরামের তৃতীয় পুত্র ৺ বিশ্বনাথ। ইনিও ইঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ-তাতের ন্যায় বাল্যাবস্থাহইতেই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন। বাল্যাবস্থাতেই উপদিষ্ট না হইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া জলপুষ্প দিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতেন। যেন পূর্ব্বসংস্কারবলে তাঁহার স্মৃতিপথে সেই সকল ধর্ম্মভাব উদিত হইয়াছিল। তাঁহার রসনা হরিনামামৃতপানে এত অভ্যস্ত ছিল যে, গভীর নিদ্রার সময় ব্যতীত সকল সময়েই হরিনাম উচ্চারণ করিতেন। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই মহাবাক্যে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার পুত্র এই অধম গ্রন্থকার শ্রীবিহারিলাল রায়।

সমাজ।

এতদঞ্চলের সূত্রধরসমাজ সপ্তগ্রাম * ও ৭২ ণ পরগণায় বিভক্ত। এই ৭২ পরগণা হুগলি, বর্দ্ধমান ও নদীয়া জিলার অন্তর্গত। সুবিখ্যাত সপ্তগ্রামের বিষয় অনেকে অবগত আছেন। কিন্তু এই ৭২ পরগণার প্রত্যেক পরগণার নাম কি,

* সপ্তগ্রামের নামোৎপত্তিবিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় এক সময়ে সরস্বতী আর্য্যজাতির পরমারাধ্যা তটিনী ছিলেন। সরস্বতী পশ্চিম হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মসর দিয়া কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে প্রস্থিত হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হন। কান্যকুব্জাধিপতি প্রিয়ব্রতের সপ্ত পুত্র (১ম অগ্নীধ্র, ২য় রমণক, ৩য় ভপিষ্ঠ; ৪র্থ স্বরবান, ৫ম বরাট, ৬ষ্ঠ সবন; ৭ম দ্যুতিমন্ত)

কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহাদের কাহার পরিসর কতদূর, কোন্ জেলার ও কোন্ মহকুমায় স্থিত, তাহা আমরা এ স্থলে স্থির নির্ণয় করিতে অসমর্থ। কারণ কালবশে অনেক স্থানের নামের পরিবর্ত্তন ও অনেক স্থান বিলুপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে আর পরগণার নিমন্ত্রণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেকেই উহার উপর বীতশ্রদ্ধ। এরূপ অবস্থায় আমরা কিরূপে উহার উদ্ধারসাধন করিব। ১১৫৮ শালে হুগলী জেলার অন্তর্গত বড়াগ্রামের ৺রামচরণচন্দ্রের বাটীতে যে পরগণার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাহা প্রায় দেড় শত বৎসর হইল। উহাহইতে আমরা কেবল মাত্র বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অন্তর্গত ৪৬ পরগণার নাম প্রাপ্ত হই। তাহারও অধিকাংশই সম্ভবতঃ বিলুপ্ত, অবশিষ্ট ২৬ পরগণার বিষয় আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। বোধ হয় উহারা নদীয়া জেলার অন্তর্গত। অনেকে উপর্য্যুক্ত ৪৬ পরগণাকেই ৭২ পরগণার পূর্ণ তালিকা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা উহা বলিতে অসমর্থ। কারণ তাহা হইলে ৭২ পরগণার অভিধান না হইয়া ৪৬ পরগণা হইত। যদিও এক্ষণে ইহার বিশেষ আলোচনার আবশ্যকতা নাই, তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে বড়াগ্রামের কুটুম্বিতার তালিকা প্রদান করিলাম, উহা হইতে ৭২ পরগণার সমন্ধে যাঁহারা কিছু জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাহা

সরস্বতী-তীরে বাসুদেবপুর, বাঁশবেঁড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খচোরা ও বলদঘাটী, এই সাতটী গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া উহাদের সমষ্টির নাম সপ্তগ্রাম হয়। সপ্তগ্রাম এক সময়ে প্রধান বাণিজ্য স্থান ও বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল ছিল।

শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "জীবনীসংগ্রহ" দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ২১৯। সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘাষ্টেশন হইতে অতি অল্প দূরে। ত্রিশবিঘা ষ্টেসনটি কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল। পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়ে, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর এই সাতটি গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণগোস্বামি কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট খণ্ড।

জানিতে পারিবেন ও তৎকালীন কুটুম্বিতার বিষয়ও অবধারিত করিতে সমর্থ হইবেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত বড়াগ্রামে ৺রামচরণচন্দ্রের বাটীতে ১১৫৮ শালে যে পরগণাবিদায় হইয়াছিল, তাহার তালিকা।

	পরগণার নাম	সারিকা সরাগতের সংখ্যা	বিদায়
১ নং	বর্দ্ধমান	৬	১২৲
২ নং	বাগা	২	৩৲
৩ নং	খড়ে পার বর্দ্ধমানদিগর	১	২৲
৪ নং	সেলামাবাজ দশলকি	২	৪৲
৫ নং	হাউলি	৮	১০৲
৬ নং	হাউম্বরী	৫	৪৲
৭ নং	খণ্ডঘোষ নিসঙ্গ	৪	৪৲
৮ নং	খানপুর।	২	২৲
৯ নং	সাহাবাজার	২	২৲
১০ নং	হাটকড়া নিসঙ্গ	২	২৲
১১ নং	ঝায়ঝড়	১	১৲
১২ নং	পেরুজ সিংহ	১	৷৷০
১৩ নং	বমুরুক	১	৷০
১৪ নং	আজমত সাই	১	১৲
১৫ নং	বন্দিপুর	২	১৲
১৬ নং	হরিপাল	১	২৲
১৭ নং	গোপভূম	১	৷০
১৮ নং	তলাট	১	৷০
১৯ নং	বসন্দরি	১	১৲
২০ নং	আলাটি	১	২৲
২১ নং	মলুই	১	২৲
২২ নং	বাজেসেলমাবাজ	১	৷০
২৩ নং	সিঙ্গুর	১	৷০
২৪ নং	সাতভোকা	২	১৲

২৫ নং	আড়ুয়া	১	১৲
২৬ নং	মুথাকর	১	১৲
২৭ নং	মুজগন্থি	১	।০
২৮ নং	সমরবিজয়	১	।০
২৯ নং	বায়ড়া	১	১॥০
৩০ নং	চৌমো	২	২৲
৩১ নং	বালডাঙ্গা	৩	২৲
৩২ নং	বেড়াগড়ি	১	১৲
৩৩ নং	চম্পানগর	১	১৲
৩৪ নং	সুকচর	১	।০
৩৫ নং	মুঞ্জবরিষ	১	॥০
৩৬ নং	ইন্দ্রাণী	১	।০
৩৭ নং	কর্ব্বরসাই	১	।০
৩৮ নং	ডুম্বরা	১	॥০
৩৯ নং	ধাঞা	১	।০
৪০ নং	হায়াতপুর	১	১৲
৪১ নং	রাইপুর	২	॥০
৪২ নং	ঝিন্নুর	১	।০
৪৩ নং	সাতকর	১	॥০
৪৪ নং	ছুটীপুর	২	১৲
৪৫ নং	দশলকি	১	॥০
৪৬ নং	রেনিটী	২	২৲

এই তালিকার স্থানগুলি বর্দ্ধমান ও হুগলীর অন্তর্গত।

সূত্রধরজাতির আদমস্নুমারী।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেন্‌সাস্ রিপোর্টে (Census of India, 1901) প্রকাশিত হয় যে, বঙ্গীয় সূত্রধরজাতির সংখ্যা—পুরুষ—৪০৮৫৯, স্ত্রীলোক ৪২৫৩২, সর্ব্বসমেত, ৮৭৩৯১।

সূত্রধরজাতির আদমসুমারী।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
বঙ্গদেশ				৮৮২১৫	৮৩৯৮৫	
১। ইংরেজ অধিকার				৮৮০৭১	৮৩৯২১	
বর্দ্ধমান বিভাগ				১৯৫৭৯	১৯০৬১	
বর্দ্ধমান	৫৩২৭	৫০৫৭	১০৩৮৪			
বীরভূম	৩৬১৯	৩৪০৫	৭০২৪			
বাঁকুড়া	৩১৩২	৩৩১০	৬৪৪২			
মেদিনীপুর	৪৫১৯	৪৫৫০	৯০৬৯			
হুগলী	১৯৬৫	১৮৫১	৩৮১৬			
হাবড়া	১০১৭	৮৮৮	১৯০৫			
প্রেসিডেন্সী বিভাগ				১৯০৯০	১৭৯৪৮	
চব্বিশ পরগণা	১৩৮৫	৯৬৭	২৩৫২			
কলিকাতা	৩৪৭৫	২১৮১	৫৬৫৬			
নদীয়া	৪১২৮	৫১৪০	৯২৬৮			
মুর্শিদাবাদ	৪১৯৯	৪০০৯	৮২০৮			
যশোহর	৪৯৫৪	৫০৬৪	১০০১৮			
খুলনা	৯৪৯	৫৮৭	১৫৩৬			
রাজসাহী বিভাগ				১০০৫৫	৯৭৫০	
রাজসাহী	১৮৬২	১৮৭৯	৩৭৩১			
জলপাইগুড়ি	২৪৭	১০	২৫৭			
দার্জ্জিলিং	২৫	২৪	৬৯			
রঙ্গপুর	১১২২	৭৪৮	১৮৬৯			
বগুড়া	৭০৩	৫৮৩	১২৮৬			
পাবনা	৬১১৭	৫৫০৬	১২৬২৩			
ঢাকা বিভাগ				২৬১৫৪	২৪৭৫২	
ঢাকা	৯২৯৯	৯২৬৪	১৮৫৬৩			
ময়মনসিংহ	১৩৮৯৫	১২৬০২	২৬৪৯৭			
ফরিদপুর	২৫২০	২৫৪৯	৫০৬৯			
বাখরগঞ্জ	৪৪০	৩৩৭				
চট্টগ্রাম বিভাগ			৭৭৭	১০৫৫২	৯৮০৭	

ত্রিপুরা	৭৫২৮	৭০৩৫	১৪৫৬৩		
নোয়াখালী	২৪৯১	২২৭৫	৪৭৬৬		
চট্টগ্রাম	৫২৭	৪৯৭	১০২৪		
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ	৬	০	৬		
ভাগলপুর বিভাগ				১৫১২	১৬৪৮
মালদহ	১৫১২	১৬৪৮	৩১৬০		
উড়িষ্যাবিভাগ				৮	২৪
পুরী	৮	২৪			
ছোটনাগপুর				১১২১	৯৩১
রাঁচি	২৩	২৬	৪৯		
মানভূম	৯৯৪	৮৩৬	১৮৩০		
সিংহভূম	১০৪	৬৯	১৭৩		
ইংরাজ অধিকারে মোট—				৮৮০৭৯	৮৩৯২১
২। করদ ও মিত্ররাজ্য				১৪৪	৬৪
কুচবিহার	৬৫	৫	৭০		
উড়িষ্যাকরদরাজ্য	২১	৩৪	৫৫		
স্বাধীনত্রিপুরা	৫৮	২৫	৮৩		
বঙ্গদেশে মোট—				৮৮২১৫	৮৩৯৮৫

সূত্রধরজাতির গোত্র।

ইহাদের গোত্রাদিও অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুজাতির ন্যায়। যথা—ভরদ্বাজ, মৌদগল্য (মধুকুল্য), শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, হরিঋষি, বামর্ষি, আলমঋষি প্রভৃত।

সূত্রধরগণের বংশীয় উপাধি।

সূত্রধরগণের উপাধিও অন্যান্য উচ্চ জাতির ন্যায় বহু সংখ্যায় বিভক্ত। যথা—রায়, রাম, রাণা, দাস, দে, দত্ত, চন্দ্র, কর, পাল, মল্লিক, শীল, সেন, কুণ্ড, নাগ, সাঁতরা, হাজরা ও লাহা (লা) প্রভৃতি।

সূত্রধরজাতির কৌলীন্য ও বিবাহ প্রথা৭

অন্যান্য জাতির ন্যায় ইঁহাদিগেরও কুলীন ও মৌলিক বলিয়া দুইটী

থাক দেখিতে পাওয়া যায়। কুলীনের পুত্রকন্যার সহিত মৌলিকের এবং মৌলিকের পুত্রকন্যার সহিত কুলীনের আদান প্রদান হইয়া থাকে, তাহাতে কোন দোষ ঘটিয়া থাকে না। তবে এই কৌলীন্যপ্রথাও এক্ষণে সহরের বাহিরেই কিছু কিছু বর্ত্তমান। সহরাঞ্চলে অন্যান্য উচ্চজাতির ন্যায় ইঁহাদের কৌলীন্যও নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রধানব্যক্তিগণের নাম।

জমিদার—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ শীল। পিতা ৺রামচন্দ্রশীল সাং কপালিটোলা কলিকাতা।

ব্যারিষ্টার—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্র, পিতা শ্রীব্রজেন্দ্রনাথচন্দ্র সাং ১২নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। কার্য্যস্থান জব্বলপুর।

উকিল—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র, পিতা ৺ধর্ম্মদাস চন্দ্র সাং ঐ জব্বলপুর। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শীল পিতা ৺রামচন্দ্র শীল সাং কপালিটোলা কলিকাতা। কার্য্যস্থান শীউনি। শ্রীযুক্ত গৌরেন্দ্র নাথ শীল পিতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শীল। ঐ।

মোক্তার—শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চন্দ্র সাং কাঁসারীপাড়া ভবানীপুর হাইকোর্ট

ইঞ্জিনিয়ার—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ রাণা পিতা ৺রামচন্দ্র রাণা সাং ভবানীচরণ দত্তের লেন। পেন্সনার।

ডাক্তার—শ্রীযুক্ত বীরচাঁদ দে এম বি, পিতা ৺রাধামাধব দে, সাং অখিলচন্দ্র মিস্ত্রীর লেন। কার্য্যস্থান রেঙ্গুন। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে পিতা ৺মতিলাল দে, সাং—ঐ, কার্য্যস্থান ঐ। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দে এল এম এস, পিতা ৺মহেন্দ্রনাথ দে, সাং মুসলমানপাড়া কলিকাতা মিউনিসিপালডাক্তার। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাস বি এ, এল এম এস্, পিতা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাস, সাং চাঁপাতলা কলিকাতা শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল দাস সাং শৈদাবাদ, মুরশিদাবাদ পেন্সনার। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস এল এম এস্ সাং সানকীভাঙ্গা কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চন্দ্র। ইনি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয়ের পুত্র, সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এবং কলিকাতাস্থ নং ১২ কলেজ স্কোয়ার বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক রোগীদিগের চিকিৎসা করিতেছেন।

মুচ্ছুদ্দি। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে পিতা ৺মতিলাল দে, সাং অখিল মিস্ত্রীর লেন কলিকাতা। মুচ্ছুদ্দি বার্ক মায়ার ব্রাদার সদাগর।

সরকারীকার্য্যকারী—শ্রীযুক্ত চুনিলাল দে, রেজিষ্টারার—সরভেয়ার জেনারেল অফিস। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র আবকারীর একজন প্রধানতম কর্ম্মচারী।

ইহা ব্যতীত আরও বহু ব্যক্তি বহু স্থানে সরকারী বেসরকারী বহু উচ্চ কার্য্য নিযুক্ত। তাঁহাদিগের নাম এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব।

সূত্রধরদিগের পুরোহিতদিগের মধ্যে অনেক পণ্ডিত বিদ্যমান তন্মধ্যে লগ্নাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কলাপ অধ্যয়নপূর্ব্বক জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। পাইটকাড়া পরগণার অন্তর্গত ভুতলানিবাসী অসাধারণ জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত মৃত রামজীবন বিদ্যাসাগর ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজমালা ৪৮৬—৮৭ পৃঃ

ঐ পুস্তকপাঠে আমরা আরও অবগত হই যে ঐ দেশবাসী সূত্রধরদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক সুনিপুণ কারু আছে। ইহারা গজদন্ত দ্বারা গোলদান, চেয়ার, দেবতার আসন প্রভৃতি নানা প্রকার বহুমূল্য বস্তু প্রস্তুত করিতে পারে।

OPINIONS AND APPRECIATIONS.

Mohamohopadhyaya Satish Chandra Vidyabhusan M A M R A S PH D Professor of Sanskrit and Pali, Presidency College, (Now Principal Sanskrit College) joint Philological Secretary of the Asiatic Society of Bengal, Fellow of the Calcutta University.—

I have read with great pleasure Babu Behari Lal Ram's "Sutradhara Tattva" or a history of the carpenter caste of Bengal. It seeks to prove that this caste has sprung up from the Divine architect Visvakarma, and is a branch of the Vaisya class allied to the Barhai caste of Western India. The Carpenter who are mentioned in the Vedic and Buddhistic literature, are a very ancient people, and I have no doubt as to their origin from Visvakarma. Though carpentry is a gross art, the claim of the Sutradharas, as artists, to be included in the Vaisya class is not unjust.

PRESIDENCY COLLEGE
Calcutta 23. 5. 07 } Sd. SATISH CH. VIDYABSUHAN.

The Bengalee Tuesday November 26. 1907—

The book is interesting and should prove useful to those for whom it is intended.

এডুকেশন গেজেট ১৩১৬ শাল ১৯শে ভাদ্র।

সূত্রধর তত্ত্ব।

অর্থাৎ সূত্রধরজাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। শ্রীবিহারী লাল রামকর্ত্তৃক প্রকাশিত. কলিকাতা সাথীপ্রেশ ২১।১ পটুয়াটোলা লেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কার্য্যসম্বন্ধে মনুর বচনে শিল্পের উল্লেখ নাই। শঙ্খ বলিতেছেন যে, দ্বিজশুশ্রূষা এবং সমস্ত শিল্প শূদ্রেরা করিবে। কিন্তু কাঠের ঘর এবং কাপড় এবং হাঁড়ি কলসী সকলের প্রথমাবস্থা হইতেই প্রয়োজন। সুতরাং কামার, ছুতার, তাঁতী, কুমার প্রভৃতির কার্য্য বৈশ্যদিগেরই কার্য্য ছিল। কুলা ধুচুনী প্রভৃতি আজও পর্য্যন্ত শূদ্রের একচেটিয়া শিল্প আছে। বোম্বাইয়ের সূত্রধরগণ

উপবীতধারী। আমাদের বিশ্বাস যে আধুনিক শূদ্রনামধারী সকলেই বৈশ্য। কেবল অন্ত্যজগণই প্রকৃত শূদ্র। আপনাপন সমাজে আচারব্যবহারের উন্নতি করিয়া লইয়া সকলেই চতুর্বর্ণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্থান গ্রহণ করুন। বৌদ্ধ-বিপ্লবে সকল বর্ণেরই বিশুদ্ধতা একটু না একটু নষ্ট হয়। শিল্পী, কৃষিজীবী ও বণিগ্‌বৃত্তিপরায়ণ সমাজে বৈশ্যরক্তই অধিক, তাঁহারা বৈশ্য।

নব্যভারত—১৩১৪ শাল—কার্ত্তিক—সূত্রধরতত্ত্ব—শ্রীবিহারীলাল রামকর্ত্তৃক প্রকাশিত। জাতিতত্ত্বের যতই মীমাংসা হয় ততই ভাল। আপন আপন জাতীয় উন্নতির জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইতেছেন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপে সকল জাতি উন্নতিলাভ করিয়া এক মহতী জাতিতে পরিণত হউন। সুন্দর পুস্তক।

আরতি—৭ম বর্ষ, ষষ্ঠসংখ্যা—ময়মনসিংহ—সূত্রধরতত্ত্ব—শ্রীবিহারী লাল রামকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সূত্রধরজাতির নিদান ও সামাজিক অধিকারসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা আছে। গ্রন্থকার আত্মগোপন করিয়া গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থে রচয়িতার নামোল্লেখ থাকা একান্ত আবশ্যক। যিনি বহুকালের প্রচলিত বিধির উচ্ছেদসাধনে চেষ্টান্বিত, আত্মগোপনরূপ ভীরুতাপ্রদর্শন তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না। এই অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার পণ্ডিত ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। সর্ব্বস্থলে আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে না পারিলেও আমরা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, এবং তর্ক ও মীমাংসা-শক্তির প্রশংসা করিব। গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য এই—আমরা বর্ত্তমানে বঙ্গে যে সূত্রধরজাতি দেখিতে পাই, তাহার নিদান বৈশ্য। এবং সূত্রধরগণ হিন্দুস্থানের উপবীতী ও আচরণীয় বাঢ়ই গণের শাখাপ্রশাখা-বিশেষ। এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা এতৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আমরা প্রত্যেক জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল পাঠককে গ্রন্থখানির আদ্যন্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রসূনপত্রিকা—২৯শে কার্ত্তিক ১৩১৪ শাল, কাটোয়া—সূত্রধরতত্ত্ব

—শ্রীযুক্ত বিহারীলালরামকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকে সূত্রধর-জাতির উৎপত্তি, সামাজিক অধিকার ও নিদানপ্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই সকল বিষয় প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থহইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। আশা করি পুস্তকখানি সূত্রধরসমাজে আদরণীয় হইবে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর। কলিকাতা ৬৮।১ নং কেথিড্রাল মিশন লেনে (এখন শ্রীগোপাল মল্লিকের লেনে) প্রকাশকের নিকট পুস্তক পাওয়া যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা—১৬ই শ্রাবণ ১৩১৪ শাল—আমরা সূত্রধর-তত্ত্বনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানিতে বঙ্গদেশীয় সূত্রধরজাতির উৎপত্তি, বর্ণনির্ণয়, পাতিত্যঘটন, সামাজিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণিত আছে। এই পুস্তকপাঠে আমরা যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই জাতির মধ্যে অনেক বিশিষ্ট লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সূত্রধরজাতির আকারপ্রকার ও আচারব্যবহারাদি দেখিয়া তাঁহাদিগকে আমরা কখনও অনার্য্যজাতিসম্ভূত বলিয়া মনে করিতে পারি না। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ঐতিহাসিক গবেষণায় সূত্রধরজাতীয় ব্যক্তিগণের আর্য্যজাতিত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা আশা করি সূত্রধরসমাজ সমগ্রদেশে স্বজাতির উন্নতি বর্দ্ধনার্থ সবিশেষরূপে আন্দোলন উত্থাপিত করিবেন, সভাসমিতি করিয়া স্বজাতীয় সমাজে নিজেদের জাতীয়শ্রেষ্ঠতা বিঘোষিত করিবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা—৮ম ক ৪র্থ ভাগ ১৩১৪ শাল ২২১ পৃষ্ঠা। সূত্রধরতত্ত্ব—শ্রীবিহারিলালরাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দেখাইয়া সূত্রধরজাতির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক সূত্রধরগণের ব্যবসায় বা আচার কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে। উঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও ভক্তিমান্। উঁহাদিগকে অপকৃষ্টবর্ণমধ্যে গণ্য করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

যুবক—মাসিক পত্রিকা ১৩১৪ শাল, ভাদ্র ৫১৬ পৃষ্ঠা শান্তিপুর। সূত্রধরতত্ত্ব—অর্থাৎ সূত্রধরজাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। শ্রীযুক্তবিহারিলালরামকর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকার অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা সূত্রধরজাতির শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সপ্রমাণ করিলে কি হয়? বঙ্গীয় সমাজ কি তাঁহার প্রমাণঅনুযায়ী সূত্রধরগণকে সামাজিক অধিকারপ্রদান করিবেন? শাস্ত্র বল, আর ধর্ম্ম বল, প্রচলিত দেশাচারের কাছে উহা কিছুই নহে। গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার সফলতাসম্বন্ধে আমরা সন্দিহান। তবে তিনি যে গভীর গবেষণা, কঠিন পরিশ্রম ও অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য ধন্যবাদভাজন। তাঁহার ভাষা ও রচনাপ্রণালী প্রশংসনীয়।

বঙ্গবাসী—৭ই আষাঢ় ১৩১৪ শাল।—সূত্রধরতত্ত্ব অর্থাৎ সূত্রধর জাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। শ্রীযুক্তবিহারিলালরামকর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সূত্রধরজাতির উৎপত্তি, সূত্রধরশব্দের ব্যুৎপত্তি, সামাজিক অধিকার, নিদান ও কেন পাতিত্য ঘটিল, উহা বৈধ কি অবিচারমূলক, গ্রন্থকার তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সরলভাবে হইয়াছে।

স্বামী ধর্ম্মানন্দমহাভারতী—৮ই ভাদ্র ১৩১৪ কলিকাতা।—শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলালরাম মহাশয় বিরচিত ও প্রকাশিত "সূত্রধরতত্ত্ব" নামক পুস্তকখানি আদ্যন্ত মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। এ বিষয়ে বিহারী বাবুর পুস্তক বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম বলিয়া গণ্য হইবে, কারণ সূত্রধরজাতিসম্বন্ধে অদ্য পর্য্যন্ত অন্য কেহ আলোচনা করেন নাই এবং ঐ জাতিসম্বন্ধে কোন পুস্তক বা পুস্তিকাও বিরচন করেন নাই। চিন্তা ও অনুসন্ধান করিবার সামর্থ্য বিহারী বাবুর যথেষ্ট আছে; বাঙ্গালাভাষার উপরেও তাঁহার অধিকার সীমাবিশিষ্ট নহে। এই পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহারদ্বারা অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। এই পুস্তক বাস্তবিক ইহার প্রণেতার যোগ্যতার নিদর্শন। পরবর্ত্তী সংস্করণে বিহারী বাবু আরও অনেক

অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে সূত্রধরজাতিসম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। যাহাহউক, এবম্প্রকার পুস্তক বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের জাতিতত্ত্বসম্পর্কে বিশেষসহায়স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রবাসী—কার্ত্তিক ১৩.৪—সূত্রধরতত্ত্ব—অর্থাৎ সূত্রধরজাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার, শ্রীবিহারিলালরামকর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য লিখিত নাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বেদ, সংহিতা, ইতিহাস, সেন্সস রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে সূত্রধরজাতি বৈশ্য ও উপবীতী। এই মীমাংসা মানিয়া লইতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমরা এই পুস্তকাখানি প্রত্যেক সূত্রধরজাতীয় ব্যক্তিকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া আত্মমর্য্যাদা লাভ করিবেন।

সমাজ—২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃঃ ৩৪—সূত্রধরতত্ত্ব—শ্রীবিহারীলাল রাম কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। এই পুস্তকে সূত্রধর জাতির উৎপত্তি বিবরণ, আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। বেদ, পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার সূত্রধরদিগের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলের সূত্রধরগণ, বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত, তাহারা উপবীতী। বঙ্গদেশের সূত্রধরগণও যে সেই শ্রেণীর লোক গ্রন্থকর্ত্তা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক বঙ্গীয় সূত্রধরদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে তাঁহাদের বৈশ্যত্বের দাবী সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থাদিতেও সূত্রধরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সূত্রধরজাতি যে আধুনিক নহে, তাহাই বিশ্বাস হয়। গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু পোড়া দেশাচারের কাছে শাস্ত্র কি দাঁড়াইতে পারে? যতদিন পর্য্যন্ত দেশাচারের উপর শাস্ত্র আপন আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিবে, তত দিন যিনিই যত শাস্ত্র উদ্ধৃত করুন না কেন; কিছুই ফলদায়ক হইবে না।

কলিকাতা—আহিরী টোলা,

৪০ নং শঙ্কর হালদার লেন, ১৮ই পৌষ, ১৩১৪ শাল।

আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন, আপনার পত্র এবং একখণ্ড 'সূত্রধরতত্ত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছি। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন এতদিন প্রাপ্তিস্বীকার করিতে পারি নাই। আপনার উদ্দেশ্য সাধু এবং প্রশংসনীয়। সূত্রধরজাতি আদিতে বৈশ্য ছিলেন, প্রতিপন্ন করিবার জন্য আপনি যে সকল প্রমাণ সগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার যথেষ্ট গবেষণাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন আমি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শান্তিপুর—১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

স্বস্তি শ্রীলালমোহনশর্ম্মণঃ পরমশুভাশীর্ব্বাদবিজ্ঞাপনম্—কল্যাণ-ভাজন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়, আমি আপনকার প্রণীত সূত্রধরতত্ত্ব-নামক পুস্তক পাঠ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।

আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা সূত্রধরজাতিকে বৈশ্যশ্রেণীতে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উহা আপনকার বিশেষপ্রশংসাজনক ও শাস্ত্রীয় আলোচনা ও বহু গবেষণার ফল বলিয়া সাধারণের নিকট আপনি সম্যক্ প্রকারে সম্মানপাত্র এবং সুকৃতিবর্গের নিকট ধন্যবাদার্হ।

পশ্চিমাঞ্চলের সূত্রধরগণ বাঢ়ইনামে প্রসিদ্ধ, সে জাতি বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত এবং উপবীতী। বঙ্গদেশের সূত্রধরগণ সে শ্রেণীর লোক কি না তাহার প্রমাণ সূত্রধর তত্ত্বেই লেখা আছে। সে শ্রেণীকে ধরিতে গেলে বর্দ্ধকী এইসংজ্ঞক শিল্পীকে বুঝায়। বর্দ্ধকীর অপভ্রংশশব্দে বাঢ়ই পদ চলিত হিন্দী ভাষায় হইয়া গিয়াছে, কাষ্ঠতক্ষণবৃত্তি শূদ্রবৃত্তি হইতে পবিত্র। সুতরাং বৈশ্যত্বের দাবী নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

গ্রন্থকারের আত্মপরিচয়।

মূল গ্রন্থখানি প্রকাশিত ও সাধারণে বিতরিত হইবার অনতিবিলম্বে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্বজাতীয় মহোদয়গণ আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে পত্রাদি লিখেন, তাহাতে তাঁহাদের অযথা সময় নষ্ট ও অনর্থক ক্লেশভোগ করিতে হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে অন্য কোন মহাত্মাকে আর এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়, এই অভাব দূর করিবার জন্য নিম্নে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। কিন্তু যে সময়ে আমি লেখনী ধারণ করিলাম, তাহা এই কার্য্যের উপযুক্ত সময় নহে। কারণ যে সকল পরিবারের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই এক্ষণে কালকবলে নিপতিত। কোন পরিবারের একবারে কেহই নাই। কাহারও বা দুই একটী বিধবা স্ত্রীলোক আছেন। কাহার বা দুই একটি অল্পবয়স্ক সন্তান রহিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের পরিচয়প্রদানে অসমর্থ। কেবল মাত্র দুই একটি স্থানের মহোদয়গণ তাঁহাদের পরিচয়দানে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই সকল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমি আমার অদম্য পরিশ্রমদ্বারা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আমার যৌবনকালে যে সকল পরিবারের সংসর্গে আসিয়া যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, এবং আমার পিতৃদেবের মুখে যাহা কিছু শুনিয়াছি ও আমি স্বয়ং যাহা দেখিয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সন ১২৫৭ শাল, শক ১৭৭২, ১৮ই চৈত্র, সূর্য্যোদয়কালে হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বর দেবের শ্রীমন্দিরের উত্তরে প্রায় দুই মাইল দূরে চৌতাড়াগ্রামে (পরগণা হাবেলি, ডাকঘর তারকেশ্বর) আমার জন্ম হয়। প্রায় ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আনীত হই। আমার পিতৃদেব মহাশয় এখানে চাকরি করিতেন। আমার এই স্থানে আগমনের ২।৩ দিবস পরে এই মহাসাম্রাজ্য ইষ্ট, ইঃ কোঃ হস্তহইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পিত হয় (শাল ১২৫৮), অতএব

আমার বয়স এক্ষণে ৫৯ বৎসর হইল। তন্মধ্যে কলিকাতায় বাস প্রায় ৫১ বৎসর। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যে আরও অধিকপূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (পরে তাহা আলোচনা করিব) পল্লীগ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করাতে আমাদের পল্লীগ্রামের বাস একবারে উঠিয়া যায় নাই। এখনও তথায় বাস্তুভিটা আছে এবং আমরা মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিয়া থাকি। কিন্তু আমার পল্লিগ্রামে বাস যে ঘটে নাই তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ আমি আটবৎসরবয়সে এখানে চিকিৎসার্থে আনাত হই। রোগ হইতে মুক্ত হইবার পর আমার পিতামহাশয় তাঁহার কোন প্রিয় সুহৃদের (অদ্বৈতচরণ দাসের) পরামর্শানুসারে আমাকে ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। আমিও পাঠ সমাপ্ত করিয়া এইস্থানেই চাকরি করিতেছি। সুতরাং পল্লীগ্রামবাসের সুবিধা আদৌ ভোগ করিতে পাই নাই। এই হেতু আমাদের তত্রত্য কুটুম্বেরা যাঁহারা এ স্থানে আসিয়া আমাদের গৃহ পবিত্র করিতেন, কিংবা অবকাশমত আমরা যাইয়া যাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম, তাঁহাদেরই সহিত বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। এবং তাঁহাদের বিষয়ই এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাদের আত্মীয় হইলেও তাঁহাদের বিষয় সম্যক্ অবগত না হওয়াতে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। এই জন্য মনে অতি ক্ষোভ রহিল।

হুগলি জেলার অন্তর্গত হাবেলিপরাগণাভুক্ত শ্রীশ্রী৺ তারকেশ্বর দেবের শ্রীমন্দিরের উত্তরে প্রায় দুই মাইল দূরে চৌতাড়া গ্রামে (P. O তারকেশ্বর) ভক্তপ্রবর ৺ছকুরামরামনামে এক সূত্রধর বাস করিতেন (ইঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের নাম আমি অবগত নহি)। তাঁহার পুত্র দয়ালরাম রামও অত্যন্ত ধর্ম্মপরাণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ নারায়ণচন্দ্র ও কনিষ্ঠ রামলোচন। উভয়েই পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় সদ্‌গুণান্বিত, ধর্ম্মপরায়ণ ও ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারা স্বাধীনবৃত্তি অর্থাৎ এক স্থানের পণ্যদ্রব্যাদি অপর স্থানে

লইয়া গিয়া তাহার ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্বদাই ভক্তসঙ্গ, ভক্তিগ্রন্থপাঠ ও ভগবৎসেবাপ্রভৃতি কার্য্যে নিরত থাকিতেন। তাঁহারা নিজবাটীতে একটী অবৈতনিক পাঠশালাও স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাতে স্বগ্রামস্থ ও নিকটস্থ গ্রামের বালক-বৃন্দকে তাঁহারা আপনারাই বিনাবেতনে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগানের নেতা এবং সতত প্রভুর নামগুণগানে রত থাকিতেন। কিন্তু অধিক দিন আর এরূপভাবে কাটাইতে পারিলেন না। কালের গতি অতি দুর্লঙ্ঘ্য ১২৩০ শালের প্রসিদ্ধ প্রবল বন্যায় তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েন ও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়দ্বারা যে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ছিল তাহাও একেবারে বন্ধ হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বজাতিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কষ্টে নিপতিত হইয়াও ভগবৎপদারবৃন্দ বিস্মৃত হয়েন নাই, বরঞ্চ তাঁহাতে আরও অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্নচিন্তা অতি চমৎকার, তাঁহারা আপনারা ভগবৎপদারবৃন্দধ্যানে এক রকম দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংসারের উপায় কি, পুত্রকলত্রেরও অত্যন্ত কষ্ট। তখন অনন্যোপায় হইয়া পুত্রদিগকে ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহা হইতেই আমাদের কলিকাতায় বাসের সূত্রপাত।

আমার পিতামহ রামলোচন রামের চারি পুত্র। ১ম গোঁসাইদাস ২য় বৈষ্ণবচরণ, ৩য় বিশ্বনাথ, ৪র্থ ভোলানাথ, অপরাপর পুত্রেরা যৌবনে অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক গমন করাতে আর তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম না। আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ চন্দ্রের কেবলমাত্র চিন্তামণিনামে একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। তিনি অপুত্রক, সুতরাং তাঁহার বংশও লোপ পাইয়াছে।

আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত গোঁসাইদাস ১২৩০ শালের বন্যার অব্যবহিত পরে কলিকাতায় প্রথম আগমন করিয়া স্বাধীন স্বজাতিব্যবসায়

দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অতএব আমাদের কলিকাতায় আগমন প্রায় ৮৫ বৎসর হইল। অপর ভ্রাতারা বৈষ্ণবচরণ, বিশ্বনাথ ও ভোলানাথ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র চিন্তামণি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। এবং সকলে স্বজাতিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, কেবলমাত্র আমার পিতা বিশ্বনাথকে ইংরাজি লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি পাঠানন্তর প্রথমে Board of Trade তৎপরে Scallon & Co সওদাগর আফিসে চাকরি করিতেন। ইহা হইতেই আমাদের চাকরিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের সূত্রপাত।

আমি ইতি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে আমি অতিঅল্পবয়সে উৎকটপীড়াক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনীত হই। এবং রোগ হইতে মুক্তিলাভানন্তর ইংরাজিশিক্ষার জন্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত ও পাঠানন্তর চাকরিতে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে ইহাই আমার উপজীবিকা। Bookkeeper of Messrs A Agelasto & Co সওদাগর! এক্ষণে আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের আদানপ্রদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমার পিতামহ রামলোচনরাম স্বগ্রাম চৌতাড়ার ২।৩ মাইল উত্তরে শ্রীরামপুর (Po, দশঘরা) অমুকশীলের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পৌত্র গোপালচন্দ্র শীল। ইনি সতত আমাদের বাটীতে আসিতেন ও আমাদিগকে অত্যন্ত সস্নেহচক্ষে দেখিতেন। আমরাও সুবিধামত তাঁহাদের বাটীতে গমনাগমন করিতাম। আমাদের ভাগ্যে তাঁহার পিতা কিংবা পিতামহের দর্শনলাভ হয় নাই। তাঁহার পুত্র অক্ষয়কুমার, তিনি অপুত্রক ও অল্পবয়সে কালকবলে নিপতিত। ইঁহার বিধবা পত্নী এখনও বর্ত্তমান ও তাঁহার পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা হাউলির সরাংগত (কুলীন) ও দলপতি।

আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত গোঁসাইদাসের দুই বিবাহ। প্রথম

বিবাহ হুগ্‌লিজেলার অন্তর্গত ধরমপুর (পোঃ ভাণ্ডারহাটি) অমুক দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। তাঁহার পুত্র অঘোরনাথদত্ত। অঘোরদত্তের দুই পুত্র, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ও অতুলচন্দ্রদত্ত। ইঁহারাও হাউলির সরাগত (কুলীন) ও দলপতি; এখনও ধরমপুরে বাস করিতেছেন।

আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতের এই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কেবলমাত্র একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত হুগলি জেলার অন্তর্গত হরিপালের (P. O. Haripal) বৈদ্যনাথ চন্দ্রের পুত্র বেণীমাধব চন্দ্রের বিবাহ হয়। তাঁগর দুই পুত্র গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ। ইঁহারা এখনও হরিপালে বাস করিতেছেন। ইঁহারা দশলকি সরাগত (কুলীন)।

আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতের দ্বিতীয় বিবাহ হুগলি জেলার অন্তর্গত জনাইর নিকটবর্ত্তী তাজপুরের (P, O. Begumpore) মোহনচন্দ্রের কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়। ইঁহার পুত্র ভোলানাথ চন্দ্র। ইনি অপুত্রক। ইহার বিধবা পত্নী এখনও তাজপুরে বাস করিতেছে। ইঁহারাও দশলকি সরাগত। আমার জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতের এই দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কেবল মাত্র একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, নাম মহান্দ্রনাথ, তিনি Millitary Department আফিসে চাকরি করিতেন: তাঁহার দুই বিবাহ, প্রথমা স্ত্রী অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায় দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মে. পুত্রের নাম সুরেন্দ্রনাথ। তিনি Surveyor General Office চাকরি করিতেন। তিনি অবিবাহিতাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। কন্যা দুইটি বিবাহিতা।

আমার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত বৈষ্ণবচরণরাম স্বগ্রামনিকটবর্ত্তী দেওড়া গ্রামে (P. O. Tarwkesur) তনুপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। তনুপালের দুই পুত্র ধর্ম্মদাসপাল ও গোঁসাইদাসপাল। ইহাদের বংশে এক্ষণে কেবলমাত্র দুইটি বিধবা বর্ত্তমান আছেন, এই জন্য ইঁহারা যে কোথাকার সরাগত তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না।

আমার মধ্যম জেষ্ঠতাতের এই স্ত্রীর গর্ভে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম কুড়ারাম, দ্বিতীয় চূড়ারাম, ও কনিষ্ঠ বংশীধর। প্রথম কুড়ারাম অপুত্রক। দ্বিতীয় চূড়ারাম অবিবাহিতাবস্থাতে পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ বংশীধরের চারিটি পুত্র, নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্র প্রভৃতি এবং তিনটি কন্যা। দ্বিতীয় কন্যাটি কেবলমাত্র একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। অপর দুইটি শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছেন।

আমার ক্ষুল্লতাত ভোলানাথ বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মশাগ্রামের (P. O. Mosagram) নীলমণি ভাস্করের কন্যাকে বিবাহ করেন। নীলমণি ভাস্করের পুত্র অভয়, অবিবাহিতাবস্থায় পরলোক গমন করেন। নীলমণি ভাস্করের কনিষ্ঠভ্রাতা রতন ভাস্কর। তাঁহার দুইটি পুত্র বিপিনবিহারী ও হরিপদ ভাস্কর। বিপিনবিহারী অপুত্রক। হরিপদের কয়েকটি পুত্র ও কন্যা। ইনি এখনও মশাগ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের আদি উপাধি দাস। প্রস্তরের দেবদেবীমূৰ্ত্তিগঠন করাতে ভাস্কর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা পাঁচ পরগণার প্রধান সরাগত অর্থাৎ পাঁচ পরগণার শ্রেষ্ঠ সম্মান ইহাঁদের প্রাপ্য।

আমার পিতা ৺বিশ্বনাথরাম। তিনি হুগলি জেলার অন্তর্গত খাঁনপুরের (পোঃ দশঘরা) রামকুমার চন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। রামকুমার চন্দ্র হাউলির সরাগত ও চাঁপাতলস্থ প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের দূর আত্মীয়। রামকুমারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার মধ্যে গঙ্গারাম চন্দ্রের পুত্র নিমাইচন্দ্রের পুত্র পূর্ণচন্দ্র, এবং অপর ভ্রাতা রাজা রামচন্দ্রের পুত্র মতিচন্দ্রের পুত্র অমূল্যচরণ এক্ষণে চাঁপাতলায় বাস করিতেছেন। আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র ও আমার একটি জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগ্নী বর্ত্তমান। আমার এই ভগিনীর বিবাহ স্বগ্রামনিকটস্থ গোপীনাথপুরের রামচন্দ্রপালের কনিষ্ঠ পুত্র বিহারিলালের সহিত সম্পন্ন হয়। রামচন্দ্রের তিন পুত্র—মতিলাল, গৌরচন্দ্র ও বিহারিলাল। গৌরচন্দ্র ও বিহারী অপুত্রক। মতিলালের পুত্রেরা অকালে কালকবলে পতিত, এখন কেবলমাত্র দুইটী বিধবা বৰ্ত্তমান। রামচন্দ্রের

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীলমণিপালের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রামতারণপাল অপুত্রক কনিষ্ঠ ভুবনমোহনের পুত্র শরচ্চন্দ্রপাল ও তাঁহার ভ্রাতারা এক্ষণে কপালিটোলায় বাস করিতেছেন। ইহাঁরা হাউলির সরাগত। আমার মাতামহী দত্তবংশীয়। যে দত্তবংশের সৃষ্টিধরদত্ত সরাগত ও দলপতি। ইঁহার পুত্র নীলকমল দত্ত আমার মাতামহীর জ্ঞাতি ক্ষুল্লতাত। এই নীলকমলদত্তের পুত্র মহিমচন্দ্র এক্ষণে চাঁপাতলায় বাস করিতেছেন। ইহারা হাউলির সরাগত।

আমার পিতৃদেবের মাতৃস্বসা ও মাতুলানীর সংখ্যা অধিক, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের সকলের বিষয় অবগত নহি। কেবলমাত্র একটী মাতৃস্বসার পুত্র বিদ্বৎপুরের (Po দশঘরার) গৌরাচাদ দত্ত। ইঁহারা উপর্য্যুক্ত সৃষ্টিধরদত্তের বংশীয়। ইঁহার পুত্র কৈলাসচন্দ্র চাঁপাতলাস্থ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের পুত্র গঙ্গারামচন্দ্রের জামাতা এবং আমাদের সম্পর্কীয়। আমার পিতৃদেবের একটি মাতুলানী প্রসন্নচন্দ্রপাল ও গোবর্দ্ধনচন্দ্রপালের মাতৃস্বসা। ইঁহারা চৌমোর সরাগত ও দলপতি।

উপসংহারে নিবেদন। আমার নাম শ্রীবিহারিলাল রাম। আমার পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ রাম। আমার পিতামহের নাম ৺রামলোচন রাম। আমার প্রপিতামহ ৺দয়ালরাম রাম। আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৺ছকুরাম রাম। আমার পিতামহী শীলবংশীয়া। আমার মাতামহী দত্ত বংশীয়া, মাতা চন্দ্রবংশীয়া। এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী পালবংশে বিবাহিতা সকলেই হাউলির সরাগত ও দলপতি। ইহা হইতে সুধীগণ আমার পরিচয় অবগত হইবেন।

ছকুরাম রাম
|
দয়ালরাম রাম।
|
নারায়ণচন্দ্র রাম, রামলোচন রাম।
| |
চিন্তামণিরাম |
|
গোঁসাইদাস রাম, বৈষ্ণবচরণ রাম, বিশ্বনাথ রাম ও ভোলানাথ রাম।
| |
কুড়ারামরাম, চূড়ামণিরাম ও বংশীধররাম |
| বিহারিলাল রাম
নিত্যানন্দরাম, গৌরচন্দ্ররাম প্রভৃতি।